পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩২ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 32, Issue 1567, Saturday, 02 March 2024 FREE www.parichoy.com

ডোনাল্ড ট্রাম্প কি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ফিরে আসছেন ?

বিস্তারিত ০৬ পাতায়

আরো আছে...

- জনশক্তি ব্যবহারের সেরা সময়ে বাংলাদেশ?- ৫ম পাতায়
- গাজায় গণহত্যা : জার্মানিকে আইসিজের কাঠগড়ায় তুললো নিকারাগুয়া-৫ম পাতায়
- সংকুচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন খাত, সাত মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন-৫ম পাতায়
- সংকুচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন খাত, সাত মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন-৫ম পাতায়
- নিজেকে তরুণ মনে করেন ৮১ বছরের বাইডেন!-৬ষ্ঠ পাতায়
- গাজা যুদ্ধ নিয়ে বাইডেন-নেতানিয়াহুর মতবিরোধ-৭ম পাতায়
- রমজানের শুরু থেকেই হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের আশা বাইডেনের-৭ম পাতায়
- রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে বাংলাদেশিদের প্রথম পছন্দ যে দেশগুলো-৮ম পাতায়
- বেইলি রোডে আগুন : চোখ ভিজে , আসে বুক ভেঙে যায়-৯ম পাতায়
- জিয়াউর রহমান, সায়েম ও মোশতাকের ক্ষমতা দখল ছিল বেআইনী বললেন প্রধান বিচারপতি-৯ম পাতায়
- বিদেশে সম্পদ থাকার কথা স্বীকার করলেন সাংসদ সাইফুজ্জামান চৌধুরী-৯ম পাতায়
- ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ওষুধের দাম ৩৫% বেড়েছে-১০ম পাতায়

গাজায় ২৫ হাজার নারী-শিশু হত্যা করেছে ইসরায়েল বললেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বিলিয়ন ডলার অনুদান, শিক্ষার্থীদের দিনবদলের রূপকার রুথ গটসম্যান

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
ফ্রি কলুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights
NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica
NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx
NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook
NY 11741 Tel: 631-428-1901

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
TOP RATED
CPA FIRM IN NYC
200+ Google REVIEWS
(929) 371-9915
info@ahadandco.com ahadandco.com
/AhadCoCPA /AhadTheCPA

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MOINUL ISLAM
Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
MLS REBNY

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ব্রঙ্কসের অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব মেডিসিন এ টিউশন-মুক্ত পড়াশোনার সুযোগ

বিলিয়ন ডলার অনুদান, শিক্ষার্থীদের দিনবদলের রূপকার রুথ গটসম্যান

পরিচয় ডেস্ক: ব্রঙ্কসের অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব মেডিসিন এর শিক্ষার্থীদের জীবনের দিনবদলের রূপকার ৯৩ বছর বয়স্ক রুথ গটসম্যান। ওয়ালস্ট্রিটের পুঁজিবাজারের ধনাঢ্য এক বিনিয়োগকারী ছিলেন তাঁর প্রয়াত স্বামী। গত ২৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার ব্রঙ্কসে অবস্থিত উক্ত মেডিকেল কলেজটিতে এক বিলিয়ন ডলার অনুদানের ঘোষণা দেন রুথ।

নিউ ইয়র্কে ব্রঙ্কসে একটি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব মেডিসিন এর শিক্ষার্থী হচ্ছেন স্যামুয়েল উ। কোরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করা বাবা-মার সন্তান স্যামুয়েল এখানকার প্রথমবর্ষের ছাত্র। মনে মনে লক্ষ্য ছিল এক রকম, কিন্তু শিক্ষা খরচের জন্য যেসব ঋণ তিনি করছেন, তা মেটাতে আয়ও বেশি করতে হবে। একথা ভেবেই, পড়াশোনার পর কার্ডিওলজি বা হৃদবিজ্ঞানে ক্যারিয়ার শুরুর কথা ভাবছিলেন।

কিন্তু, সাম্প্রতিক একটি ঘোষণা তাঁর এবং অন্য শিক্ষার্থীদের জীবন পালটে দিয়েছে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব মেডিসিনের কর্তৃপক্ষ জানান, বড় অংকের একটি অনুদান পাওয়ায় ছাত্রদের থেকে আর টিউশন ফি নেবেন না তারা। মেডিকেল শিক্ষার জন্য বিপুল দেনা জমে যাওয়ার দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে ২৩ বছরের এই তরুণ এখন তাঁর স্বপ্নের পেছনে ছুটতে পারবেন। এই স্বপ্ন হলো রাস্তার ছিন্নমূল মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান। স্যামুয়েল বলেন, "এটি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

জনশক্তি ব্যবহারের সেরা সময়ে বাংলাদেশ?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে এখন কর্মক্ষম জনশক্তি যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করেন, এই জনশক্তিকে এখন কাজে লাগাতে না পারলে ভবিষ্যতে কর্মক্ষম জনশক্তির সংকট হবে। তারা আরো মনে করেন, তখন চাইলও অর্থনেতিক উন্নয়নে তাদের কাজে পাওয়া যাবে না, বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. নূর-উন-নবী বলেন, "বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ জনগণনার হিসেবে ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সের জন্যসংখ্যা ৬৫ থেকে ৬৬ ভাগ। এরাই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী।" তার কথা, ২০৪১ সালের মধ্যে যদি আমরা এদের কাজে লাগাতে না পারি, *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

গাজায় গণহত্যা : জার্মানিকে আইসিজের কাঠগড়ায় তুললো নিকারাগুয়া

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলের গণহত্যায় সহযোগিতার অভিযোগে এবার জার্মানিকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) কাঠগড়ায় তুললো নিকারাগুয়া। গাজার সংঘাতে ইসরাইলকে তহবিল যুগিয়ে বার্লিন গণহত্যা সনদ লঙ্ঘন করেছে বলে মামলায় উল্লেখ করেছে মধ্য আমেরিকার দেশটি।

ইসরাইলকে আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দিয়ে গণহত্যায় সহযোগিতা করার দায়ে জার্মানির বিরুদ্ধে শুক্রবার (১ মার্চ) মামলা করে নিকারাগুয়া। জার্মানির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থাকে (ইউএনআরডব্লিউএ) অর্থ প্রদান স্থগিত করার বিষয়েও অভিযোগ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এক বিবৃতিতে বলেছে, মামলার যুক্তি হিসেবে নিকারাগুয়া বলেছে, জার্মানি ইসরাইলকে রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করে এবং ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ সরবরাহ সংস্থাকে (ইউএনআরডব্লিউএ) তহবিল স্থগিত করে গাজায় গণহত্যায় সহায়তা করছে। এছাড়া গাজা সংকট মোকাবিলায় বার্লিন সবক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। নিকারাগুয়া আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের কাছে জার্মানিকে ইসরাইলকে সামরিক সহায়তা বন্ধ করার নির্দেশ এবং গাজা উপত্যকায় আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য বিধিনিষেধের বিষয়ে জরুরিভিত্তিতে ব্যবস্থা জারি করার অনুরোধ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

সংকুচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন খাত, সাত মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন

পরিচয় ডেস্ক: ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন সংকুচিত হয়েছে। কর্মী ছাঁটাইয়ের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির উৎপাদন খাত সংকুচিত হয়েছেছয়মাস মাসের মধ্যে যা এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে। যদিও উৎপাদন খাত ঘুরে দাঁড়াবে, এমন লক্ষণ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে চীনা আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: অর্থনীতি দুর্বল হতে থাকা এবং রাজনৈতিক নিপীড়ন বাড়তে থাকায় চীনের অনেক মানুষ এখন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে আগ্রহী হচ্ছেন। টিকটকের সহায়তায় তারা ল্যাটিন অ্যামেরিকা *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

"†K wK ej‡jb"

আমি একজন ইহুদিবাদী। ইসরায়েল না থাকলে পৃথিবীতে একজন ইহুদিও নিরাপদ থাকতে পারবে না।'- **প্রেসিডেন্ট বাইডেন**

সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা তার থেকে (বাইডেন) অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত এবং মেধাসম্পন্ন। আর সিক্রেট সার্ভিস যখন একজন প্রেসিডেন্টের চেয়ে বেশি স্মার্ট হয়, তখন বিষয়টা দৃষ্টিকটু লাগে। - **সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প**

ট্রাম্প যখন ক্ষমতায় ছিল আপনি যদি সেসময়ে ফিরে তাকান, তাহলে দেখবেন, বিশ্ব তখন বেশি নিরাপদ, শান্ত এবং স্থিতিশীল ছিল। - **যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।**

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে আগামী ৫ই নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হারাতে পারবেন না সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। - **জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও রিপাবলিকান দল থেকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থিতার লড়াইয়ে থাকা নিকি হ্যালি।**

'বিশ্ব অর্থনীতি সংকটের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশ যার বাইরে না। এসবের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে।'- **ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অপারেশনস) অ্যানা বেজার্ড**

ওতিনি (ড. ইউনূস) আমাদের সবার অনুপ্রেরণার উৎস। বিশ্বকে আরেকটু ভালো জায়গায় নেওয়ার কাজ করছেন ড. ইউনূস - **আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) সভাপতি টমাস বাখ**

'বাংলাদেশে ইউএনের দল প্রফেসর ইউনূসের মামলাগুলোর দিকে নিবিড়ভাবে নজর রাখছে। কর্মজীবনজুড়েই তিনি জাতিসংঘের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ভূমিকা রাখছেন। আজ আমরা যে ধরনের উন্নয়নকাজ করছি, সেখানে তার কাজ বিশেষ ভূমিকা রাখছে।'- **জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিখ**

বিদেশি ঋণ পরিশোধের প্রেসার তো কিছুটা আছে। তবে খুব যে বেশি প্রেসার বিষয়টা ওই রকম নয়। ঋণ পরিশোধের জন্য আমরা কি মরে গেছি? - **বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী**

আমার পরিচয় কী। আমার পরিচয় আমি বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের মধ্যে এক নম্বর ভক্ত, বঙ্গবন্ধুর অনুসারী। শুধু তার নির্দেশেই যুদ্ধই করিনি তাকে হত্যার প্রতিবাদও করেছি। তখন অনেককে পাইনি প্রতিবাদ করতে।- **কৃষকশ্রমিক জনতালীগের সভাপতি বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী।**

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ডোনাল্ড ট্রাম্প কি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ফিরে আসছেন ?

পরিচয় ডেস্ক: মামলা, আদালতে ছোটাছুটির মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রের পেসিডেন্ট পদে রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প। সর্বশেষ সাউথ ক্যারোলাইনায় দলের প্রাইমারিতে বড় ব্যবধানে হারিয়েছেন জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত নিকি হেইলিকে।

নানা অনিশ্চয়তা কাটিয়ে দলীয় মনোনয়নের দৌড়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেশ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যেই তিনি নিজের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে।

বাইডেন, ইউ আর ফায়ারড্!

গেট আউট, গেট আউট!

আসছে নভেম্বরে জো বাইডেনের চোখে চোখ রেখে এই কথাটা বলবেন, ফেব্রুয়ারিতেই সেই ঘোষণা দিয়ে রাখছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সাউথ ক্যারোলাইনায় দলের প্রাইমারিতে নিকি হেইলির বিরুদ্ধে বড় জয়ের পর রিপাবলিকানদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন তিনি।

দ্বিতীয়বার তার প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে ব্যাপক সন্দেহ ছিল খোদ রিপাবলিকান দলের মধ্যেই।

কিন্তু এখন মনোনয়নের দৌড়ে তার সাথে রয়েছেন মাত্র একজন প্রার্থী, তাও ট্রাম্প থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে।

সাউথ ক্যারোলাইনা হেইলির নিজের রাজ্য হওয়ায় সাবেক রাষ্ট্রপতির জয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও নিকি হেইলি এখনই লড়াই ছাড়ছেন না।

তিনি অন্ততঃ 'সুপার টুইসডে' পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। মার্চের পাঁচ তারিখ সেই মঙ্গলবার। সেদিন ১৬ টি রাজ্যের রিপাবলিকানরা তাদের রায় জানাবেন।

সাউথ ক্যারোলাইনার জয় উদযাপন করার সময় মি. ট্রাম্প মিজ হেইলির কথা একবারও উল্লেখ করেননি। তার নজর নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের দিকে।

হোয়াইট হাউসে তারই উত্তরসূরি বাইডেনের সাথে একটি 'রি-ম্যাচ' বা পুনঃ লড়াইয়ের সম্ভাবনা এখন প্রবল।

শনিবারের ফলাফলের পরে দলের "ঐক্যেরচ প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প। বলেছেন, "এমন মনোভাব আগে কখনও ছিল না। আমি রিপাবলিকান পার্টিকে এতটা ঐক্যবদ্ধ কখনও দেখিনি।চ

মামলার জাল

এই দৌড়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামনে প্রতিবন্ধকতাও নেহায়েত কম নয়।

সপ্তাহ খানেক আগেই তাকে প্রায় সাড়ে ৩৫ কোটি ডলার জরিমানা করেছেন দেশটির একজন বিচারক। তবে সুদসহ এই অংক দাঁড়াতে পারে ৪৫ কোটি ডলার।

সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেয়ার অভিযোগে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের তহবিলে এই জরিমানা দিতে হবে তাকে।

নিউ ইয়র্কের কোনো ব্যাংক থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য ঋণ নেয়ার বিষয়ে তার ওপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছেন বিচারক আর্থার এনগোরন। পাশাপাশি মি. ট্রাম্প তার কোম্পানির পরিচালকও থাকতে পারবেন না বলে আদেশ দেয়া হয়েছে।

এই রায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি করে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন তিনি এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন।

মি. ট্রাম্পের পাশাপাশি তার দুই পুত্র ডোনাল্ড জুনিয়র আর এরিককেও ৪০ লাখ ডলার করে জরিমানা দিতে হবে।।

দুই বছরের জন্য তাদের নিউ ইয়র্কে ব্যবসা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে রায়ে। এই জরিমানা বাদেও একটি মানহানির মামলায় লেখক *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

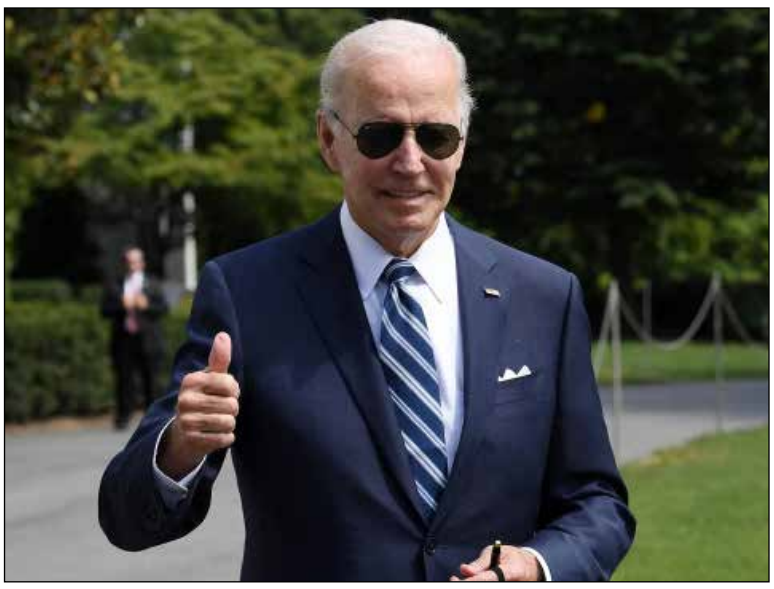

নিজেকে তরুণ মনে করেন ৮১ বছরের বাইডেন!

পরিচয় ডেস্ক: নিজেকে আগের চেয়ে আরও বেশি তরুণ মনে করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গত বুধবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে নিজেই সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন ৮১ বছর বয়সী এ প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে বাইডেনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার দিকে নজর ছিল সবার। কারণ একটাই, এবারের নির্বাচনে বাইডেনের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনামূলক প্রচার চালাচ্ছে বিরোধী শিবির। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও নির্বাচনী সমাবেশে তাদের দাবি, বাইডেন মানসিকভাবে প্রেসিডেন্ট হওয়ার উপযুক্ত নন।

এছাড়া, সম্প্রতি বাইডেনের কিছু আচরণ তার মানসিক সুস্থতার এ প্রশ্নকে আরও বড় করে তুলেছে। শুধু বিরোধী শিবিরে নয়; বাইডেনের নিজ দলেও এ নিয়ে সমালোচনা চলছে।

বুধবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) মেরিল্যান্ডের একটি সামরিক হাসপাতালে বাইডেনের শারীরিক পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। পরীক্ষা শেষে হোয়াইট হাউসে ফিরে চিকিৎসকদের উদ্ধৃতি দিয়ে বাইডেন গণমাধ্যমকে জানান, দায়িত্ব পালনে তিনি পুরোপুরি ফিট।

বাইডেন বলেন, গেল বছরের বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যে ফলাফল এসেছিল, এবারও অনেকটা তাই আছে। খুব বেশি পরিবর্তন নেই। তার স্বাস্থ্যের কোনো অবনতি হয়নি এবং দুই দফায় করোনায় আক্রান্ত হয়েও তিনি বেশ সুস্থ আছেন।

এদিকে, বাইডেনের বার্ষিক শারীরিক পরীক্ষার একটি লিখিত সারসংক্ষেপ প্রকাশ করারও ঘোষণা দিয়েছে হোয়াইট হাউস।

আগামী নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। আর রিপাবলিকান পার্টি থেকে বাইডেনের প্রতিপক্ষ হওয়ার জোর সম্ভাবনা আছে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের।

মামলা, আদালতে ছোটাছুটির মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন দৌড়ে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

গাজা প্রশ্নে 'আনকমিটেড' ভোট যেভাবে চিন্তায় ফেলবে বাইডেনকে

পরিচয় ডেস্ক: আরব-আমেরিকানদের রাজধানী হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্রেটিক পার্টির দ্বিতীয় প্রাইমারির (প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ে ভোট) মুখোমুখি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই ভোটাভুটি 'যুগান্তকারী' বলে প্রশংসিত হচ্ছে।

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের হামলায় অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তাঁর এই অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে শুরু হওয়া সমন্বিত এক উদ্যোগের অংশ হিসেবে মিশিগানের ডিয়ারবর্ন শহরে অধিকাংশ ডেমোক্র্যাট ভোটার 'আনকমিটেড' (প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়) ভোট পছন্দ করেছেন। গত মঙ্গলবার এ প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারিতে শুধু যে ডিয়ারবর্নের ডেমোক্র্যাট ভোটারদের অবস্থানের চিত্রই এমনটা, তা কিন্তু নয়। গতকাল বুধবার সকালে প্রকাশিত ভোটের প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, রাজ্যজুড়ে ১ লাখ ১ হাজারের বেশি ভোটার গাজা প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অবস্থানের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া ওই আন্দোলনে ব্যালট বক্সের মাধ্যমে অংশ নিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'আনকমিটেড' ভোটারের এ সংখ্যা গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ওয়াশিংটনের সমর্থনকে ব্যাপকভাবে নিন্দা জানানোরই প্রতিফলন। যদিও নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে ডেমোক্র্যাট দলের জন্য এটিকে এখনই সতর্কসংকেত হিসেবে তাঁরা দেখছেন না।

ফিলিস্তিনআমেরিকান মানবাধিকার আইনজীবী হুওয়েইদা আররাফ বলেন, 'আনকমিটেড' ভোটারের এই সংখ্যা বিপুল। ডেট্রয়েট শহরভিত্তিক এ আইনজীবী অবশ্য বলছেন, মঙ্গলবারের ১ লাখ ১ হাজার 'আনকমিটেড' ভোট বাইডেনের নীতি নিয়ে মার্কিনদের ক্রমবর্ধমান হতাশাকে পুরোপুরি চিত্রিত করে না। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে টেক্সাস, ২ জনের মৃত্যু

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে দাবানলে পুড়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রবল বাতাস ও উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। এতে আগুন গ্রাস করছে নতুন নতুন এলাকায়। দুর্ঘটনা এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রকেন্দ্র সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেল থেকে শুরু হওয়া এই দাবানলের আগুন দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে টেক্সাসের পরিস্থিতি। এ পর্যন্ত ১০ লাখ একরের বেশি জায়গা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাড়িঘর, তৃণভূমি কোন কিছুই বাদ যায়নি আগুনের লেলিহান শিখা থেকে।

তবে বৃহস্পতিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) বরফ পড়ায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে দাবানল। এছাড়া পাশের রাজ্য ওকলাহোমাতেও ছড়িয়েছে দাবানল। দুর্ঘটনা এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রকেন্দ্র প্যান্টেক্স সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার টেক্সাস পরিদর্শনে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তিনি ফেডারেল কর্মকর্তাদের দাবানল *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাকি অংশ ৬ পৃষ্ঠায়

গাজায় ২৫ হাজার নারী-শিশু হত্যা করেছে ইসরায়েল বললেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় গত ৭ অক্টোবর সংঘাত শুরুর পর থেকে ২৫ হাজারের বেশি নারী ও শিশুকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। ২৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতাদের এ তথ্য দিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন।

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহত নারী ও শিশুদের সংখ্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার ২৯ ফেব্রুয়ারী) যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের হাউস আর্মড সার্ভিসেস কমিটির শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

সেখানে লয়েড অস্টিন বলেন, 'সংখ্যাটা ২৫ হাজার ছাড়িয়েছে।'

৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এতে ইসরাইলের প্রায় ১ হাজার ১৬০ জন নিহত হন। এ ছাড়া ইসরায়েল থেকে প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করেন হামাস সদস্যরা। সেদিন থেকে গাজায় নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী।

গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলের চলমান হামলায় এখন পর্যন্ত উপত্যকাটিতে অন্তত ৩০ হাজার ৩৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৭০ হাজার ৪৫৭ জন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩ হাজার ২৩০টি শিশু। নারী ৮ হাজার ৮৬০ জন। এ ছাড়া ৩৪০ জন চিকিৎসাকর্মী ও ১৩২ জন সাংবাদিক রয়েছেন।

গাজায় ইসরায়েলের চলমান অভিযানে শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পেয়েছে দেশটি। এ ছাড়া উপত্যকাটিতে হামলা চালাতে ইসরায়েলকে অস্ত্রও দিচ্ছে ওয়াশিংটন। একই সঙ্গে গাজায় যুদ্ধবিরতি ও ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির জন্য জন্য তৎপরতাও চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন সরকার। আগামী সপ্তাহে উপত্যকাটিতে নতুন যুদ্ধবিরতির চুক্তি হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।-খবর এএফপি-র

গাজা যুদ্ধ নিয়ে বাইডেন-নেতানিয়াহুর মতবিরোধ

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মঙ্গলবার বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলের বিপুল সমর্থন গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে 'সম্পূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত' লড়াই করতে সহায়তা করবে। খবর বিবিসি। এক বিবৃতিতে জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে নেতানিয়াহু বলেছেন, ৮০ শতাংশের বেশি মার্কিন নাগরিক গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন করেন। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সতর্ক করে বলেছিলেন, যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক সমর্থন হারানোর ঝুঁকি রয়েছে ইসরায়েলের। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে কাজ করছেন।

মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারী) তার বিবৃতিতে নেতানিয়াহু বলেছেন, সংঘাতের শুরু থেকেই তিনি 'সময়ের আগে যুদ্ধ শেষ করতে ও ইসরায়েলের জন্য সমর্থন জোগাড় করতে আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবিলায়' সংক্রান্ত একটি প্রচারণার নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

নেতানিয়াহু বলেন, 'আমাদের এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে। সম্প্রতি হার্ভার্ড-হ্যারিস জরিপে দেখা গেছে ৮২ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইসরায়েলকে সমর্থন করে। তাদের এই সমর্থন আমাদের সম্পূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চালানোর অনুপ্রেরণা দেয়।'

গত সোমবার বাইডেন বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে 'আগামী সোমবারের মধ্যে' যুদ্ধবিরতি হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পরে বলেছিলেন, ইসরায়েল যদি তাদের এই অবিশ্বাস্যভাবে রক্ষণশীল সরকারের সঙ্গে চলতে থাকে তাহলে বিশ্বের সমর্থন হারাতে পারে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ও নর্কের আরেকটি জরিপে দেখা গেছে, জানুয়ারিতে প্রায় অর্ধেক মার্কিন প্রাপ্তবয়স্কদের মতে, গাজা যুদ্ধে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে ইসরায়েল। এর আগে গত বছরের জরিপ অনুসারে এই সংখ্যা ছিল ৪০ শতাংশ।

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউজ ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তবে আলোচনার বিষয়বস্তু বা সম্ভাব্য সময়রেখা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তারা দেয়নি।

হোয়াইট হাউজের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, জিম্মিদের গাজা ছেড়ে যেতে ও মানবিক সহায়তার অনুমতি দেওয়ার জন্য গত সপ্তাহে একটি চুক্তি 'উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি' হয়েছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, মার্কিন কূটনীতিকরা কাতার, মিসর ও ইসরায়েলের সঙ্গে কাজ করছেন। তারা চুক্তিটিকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

গাজায় ত্রাণ পাঠাবে যুক্তরাষ্ট্র বাইডেনের ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় বিমান থেকে ত্রাণ সহায়তা ফেলবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বিবিসি জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার (১ মার্চ) সাংবাদিকদের বাইডেন বলেন, 'আমাদের আরও বেশি কিছু করতে হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও কিছু করবে।'

তিনি জানান, সাগরপথে গাজায় ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দিতে একটি মেরিটাইম করিডর স্থাপনের বিষয়ে ভাবছে তার দেশ।

বাইডেন ত্রাণ সহায়তা ফেলার ঘোষণা দিলেও তা কবে নাগাদ ফেলা হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেননি। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহের শেষ নাগাদ এই কার্যক্রম শুরু হতে পারে।

একই বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কারবি বলেন, গাজায় প্রবাহিত সহায়তা মোটেও যথেষ্ট নয়। এ সময় তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'এ ক্ষেত্রে বিমান থেকে ত্রাণ ফেলা একটি টেকসই প্রচেষ্টা হয়ে উঠবে।' তিনি জানান, মার্কিন সেনাবাহিনী সামরিক বাহিনীর জন্য প্রস্তুতকৃত খাবার ফেলতে পারে।

এদিকে আসন্ন পবিত্র রমজানে গাজায় যুদ্ধবিরতির হতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

বিবিসি বলছে, হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'মুসলিমদের পবিত্র মাস শুরু হতে চলেছে ১০ বা ১১ মার্চ থেকে, ততক্ষণে আপনি একটি চুক্তি (গাজায় যুদ্ধবিরতি) আশা করছেন কিনা? জবাবে বাইডেন বলেন, 'আমি তাই আশা করছি। আমরা এখনও এটির জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি।' যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে, রমজানের শুরু থেকে সব সামরিক অভিযান ৪০ দিনের বিরতির বিষয়ে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি এসময় গাজায় সাহায্যের প্রবাহও বৃদ্ধি পাবে।

রমজানের শুরু থেকেই হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের আশা বাইডেনের

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন পবিত্র রমজান মাসের শুরু থেকেই হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হবে বলে আশা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনা চলার মধ্যে এমন আশাবাদ জানালেন বাইডেন।

আর কয়েক দিন পরই রমজান মাস শুরু হতে যাচ্ছে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের তীব্রতা কমাতে সহযোগিতা করার জন্য বাইডেনের ওপর চাপ ক্রমাগত জোরদার হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, রমজান মাস শুরু হওয়ার আগে যুদ্ধবিরতি চুক্তির ব্যাপারে তিনি আশাবাদী কি না। জবাবে তিনি বলেন, 'আমি তেমনটাই আশা করছি। আমরা এখনো জোর

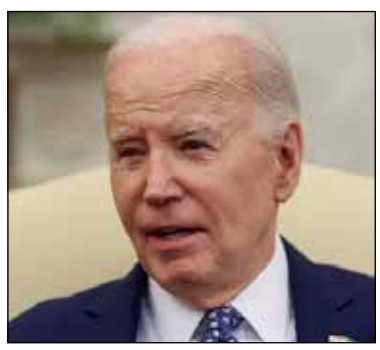

প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

প্রস্তাবিত চুক্তি অনুযায়ী, রমজান মাসের শুরু থেকে সব সামরিক কার্যক্রম ৪০ দিনের জন্য বন্ধ থাকবে। এ আলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত একটি সূত্রের কাছ থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানতে পেরেছে।

প্রস্তাবে প্রতি ১০ জন ফিলিস্তিনি কারাবন্দীকে মুক্তির বিনিময়ে ১ জন করে ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়াসংক্রান্ত চুক্তির কথাও বলা হয়েছে।

সম্প্রতি গাজায় ত্রাণ সংগ্রহের জন্য জড়ো হওয়া শতাধিক মানুষ নিহত হওয়ার পর সেখানকার মানবিক পরিস্থিতির উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে।

গাজা উপত্যকার শাসনক্ষমতায় থাকা হামাস অভিযোগ করেছে, ইসরায়েলি বাহিনী বেসামরিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। তবে ইসরায়েল বলছে, তাদের সেনারা সতর্কতামূলক গুলি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে গায়ে আগুন দেওয়া মার্কিন সেনার মৃত্যু

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধের প্রতিবাদে ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে নিজের গায়ে আগুন দেওয়া মার্কিন বিমান সেনার মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে পেন্টাগন।

সোমবার ২৬ ফেব্রুয়ারি) ওয়াশিংটন ডিসির মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে, টেক্সাসের সান আন্তোনিওর ২৫ বছর বয়সী এয়ারম্যান অ্যারন বুশনেল মারা গেছেন। বুশনেল যুক্তরাষ্ট্রের ৫৩১তম ইন্টেলিজেন্স সাপোর্ট স্কোয়াড্রন এর সাইবার প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

মার্কিন মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, রোববার স্থানীয় সময় বিকালে ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসরায়েলের দূতাবাসের সামনে আত্মাহুতি দেন সামরিক বাহিনীর পোশাক পরা এই সেনা কর্মকর্তা। এসময় তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টুইচ-এ লাইভ স্ট্রিম করেন। তিনি ভিডিওতে বলেছেন, 'আমি আর গণহত্যার সঙ্গে জড়িত থাকব না।'

তারপরই তিনি নিজ শরীরে স্বচ্ছ একটি তরল পদার্থ ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন এবং 'ফিলিস্তিন মুক্ত হোক' বলে চিৎকার করতে থাকেন। গুরুতর *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে বাংলাদেশিদের প্রথম পছন্দ যে দেশগুলো

পরিচয় ডেস্ক: প্রতি বছরই ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা-সহ পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন অনেক বাংলাদেশি নাগরিক। তবে ২০২৩ সালে ইউরোপে এমন আবেদনের সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে এযাবত কালের সর্বোচ্চ সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে ২০২৩ সালে।

গত বছর ইউরোপিয় ইউনিয়ন (ইইউ)-ভুক্ত বিভিন্ন দেশে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছেন ৪০ হাজার ৩৩২জন। এর মধ্যে অনুমতি মিলেছে দুই হাজার জনের। এর অর্ধেকেরও বেশি আবেদন পড়েছে ইতালিতে। ৫৮ শতাংশ বাংলাদেশি সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এর পরেই রয়েছে ফ্রান্স। ওই দেশটিতে অনুমতি চেয়েছেন ২৫ শতাংশ।

ইইউ-র রাজনৈতিক আশ্রয় বিষয়ক সংস্থা ইইউএএ ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রবণতা সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য প্রকাশ করে।

যাতে দেখা যায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ সিরিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ আবেদন করেছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে আফগানিস্তান। বিগত বছরের নিরিখে দেশ দুটির অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে।

বাংলাদেশের অবস্থান এগিয়েছে এক ধাপ। ২০২২ সালে তুলনায় আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার বেড়ে যাওয়ায় ষষ্ঠ অবস্থানে উঠে এসেছে দেশটি।

সিরিয়া-আফগানিস্তানের মতো দেশগুলোতে যুদ্ধ-সংঘাত বিপুল সংখ্যায় আশ্রয় প্রার্থনার একটা বড় কারণ।

পৌনে দুই লাখের বেশি সিরিয়ান শরণার্থী ইউরোপে আশ্রয় চেয়েছেন। বেশির ভাগের আবেদনই মঞ্জুর হয়েছে।

আর আফগানদের তরফে আবেদন পড়েছে এক লাখ ১৪ হাজার। ৬০ শতাংশের বেশি গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু, তালিকার ওপরের দিকে বাংলাদেশের অবস্থান কেন? কেনই বা বাংলাদেশ থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে আবেদন ক্রমশ বাড়ছে? *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

মুন্সিগঞ্জের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব না পরায় ৯ ছাত্রীর চুল কেটে বহিষ্কৃত শিক্ষক

পরিচয় ডেস্ক: মুন্সিগঞ্জের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব না পরায় ৯জন ছাত্রীর চুল কেটে দেন এক শিক্ষক। অভিযুক্ত শিক্ষক রুনিয়া সরকারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে উপজেলা প্রশাসন জানতে পেরেছে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের ইউনিফর্মের সঙ্গে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক।

বুধবার মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার সৈয়দপুর আব্দুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজে হিজাব না পরায় ক্লাসেই ৯ শিক্ষার্থীর চুল কেটে দেয়া হয়। ৯জন শিক্ষার্থীই ৭ম শ্রেণির ছাত্রী।

সিরাজদিখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাব্বির আহমেদ বলেন, "বৃহস্পতিবার আমি নিজে স্কুলের প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এবং শিক্ষা কর্মকর্তাকে নিয়ে সরেজমিন তদন্ত করেছি। তদন্ত করে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর বিজ্ঞান শিক্ষক রুনিয়া সরকারকে সাময়িক বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করেছি। তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রতিবেদন দেয়ার পর তাকে চাকরিতে রাখা হবে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন জেলা প্রশাসক।"

তিনি বলেন, "আমি শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে বাসায় গিয়ে কথা বলেছি। তাদের চুল ক্লাসেই কাঁচি দিয়ে কেটে দেয়া হয়েছে হিজাব না পরায়। তাদের বকাঝকাও করা হয়েছে।"

" আর ওই কলেজের মেয়েদের ড্রেস কোডে হিজাব পরার নির্দেশনা আছে। তারা আমাকে জানিয়েছেন; নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিফর্মের সঙ্গে তারা হিজাব মেখেছেন," বলেন ইউএনও।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ড্রেস কোডে হিজাব রাখা যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন,চ প্রত্যেক স্কুলেরই তো ড্রেস কোড থাকে। তো ওনাদের এখানে চেক করে দেখলাম ড্রেস কোডে হিজাব আছে। সে যা-ই হোক, হিজাব না পরার কারণে তো আর চুল কেটে দিতে পারে না।"

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মো. ফরিদ আহমেদ দাবি করেন, "হিজাব পরার মৌখিক নির্দেশনা আছে। কোনো লিখিত নির্দেশনা নেই। নীতি-নৈতিকতার কারণে আমরা হিজাব পরতে বলি। তবে বাধ্যতামূলক নয়। ২০-২৫ ভাগ পরে না।"

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ড্রেসে হিজাব বাধ্যতামূলক করা যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন,চ সেই কারণেই তো আমরা শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। ছাত্রীরা বা অভিভাবকরা কোনো অভিযোগ করেননি। আমরাই ব্যবস্থা নিয়েছি।"

তবে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বুধবার দুপুরের পর ক্লাসে চুল কেটে দেয়ার পরপরই শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষকে জানালে তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। তিনি তখন 'সামান্য ঘটনা বলে উড়িয়ে দেন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সাংবাদিকরা জানালে অধ্যক্ষ তৎপর হন।

নাসিমা বেগম নামে একজন অভিভাবক বলেন,চ তাদের পুরো মাথার চুলে যেমন খুশি তেমন কাঁচি চালিয়েছেন ওই শিক্ষক। ফলে তারা এখন ওইভাবে বাইরেও বের হতে পারছে না। আমি বাসায় আমার মেয়ের চুল কেটে সাইজ করে দিয়েছি। চুল কাটার সময় *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ছবিতে বাম থেকে শায়রেহ হক, সিমিন রহমান ও শাহনাজ রহমান।

ট্রান্সকমের দুই বোনের লড়াই: সিইও সিমিন ও মা শাহনাজের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনেছেন শায়রেহ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের কনিষ্ঠ কন্যা শায়রেহ হক গত বুধবার (২১ ফেব্রুয়ারি) গুলশান থানায় তার বড় বোন ও মাসহ ট্রান্সকমের আট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা মামলা করেছেন।

শায়রেহের বড় বোন সিমিন রহমান ট্রান্সকমের বর্তমান সিইও। তার মা শাহনাজ রহমান গ্রুপটির বর্তমান চেয়ারম্যান। দুটি মামলায় শাহনাজের নাম রয়েছে।

সিমিন রহমান বিশ্বাসভঙ্গ, জালিয়াতি ও দলিল জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে শায়রেহ ও তার প্রয়াত ভাই আরশাদ ওয়ালিউর রহমানকে পারিবারিক সম্পত্তিরড়্যার মূল্য দাবি করা হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকাড় ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, এই অভিযোগে এ মামলা করেন শায়রেহ। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের হাতে তিনটি মামলার নথি এসেছে। মামলাগুলোর কয়েকটি অভিযোগ নিচে তুলে ধরা হলো।

অর্থ আত্মসাৎ : মামলার নথিতে শায়রেহ লিখেছেন, তার বাবা বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট ও এফডিআরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা রেখে মারা যান। ওই অর্থের নমিনি ছিলেন তার মা শাহনাজ রহমান।

শায়রেহ অভিযোগ করেছেন, ২০২০ সালের ১ জুলাই লতিফুর রহমান মারা যাওয়ার পর ওই টাকা তার উত্তরাধিকারীদের (ওয়ারিশ) মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু তার বাবার মৃত্যুর পর তার বড় বোন (সিমিন) সব টাকা নিজের ও তার মায়ের অ্যাকাউন্টে সরিয়ে ফেলেন বলে মামলার এজাহারে দাবি করেছেন শায়রেহ।

শায়রেহ আরও দাবি করেছেন, ২০২০ সালের ৩ আগস্ট তার বড় বোন ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্সের ১৮ শতাংশ শেয়ার উক্ত প্রায় ১০০ কোটি টাকা থেকে ৬০ কোটি টাকা দিয়ে কিনে নেওয়ার বাহানায় নিজের নামে হস্তান্তর করেন।

শায়রেহ দাবি করেছেন, তার বোন ও মা পরস্পরের যোগসাজশে লতিফুরের অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে এই কাজ করেছেন।

ট্রান্সকমের শেয়ার থেকে উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করা : আরেক মামলায় শায়রেহ দাবি করেছেন, তার বোন ট্রান্সকমের আরও চার কর্মকর্তার সহযোগিতায় জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তিনটি ফর্ম ১১৭ (হস্তান্তর দলিল) তৈরি করে রেজিস্ট্রার অভ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মসে (আরজেএসসি) জমা দিয়ে বেআইনিভাবে ট্রান্সকমের বেশিরভাগ শেয়ারের মালিকানা নিয়ে নেন।

মামলার এজাহারে আরও বলা হয়েছে, বাদীকে জানানো হয়েছিল যে তার পিতা তাকে ৪ হাজার ২৭০টি শেয়ার, তার ভাই আরশাদ ওয়ালিউর রহমানকে ৪ হাজার ২৭০টি শেয়ার এবং তার বোনকে ১৪ হাজার ১৬০টি শেয়ার হস্তান্তর করেছেন।

কিন্তু বাদী কখনোই হস্তান্তর দলিলে (ফর্ম ১১৭) স্বাক্ষর করেননি বলে দাবি করেছেন। তার বাবাও জীবিতাবস্থায় কখনও হস্তান্তর দলিলে স্বাক্ষর করেননি বলে দাবি করেছেন বাদী শায়রেহ হক। আসামিরা এসব নথি জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ডিড অভ সেটেলমেন্ট *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

প্রেমিকা হত্যার দায়ে সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশী নাগরিকের ফাঁসি কার্যকর

পরিচয় ডেস্ক: প্রেমিকা হত্যার দায়ে সিঙ্গাপুরে ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে এক বাংলাদেশী নাগরিকের। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে ২০১৮ সালে দেশটিতে গেইলংয়ের একটি হোটেলে ইন্দোনেশিয়ার গৃহকর্মী নুরহিদায়াতি ওয়ারতোনো সুরাতাকে হত্যার দায়ে গত বুধবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আহমেদ সেলিমের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, ২০১৯ সালের পর দেশটিতে প্রথম ফাঁসি কার্যকর করেছে প্রশাসন। সাজাপ্রাপ্ত সেলিম দেশটির রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেছিলেন, তবে তার আবেদন খারিজ করা হয়। সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) জানিয়েছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ব্যক্তির নাম আহমেদ সেলিম (৩৫)। তিনি বাংলাদেশের নাগরিক।

সেলিম একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গোল্ডেন ড্রাগন নামের হোটেলের একটি কক্ষে হত্যা করা হয় ইন্দোনেশিয়ার ওই গৃহকর্মীকে।

পরে ২০১৯ সালের ২ জানুয়ারি সেলিমের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয় এবং ২০২০ সালের ডিসেম্বরে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন সিঙ্গাপুরের আদালত। ২০২২ সালের ১৯ জানুয়ারি তার সাজার বিরুদ্ধে করা আপিল খারিজ করা হয়। এসপিএফ জানিয়েছে, সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। খবর দ্য স্ট্রেইটস টাইমস।

বেইলি রোডে আগুন : চোখ ভিজে আসে, বুক ভেঙে যায়

পরিচয় ডেস্ক: ২৮ বছর সিঙ্গাপুরে প্রবাস জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামের সৈয়দ মোবারক হোসেন কাউসার। এবার পাড়ি জমাবেন ইতালি। সব কাগজপত্র ফাইনাল– এমন সুখবরটা পেয়েই বৃহস্পতিবার রাজধানীর বেইলি রোডের কাচ্চি ভাইয়ে খেতে গেলেন স্ত্রী স্বপ্না, তিন সন্তান কাশপিয়া, নুর ও আব্দুল্লাহকে নিয়ে। নানা রকম রেস্টুরেন্টে গাদাগাদি ওই আটতলা ভবনে আগুনের ঘটনায় এক রাতেই নিঃশেষ হয়ে গেল পরিবারটি। শুধু এই পরিবার নয়, আগুনের অতর্কিত হানায় আরও অনেক পরিবারের কাছে কালরাত্রি হয়ে উঠেছে বৃহস্পতিবারের রাতটি। আগুন লাগে রাত পৌনে ১০টার দিকে। মুহূর্তে সে আগুন গ্রাস করে নেয় পুরো ভবন। কেড়ে নেয় একের পর এক তরতাজা জীবন। উদযাপনের যত আয়োজন সব চাপা পড়ে যায় বিভীষিকার তমসায়। এ এমন এক ট্র্যাজেডি, যার বর্ণনা ভাষার অতীত। ভাবতে গেলেই শিউরে উঠতে হয়। বারবার চোখ ভেসে যায় জলে। প্রবল শোকের চাপ বিদীর্ণ করে হৃদয়।

সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ এ ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬। এই সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহত ১৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। নিহত ৪৬ জনের মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ৪০ জনের লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনজনের মরদেহ শনাক্ত হলেও হস্তান্তর হয়নি। তারা হলেন– কাস্টম ইন্সপেক্টর শাহ জালাল উদ্দিন (৩৫), তার স্ত্রী মেহেরুন নেসা হেলালি (২৪) ও তাদের মেয়ে খাইরুন্নেসা (৪)। বাকিদের পরিচয় শনাক্ত করতে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভস্মীভূত গ্রিন কোজি কটেজ নামের ভবনটিতে তদন্ত কাজ করেছে ফায়ার সার্ভিস, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থা। বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুড়ে যাওয়া ভবন থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ও ফায়ার সার্ভিস।

ব্যাপক হতাহতের ঘটনায় শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিরোধীদলীয় নেতা জিএম কাদের এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান।

চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার : স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন জানান, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুজন ও শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ১০ জন চিকিৎসাধীন। রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন একজন। আহতদের চিকিৎসার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী নিজে নিয়েছেন জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আহতদের চিকিৎসায় সরকারের পক্ষ থেকে সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, ধোঁয়ার কারণে অনেকের শ্বাসনালি পুড়ে গেছে। যারা বের হতে পারেননি তারা মারা গেছেন। আর যারা বের হতে পেরেছেন তারা এখনও বেঁচে আছেন। তবে কেউই শঙ্কামুক্ত নন। আমরা চিকিৎসা দিচ্ছি।

মামলা হচ্ছে, আটক ৩ : ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেছেন, গ্রিন কোজি কটেজ ভবনে আগুনের ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে রমনা থানায় একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পুলিশ যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে দায়ীদের শাস্তির আওতায় আনবে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ডিএমপির মুখপাত্র খ. মহিদ উদ্দিন জানান, ভবনের নিচের দোকান চা চুমুকের মালিক আনোয়ারুল হক ও শফিকুর রহমান রিমনকে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। মামলা রুজুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রেপ্তার দেখানো হবে। কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার জয়েন উদ্দিন জিসানও আমাদের হেফাজতে রয়েছেন। আমরা তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছি। একটি ভবনে কীভাবে এতগুলো রেস্টুরেন্ট হয়েছে, সেখানে আইনের কোনো ব্যত্যয় হয়েছে কিনা– সেটাও খতিয়ে দেখা হবে। প্রতিটি রেস্টুরেন্টে অতিরিক্ত গ্যাস সিলিন্ডার মজুদ ছিল। সিঁড়িতেও সিলিন্ডার রাখা ছিল। ফলে আগুন লাগার পর লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারেনি।

ভবন মালিকের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি আগেই বলেছি কারও দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। কারও গাফিলতি থাকলে তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।

কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং থেকে প্রাণহানি : এত বেশি প্রাণহানির কারণ সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন এবং শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক প্রবীর চন্দ্র দাস জানান, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হচ্ছে– কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং। যাকে বলা যায় বিষাক্ত ধোঁয়া। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা মারা গেছেন তারা কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিংয়ের শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ একটা বদ্ধ ঘরে বের হতে না পারা ধোঁয়া শ্বাসনালিতে চলে যায়। প্রত্যেকেরই তা হয়েছে। যাদের বেশি হয়েছে, তারা মারা গেছেন। তবে যারা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, তারাও কেউ শঙ্কামুক্ত নয়।'

শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক পার্থ শংকর পাল বলেন, অগ্নিকাণ্ডের সময় কেউ আটকে পড়লে ধোঁয়ায় তার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। গরম কালো ধোঁয়া গলা দিয়ে প্রবেশের সময় নরম টিস্যু পুড়ে যায়, যা শরীরে বিষের মতো প্রবেশ করে। যারা আগুনে পুড়ে মারা যান, তাদের শরীরের কোনো না কোনো অঙ্গের ভেতরে তাপে বা পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। আবার আগুনের ধোঁয়ার কারণে শ্বাস নিতে না পারায় কারও কারও মৃত্যু হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস ছাড়া মানুষ এক দণ্ড বাঁচতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় অক্সিজেনের। আগুনের ধোঁয়ায় কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়। এই কার্বন মনোক্সাইডের মধ্যে শ্বাস নিতে গেলে অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে মানুষ মারা যায়।

ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাইন উদ্দিন বলেন, মূলত বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে এত প্রাণহানি হয়েছে। পুড়ে মারা গেছে মাত্র তিনজন। বাকি সবাই মারা গেছে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে। তিনি বলেন, ভবনের তৃতীয় তলায় কাপড়ের দোকানটি তেমন একটা পোড়েনি। ভবনটিতে কোনো অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। ঝুঁকিপূর্ণ জানিয়ে ভবন কর্তৃপক্ষকে তিনবার চিঠি দিয়েছিল ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করেনি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাইন উদ্দিন আরও বলেন, 'এই ভবনে কোনো ফায়ার সেফটি *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

জিয়াউর রহমান, সায়েম ও মোশতাকের ক্ষমতা দখল ছিল বেআইনী বললেন প্রধান বিচারপতি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বলেছেন, 'আমরা পঞ্চম সংশোধনী মামলায় বলেছি, জিয়াউর রহমান, রাষ্ট্রপতি সায়েম সাহেব, খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতা দখল ছিল বেআইনী।'

গত শুক্রবার (১ মার্চ) বিকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া দক্ষিণ ইউনিয়নের ধলেশ্বর গ্রামে রাবিয়া খাতুন স্মৃতি পাঠাগার ও আকছির চৌধুরী চ্যারিটি ট্রাস্ট স্কুলের আয়োজনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান আরো বলেন, আপনারা যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন।

আপনারা যে কাজটি করেছেন বাংলাদেশে আমরা বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে করা সম্ভব হবে না। এই কারণে আপনারা হলেন শ্রেষ্ঠ সন্তান।

তিনি বলেন, আমি যখন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ছিলাম তখন আমার মনে পড়ত আমার সামনে মুক্তিযোদ্ধারা সাক্ষী দিচ্ছেন। আমার কোর্টে বিচার হয়েছে আলী আহসান মোজাহিদ, মীর কাশেম আলী, এইচ এম কামরুজ্জামান, মাওলানা ইউসুফের। ওই সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি তারা কখনও সাক্ষী দিতে গিয়ে বাড়িয়ে কথা বলতেন না। তারা বলেছে আমি এইটুকু করেছি।

প্রধান বিচারপতি আরো বলেন, আমরা পঞ্চম সংশোধনী মামলায় বলেছি জিয়াউর রহমান, রাষ্ট্রপতি সায়েম সাহেব, খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতা দখল ছিল বেআইনী। সায়েম সাহেবের ক্ষমতা দখল ও আহরণ ছিল বেআইনী। জিয়াউর রহমান ও খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতা দখল বেআইনী ছিল। বিচারকরা জাজম্যান দিয়ে বলেছেন বেআইনী। একটা গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ছিল বেআইনী।

রাবিয়া খাতুন স্মৃতি পাঠাগার ও আকছির চৌধুরী চ্যারিটি ট্রাস্ট স্কুলের সভাপতি আকছির এম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তৃতা করেন রেজিস্ট্রার জেনারেল গোলাম রব্বানী, আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার সাইফুর রহমান, হাইকোর্ট রেজিস্ট্রার মুন্সী মো. মশিউর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ শারমিন নিগার প্রমুখ।

সূত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

বিদেশে সম্পদ থাকার কথা স্বীকার করলেন সাংসদ সাইফুজ্জামান চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: লন্ডনে ব্যবসা ও সম্পদ থাকার কথা স্বীকার করলেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। তবে তিনি দাবি করেছেন, বিদেশের সম্পদ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কোনো টাকা নেননি। জাতীয় প্রেসক্লাবে ২রা মার্চ শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে সাইফুজ্জামান চৌধুরী এ কথা বলেন।

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, তাঁর বাবা ১৯৬৭ সাল থেকে লন্ডনে ব্যবসা করেছেন। তিনি নিজে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করে ১৯৯১ সাল থেকে সেখানে ব্যবসা করেছেন। এরপর তিনি লন্ডনে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছেন।

নির্বাচনী হলফনামায় বিদেশে সম্পদ থাকার কথা গোপন করার বিষয়ে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত এই সংসদ সদস্য বলেন, হলফনামা পুরোপুরি বাংলাদেশের আয়কর *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

পুলিশের কাছ থেকে আসামি ছিনিয়ে নেয়া সেই যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

পরিচয় ডেস্ক: শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার বড় গোপালপুর ইউনিয়নে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে দুই মাদক কারবারিকে মাদকসহ ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনায় যুবলীগ নেতা সাগর মাদবরকে (৩৫) ঢাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার (১ মার্চ) গভীর রাতে ঢাকার উত্তরা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে র‍্যাব-৩। গ্রেফতার সাগর মাদবর বড় গোপালপুর ইউনিয়নের টেকেরকান্দি এলাকার কুদ্দুস মাদবরের ছেলে এবং ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি। তার বিরুদ্ধে থানায় মারামারি ও হত্যাচেষ্টাসহ আটটি মামলা চলমান আছে।

স্থানীয়, পুলিশ ও র‍্যাব সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার (২৮ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ওষুধের দাম ৩৫% বেড়েছে

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে ৩৫ শতাংশ বেশি দামে নতুন ওষুধ বাজারে এনেছে, যার কারণে ডিস্ট্রফির মতো বিরল রোগে চিকিৎসা ও থেরাপি ব্যয় বাড়ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের বিশ্লেষণে সম্প্রতি এ তথ্য উঠে এসেছে। সম্প্রতি ৪৭ প্রকার ওষুধের ওপর বিশ্লেষণ চালিয়েছে রয়টার্স। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০২৩ সালে একটি নতুন ওষুধের জন্য মাঝারি বার্ষিক তালিকা মূল্য ছিল ৩ লাখ ডলার, যা এক বছর আগের ২ লাখ ২২ হাজার ডলার থেকে বেড়েছে।

জেএমএতে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, ২০২১ সালের জুলাই পর্যন্ত মধ্যম মানের ৩০ প্রকার ওষুধের বার্ষিক মূল্য ছিল ১ লাখ ৮০ হাজার ডলার।

২০২২ ও ২৩ সালে ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুমোদিত নতুন পণ্যগুলোর অর্ধেকেরও বেশি ছিল বিরল রোগের জন্য। অর্থাৎ এ দাম বৃদ্ধি দুই লাখের কম মানুষকে প্রভাবিত করবে এবং খুব বেশি পরিমাণে বড় বিক্রেতাদেরও প্রভাবিত করবে না। বিরল রোগের হার আগের পাঁচ বছরের ৪৯ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়েছে।

ইনস্টিটিউট ফর ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক রিভিউয়ের (আইসিইআর) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড্যান ওলেনডর্ফ বলেন, 'রোগীদের কাছে অনেক মূল্যের ওষুধের জন্য একটি উচ্চ মূল্য ন্যায্য, কিন্তু কোনো সুস্পষ্ট যুক্তি ছাড়াই এসব ওষুধের দাম বাড়তে থাকে।' এসব ওষুধের দাম বাড়ার পেছনে প্রভাবশালী চক্রের হাত আছে বলেও জানান তিনি।

ওলেনডর্ফ বলেন, 'অনেক বিরল রোগ ও ক্যান্সারের ওষুধের দাম তাদের কার্যকারিতা অনুযায়ী নির্ধারণ হচ্ছে না। তবে বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় ওষুধ প্রস্তুতকারীরা সুবিধা নিচ্ছে।'

রয়টার্স গত বছর এফডিএ অনুমোদিত ৫৫ প্রকার উন্নত ওষুধ বিশ্লেষণ করেছে। ২০২২ সালে এ ওষুধগুলোর সংখ্যা ৩৭। সংস্থাটির বায়োলজিক বিভাগ চারটি জিন থেরাপিসহ ১৭টি নতুন পণ্য অনুমোদন করেছে।

রয়টার্সের চালানো এ বিশ্লেষণে ফাইজারের মতো মাঝে মাঝে ব্যবহৃত ভ্যাকসিন ও এ জাতীয় ওষুধগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া যেগুলো বাণিজ্যিকভাবে এখনো চালু হয়নি, এমন ওষুধগুলোও বাদ রাখা হয়েছে।

বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত ৪৭ প্রকার ওষুধের মধ্যে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা ওষুধগুলোর একটি হলো রেজিনিরোন। ওষুধটির সর্বোচ্চ মূল্য ১৮ লাখ ডলার। মার্ক কিউবানের কস্ট প্লাস ড্রাগস অনলাইন ফার্মেসির সঙ্গে অংশীদারত্বে থেরাকোসবায়ো ডায়াবেটিসের ওষুধ ব্রেনজাভির বিক্রি করে, যার সর্বনিম্ন বার্ষিক মূল্য হলো ৫৭৬ ডলার।

বিদেশে বাংলাদেশীদের জমি, ফ্ল্যাট ক্রয়ের তদন্ত করছে দুদক

পরিচয় ডেস্ক: এখন পর্যন্ত বিদেশে পাচার হওয়া কি পরিমাণ অর্থ ফেরত আনা গেছে এমন প্রশ্নের জবাবে মাসুদ বিশ্বাস বলেন, 'সিঙ্গাপুরে পাচার হওয়া ২০ লাখ ৪১ হাজার সিঙ্গাপুর ডলার আমরা ফেরত এনেছি।'

বাংলাদেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান মাসুদ বিশ্বাস বলেছেন, বিদেশে যারা জমি-ফ্ল্যাট কিনেছেন, তাদের বিষয়ে আলাদাভাবে অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গত মঙ্গলবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিএফআইইউর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে মাসুদ বিশ্বাস সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিদেশে ২৬০টি বাড়ির মালিকানার অভিযোগের বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মাসুদ বিশ্বাস বলেন,ওএসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আরও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছেও

তিনি আরও বলেন,ওএ নিয়ে আদালত থেকে যে নির্দেশনা এসেছে, সেভাবে আমাদের কাজ চলছেও

বিএফআইইউ প্রধান বলেন,ওবিদেশে অর্থ পাচারের ৮০ শতাংশ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর এটি হচ্ছে ব্যাংকারদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের অভাবেও

তিনি সাংবাদিকদের বলেন,ওব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানিতে যদি ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডারইনভয়েসিং করে অর্থ পাচার হয় এটা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকেরই দেখা উচিতও

তিনি আরও বলেন,ওএকবার অর্থ পাচার হয়ে গেলে তা ফেরত আনা কঠিন। পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা ও সহযোগিতার জন্য ১০টি দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন,ওপ্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে। চুক্তিটা হলে ইউরোপ আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে পাচারের তথ্য পাওয়া সহজ হবে। এর জন্য স্ট্রং পলিটিক্যাল কমিটমেন্টের প্রয়োজনও

দেশ থেকে আর কারা অর্থ পাচার করেছেন ও পাচারের টাকা ফিরিয়ে আনতে কী করা হচ্ছে, এ-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ঘরে রাখা ডলার ফিরছে ব্যাংকে

পরিচয় ডেস্ক: ঘরে রাখা ডলার ও অন্যান্য বিদেশি মুদ্রা আবার ব্যাংকে ফিরতে শুরু করেছে। কারণ, ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের আরএফসিডি হিসাবে জমা দেওয়া ডলারের ওপর ৭ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিতে শুরু করেছে। পাশাপাশি এই হিসাবের ডলার কোনো বাছবিচার ছাড়াই দেশে ও বিদেশে গিয়ে খরচ করা যাচ্ছে। প্রতিবার বিদেশ ভ্রমণের সময় এই হিসাব থেকে নগদ ৫ হাজার মার্কিন ডলার নেওয়া যায়।

কোনো কোনো ব্যাংক এখন মানুষের ঘরে রাখা ডলার পেতে নানা সুবিধা দিচ্ছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ ডলারের মজুত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ২০ লাখ, যা এক মাস আগে ছিল ২ কোটি ৮০ লাখ ডলার। অবশ্য ডলারসংকটের আগে ব্যাংকগুলোতে গড়ে নগদ ৫ কোটি ডলার মজুত থাকত। এদিকে ব্যাংকে নগদ ডলারের মজুত বাড়লেও খোলাবাজারে এর প্রভাব পড়েনি। এখনো খোলাবাজারে প্রতি ডলার ১২০ টাকার ওপরে কেনাবেচা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত বছরের ৩ ডিসেম্বর থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে মানুষের ঘরে রাখা ডলার ব্যাংকে ফেরাতে আবাসিক বৈদেশিক মুদ্রা আমানত বা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (আরএফসিডি) হিসাবের ওপর সুদসহ বাড়তি সুবিধা দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এরপরই দি সিটিসহ কিছু ব্যাংক বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে এই হিসাব খুলতে শুরু করে।

বর্তমানে নগদ ডলারের বড় অংশ মজুত আছে ইস্টার্ণ, দি সিটি, ব্র্যাক, ডাচ্-বাংলা, প্রাইম, পূবালী, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড, এইচএসবিসি, ইসলামীসহ আরও কয়েকটি ব্যাংকে। মার্কিন ডলারের পাশাপাশি পাউন্ড, ইউরো, অস্ট্রেলিয়ান ডলার, কানাডিয়ান ডলার, সিঙ্গাপুরি ডলারেও আরএফসিডি হিসাব খোলা যায়।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের (এমটিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালার ফলে ব্যাংকে মানুষের ডলার জমা রাখার পরিমাণ বাড়ছে। যাঁরা বৈধ টাকায় ডলার কিনে বাসায় রেখেছিলেন, তাঁদের ডলারই ব্যাংকে ফিরে আসছে। কারণ, জমা ডলারের ওপর এখন সুদ মিলছে। তবে যাঁরা অবৈধ অর্থে ডলার কিনে রেখেছেন, সেই ডলার ব্যাংকে নাও ফিরতে পারে। ব্যাংকে নগদ ডলারের সরবরাহ বাড়াতে আমরা আগামী মাস থেকে প্রচারণাসহ নানা উদ্যোগ নেব।'

কাদের জন্য আরএফসিডি হিসাব

বিদেশ থেকে এসেছেন ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে এমন যেকোনো বাংলাদেশি নাগরিক ব্যাংকে গিয়ে আরএফসিডি হিসাব খুলতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কবে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, এটা মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় হলো, বিদেশ গেছেন তার প্রমাণপত্র অর্থাৎ পাসপোর্ট ও ভিসার নথি পত্র ব্যাংকে জমা দিতে হবে। হিসাব খোলার জন্য আরও প্রয়োজন দুই কপি ছবি, নমিনি, জাতীয় *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ পাবে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ যখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটের মধ্যে আছে, এমন সময়ে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের কাছ থেকে সাত দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এর আগের অর্থবছরের তুলনায় এর পরিমাণ চার গুণ বেড়েছে।

নতুন এই ঋণ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি চলতি অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ছয় বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আশা করেছিলেন, চলতি অর্থবছরে এই ঋণের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হবে এবং সেই অর্থ দ্রুত ব্যবহারের মাধ্যমে এর সুফল অর্থনীতিতে আসবে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই তহবিল ব্যবহারও উদ্বেগের বিষয়। কারণ চলতি অর্থবছরে ১১ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সাত মাসে মাত্র চার দশমিক চার বিলিয়ন ডলার ব্যবহার করতে পেরেছে বাংলাদেশ।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সরকারকে পাঁচ মাসের মধ্যে ছয় দশমিক ৮৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হবে। তবে সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতার কারণে পাঁচ মাসের মধ্যে এই অর্থ ব্যয় করা কঠিন হতে পারে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নথি অনুযায়ী, এই বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যবহৃত বিদেশি তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৭ বিলিয়ন ডলারে। গত বছরের জুন পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল ৪৩ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলার। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন অর্থনীতির নিম্নমুখী ঝুঁকির বেশি আশঙ্কা রয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি জে পি মর্গান ও এনওয়াইএসই: জেপিএম-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, মার্কিন অর্থনীতির নিম্নমুখী ঝুঁকির বেশি আশঙ্কা রয়েছে। সংবাদ ও ব্যবসায়িক চ্যানেল 'সিএনবিসি' জানায়, সুদের হার লম্বা সময় ধরে উচ্চ পর্যায় বজায় রাখার ব্যাপারটি উপলব্ধি করে না মার্কিন বাজার।

ফেডারেল রিজার্ভ আগামী ১৯ ও ২০ মার্চ মুদ্রানীতি সম্মেলন আয়োজন করবে। বর্তমানে, বাজারের ধারণা অনুযায়ী, সুদের হার ৫.২৫ শতাংশ থেকে ৫.৫ শতাংশের মধ্যে রাখবে ফেডারেল রিজার্ভ।

এ বছরের শুরুর দিকে, ফিউচার ব্যবসায়ী আগামী মার্চ থেকে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমাতে রাজি হয়েছিল। তবে, ধারণা করা হচ্ছে যে, সম্ভবত আগামী জুন বা জুলাই মাসে সুদের হার কমতে শুরু করবে।

বাংলাদেশের রেমিট্যান্সে হুন্ডির থাবা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের প্রধান উৎসগুলোতে শক্ত ঘাঁটি গেড়েছে হুন্ডিচক্র। দেশীয় অর্থ পাচারকারীদের ছত্রছায়ায় মধ্যপ্রাচ্যের পর যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপেও বিস্তৃত হয়েছে হুন্ডির জাল। তবে বর্তমানে এর প্রধান রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। সেখানে শত শত প্রতিষ্ঠান গড়ে তার আড়ালে হুন্ডি শুরু করে দেশীয় পাচারকারীরা। পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমে এ নিয়ে খবর প্রকাশ হলে চক্রটির নতুন গন্তব্য হয় ইউরোপের দেশ পর্তুগাল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে গত অর্থবছর থেকেই অস্বাভাবিক হারে কমছে রেমিট্যান্স। এবার সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। চলতি অর্থবছরে এসব দেশ থেকে রেমিট্যান্সের ধারা নিম্নমুখী। কয়েকটি দেশ থেকে আসা রেমিট্যান্স প্রবাহ প্রায় অর্ধেকে নেমেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের নানামুখী উদ্যোগের পরও এক্ষেত্রে সুফল মিলছে না। দেশ থেকে অর্থ পাচারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় রমরমা ব্যবসায় মেতেছে হুন্ডিচক্র। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসার আগেই পাচার হয়ে যাচ্ছে অন্য দেশে। আর এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের অর্থনীতি।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসী শ্রমিকদের বেশিরভাগই অবস্থান করেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। বার্ষিক রেমিট্যান্সের অর্ধেকই আসে সেখান থেকে। রেমিট্যান্স সংগ্রহে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন, লিবিয়া ও ইরান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ২০২২ সাল থেকে এসব দেশ থেকে আসা প্রবাসী আয় আশঙ্কাজনক হারে কমতে শুরু করে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'অবৈধ হুন্ডি বন্ধ না হলে রেমিট্যান্স বাড়ানো সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেই।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠান সৌদি আরবের প্রবাসীরা। ২০২১-২২ অর্থবছরে ওই দেশ থেকে এসেছে ৪৫৪ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স। কিন্তু এক বছর আগেও এর পরিমাণ ছিল অনেক বেশি।

তথ্য বলছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৭২ কোটি ডলার পাঠিয়েছিলেন তারাই। এরপর ২০২২-২৩ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে রেমিট্যান্স এসেছে মাত্র ৩৭৬ কোটি ডলার। অর্থাৎ দুই বছরের ব্যবধানে ১৯৬ কোটি ডলারের পার্থক্য তৈরি হয়েছে। দেশটির রেমিট্যান্স এখনও হুন্ডির কবল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। চলতি অর্থবছরের সাত মাসে (জুলাই থেকে জানুয়ারি) সৌদি আরব থেকে আসে ১৬০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স। এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থবছর শেষে দেশটি থেকে আড়াইশ কোটি ডলারের কিছুটা বেশি রেমিট্যান্স আসতে পারে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোতেও রেমিট্যান্সের প্রবাহ নিম্নমুখী। ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে সবকটি দেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে। চলতি অর্থবছরেও নিম্নমুখী ধারা অব্যাহত রয়েছে। তবে ব্যতিক্রম শুধু মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। আলোচ্য সময়ে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। হুন্ডিচক্রের ঘাঁটি রয়েছে দেশটিতে। তবে নিজেদের প্রয়োজনেই অনেক সময় কিছু অর্থ বৈধ পথে আনতে হয়, তাই দেশটি থেকে রেমিট্যান্স বাড়ছে বলে ধারণা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের। দেশটি থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের রেমিট্যান্স এসেছিল ২০৭ কোটি ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ অঙ্ক প্রায় ১০০ কোটি ডলার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটি ডলারে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরব আমিরাত প্রবাসী আয় আসার শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে।

তথ্য বলছে, মধ্যপ্রাচ্যের পর হুন্ডিচক্রের তৎপরতা বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। কারণ দেশটি বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর শীর্ষ তালিকায় অবস্থান করছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩৫২ কোটি ডলার। অর্থাৎ মাসে গড় রেমিট্যান্সের প্রবাহ ছিল ২৯ কোটি ডলার। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশটি থেকে রেমিট্যান্সে ধস নেমেছে। প্রতিমাসে গড় রেমিট্যান্স কমেছে ১০ কোটি ডলার। অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে এসেছে ১৩৩ কোটি ডলার।

খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, মালয়েশিয়া, কানাডা, সিঙ্গাপুরসহ বেশ কয়েকটি দেশে পাচারকারীরা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতারাও রেমিট্যান্স পাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। তাদের অনেকে এক দেশ থেকে রেমিট্যান্সের টাকা সংগ্রহের পর বিনিয়োগ করছেন আরেক দেশের বিভিন্ন খাতে। অনেক ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তি বর্তমানে বিদেশে পরিবারসহ বাস করছেন। তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহসহ ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশে তাদের সম্পদ বা ব্যবসা-বাণিজ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বা চাহিদা তৈরি হয়েছে। তারা এই চাহিদা পূরণ করছেন হুন্ডিচক্রের মাধ্যমে এবং প্রবাসী আয় সংগ্রহ করে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, 'ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রা আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। প্রণোদনাসহ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কর্মসংস্থান ও শিক্ষার বাইরে বাংলাদেশের ৬২ শতাংশ তরুণী

পরিচয় ডেস্ক: সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশের প্রতি পাঁচজন তরুণীর মধ্যে তিনজন কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের (এনইইটি) বাইরে আছে। এনইইটি দিয়ে মূলত ১৫-২৪ বছর বয়সী নিষ্ক্রিয় জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস-২০২২ অনুযায়ী, ২০২২ সালে এনইইটি ক্যাটাগরিতে নারীদের অংশ ২ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেড়ে ৬১ দশমিক ৭১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই বছরে এই ক্যাটাগরির সামগ্রিক জনসংখ্যার অংশ বেড়ে ৪০ দশমিক ৬৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালে যা ছিল ৩৯ দশমিক ৬১ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী ২১ দশমিক ৭ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে এনইইটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি ১৫ লাখ, যার মধ্যে প্রায় ১ কোটি ২৮ লাখ এনইইটি ক্যাটাগরিতে পড়ে।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট রিসার্চের নির্বাহী চেয়ারপারসন রুশিদান ইসলাম রহমান বলেন, ওএটি অবশ্যই দেশের জন্য খারাপ পরিস্থিতি, কারণ এটি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সম্ভাবনার বড় অপচয়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন,ওএটি ব্যক্তি ও দেশ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। তিনি আরো বলেন,ওপ্রথমত এ কারণে জনশক্তির একটি বড় অংশ অব্যবহৃত ও যথাযথ মূল্যায়নের বাইরে থেকে গেছে। দ্বিতীয়ত, এটি সামাজিক অসন্তোষ, অস্থিরতা এবং পারিবারিক সহিংসতা বাড়ায়।

জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরের কর্মসংস্থান বিষয়ক সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা রিজওয়ানুল ইসলাম বলেন, ওএনইইটির আওতায় তরুণীদের সংখ্যা বাড়ছে, কারণ শহরাঞ্চলের কর্মক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ কমে গেছে। তিনি বলেন, চাহিদার দিক থেকে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। ওপোশাক শিল্পে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ায় স্বল্প শিক্ষিত নারীদের সুযোগও কমে গেছে, বলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ নারীদের জন্য পরিবারের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ থেকে বৈধ উপায়ে বিদেশে অর্থ পাঠানো কি সম্ভব?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন সময়ে। গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-সহ আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশি মুদ্রায় এই পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা।

কিন্তু ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বৈধ পথে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর ও মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কী ধরনের আইন বা বিধি-বিধান রয়েছে?

কেন আর কীভাবে সেগুলোকে পাশ কাটাতে চান পাচারকারীরা?

সম্প্রতি বাংলাদেশের এক সাবেক মন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল সম্পদ থাকার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্লুমবার্গের প্রকাশিত খবর নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। তারা এ ব্যাপারে অবগত বলে জানান।

সুইস ব্যাংকের ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, সেখানে রাখা ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ ৫ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা।

ওয়াশিংটন-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৫ সালে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে মূল্য-জালিয়াতির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ছয় বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়ে গেছে।

তখনকার হিসেবে বাংলাদেশী মুদ্রায় এটি প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট (আইসিআইজে) বিশ্বজুড়ে বিদেশে টাকা পাচারকারীদের তালিকা প্রকাশ করেছিল। পানামা পেপারস্ বলে পরিচিত লাভ করা সেই নথিপত্রে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশির নামও ছিল।

সেন্টার ফর পলিসি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

অফশোর ব্যাংকিং কী? বাংলাদেশে কেন এটি চালু হচ্ছে?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে নতুন যে আইনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে তাতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি, রিজার্ভ সংকট ও এলসি খোলার সংকট সমাধান-সহ বিদেশি বিনিয়োগ আরও উৎসাহিত হবে বলে মনে করছেন ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্টরা।

তারা বলছেন, কোনও ব্যক্তি নয় বরং আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলেই এই আইন জরুরি ছিলো।

কিন্তু গণমাধ্যমে আলোচনায় আসা এই

অফশোর ব্যাংকিং আসলে কী?

সাধারণ ব্যাংকিং-এর সাথে এর পার্থক্যই বা কী? কারা এর গ্রাহক? এই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সরকারের উপরই বা কী প্রভাব পড়বে?

মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারী) মন্ত্রিপরিষদ অফশোর ব্যাংকিং আইন ২০২৪-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে।

অফশোর ব্যাংকিং কি?

অফশোর ব্যাংকিং হলো ব্যাংকের ভেতরে পৃথক ব্যাংকিং সেবা। প্রচলিত ব্যাংকিং বা শাখার কার্যক্রমের চেয়ে ভিন্ন অফশোর ব্যাংকিং। কারণ এ জাতীয় কার্যক্রমে আমানত গ্রহণ ও ঋণ দেওয়ার দুই কার্যক্রমই বৈদেশিক উৎস থেকে আসে ও বিদেশি গ্রাহকদের দেওয়া হয়।

এই ব্যাংকিং কার্যক্রম শুধু অনিবাসীদের মধ্যেই সীমিত থাকে। বিদেশি কোম্পানিকে ঋণ দেয়া ও বিদেশি *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

৪ঠা মার্চের মধ্যে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতি বললেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানালেন, আগামী সোমবারের মধ্যে ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধবিরতি হয়ে যাবে। কাতারে এখন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা চলছে। বাইডেনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কবে নাগাদ যুদ্ধবিরতি হবে বলে তিনি আশা করেন। জবাবে তিনি বলেছেন,"আমার নিরাপত্তা উপদেষ্টা আমাকে বলেছেন, তারা যুদ্ধবিরতি নিয়ে মতৈক্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। আমার আশা, আগামী সোমবারের (৪ মার্চ) মধ্যে তা হয়ে যাবে"।

আরব দেশগুলির আবেদন : আরব দেশগুলি আন্তর্জাতিক আদালত(আইসিজে)-এর বিচারপতিদের অনুরোধ করেছে, ইসরায়েল যে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল করেছে, তা যেন তারা অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।

জাতিসংঘের সাধারণ সভা ২০২২ সালে আইসিজে-কে অনুরোধ করে, তারা যেন এই বিষয়ে মতামত দেয়। তবে দেশগুলি তাদের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবে না।

তুরস্ক জানিয়েছে, ভূখণ্ড অধিকার করে নেয়াটাই ওই অঞ্চলে বিরোধের মূল কারণ। আরব দেশগুলির আর্জি, ইসরায়েলের অধিকৃত ভূখণ্ডকে বেআইনি ঘোষণা করা হোক।

ইসরায়েল এই শুনানিতে অংশ নিচ্ছে না। তারা বলেছে, আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে আদালতের রায় তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাদের দাবি, আদালতে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তা পক্ষপাতমূলক।

আইসিজের শুনানি গত সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) শেষ হয়েছে। পরে তারা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। ১৫ বিচারপতির বেঞ্চের রায় দিতে ছয় মাস মতো সময় লাগতে পারে।

পশ্চিম তীর: ফিলিস্তিন সরকারের ইস্তফা : ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের অফিস জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শাতায়েহর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী সরকারের গঠন পর্যন্ত তাকে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) শাতায়েহ পদত্যাগ করেছিলেন। ইসরায়েল-হামাস লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিস্তিনিরা যাতে রাজনৈতিক কাঠানো নিয়ে অধিকতর মতৈক্যে আসতে পারে, সেজন্যই তিনি ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

ফিলিস্তিনের সরকার ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের উপর অ্যামেরিকার একটা চাপ ছিল। এই ফিলিস্তিনি সরকার অধিকৃত পশ্চিম তীরের একটা অংশ শাসন করে। - এপি, এএফপি, রয়টার্স

রমজানে আল-আকসায় নামাজ পড়তে দেওয়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: পবিত্র মাহে রমজান মাসে জেরুজালেমের আল-আকসা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে মুসলমানদের নামাজ পড়তে দেওয়ার জন্য ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এ আহ্বান জানান । ইসরায়েলের ডানপন্থী একজন মন্ত্রী অধিকৃত পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের আল-আকসায় নামাজ পড়তে বাধা দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। এরপরই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন আহ্বান জানানো হয়। আগামী ১০ কিংবা ১১ মার্চ পবিত্র রমজান মাস শুরু হতে যাচ্ছে। ওই সময় জেরুজালেমে মুসল্লিদের কীভাবে বিবেচনা করা হবে, তা মূল্যায়ন করছে ইসরায়েল। ম্যাথু মিলার সাংবাদিকদের বলেন, যেহেতু এটা আল-আকসার সঙ্গে সম্পর্কিত, অতীতের মতো এবারও রমজান মাসে মুসল্লিদের আল-আকসা প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার দিতে আমরা ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ম্যাথু মিলার আরও বলেন, এটা শুধু মানুষকে তাদের প্রাপ্য অধিকার *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

গাজার এক চতুর্থাংশ মানুষ দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে জানালো জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক: গাজার দুই বছরের কমবয়সী প্রতি ছয় শিশুর একজন অপুষ্টিতে ভুগছে এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সার্বিকভাবে, গাজার ২৩ লাখ ফিলিস্তিনিদের সবাই প্রয়োজনের তুলনায় 'খুবই সামান্য' খাবার খেয়ে বেঁচে আছেন, যা তারা ত্রাণ হিসেবে পান জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলে সংস্থাটির এক জ্যেষ্ঠ ত্রাণ কর্মকর্তা জানান, গাজার অন্তত পাঁচ লাখ ৭৬ হাজার বা মোট জনগোষ্ঠীর এক চতুর্থাংশ মানুষ দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন। এই কর্মকর্তা হুশিয়ারি দেন, জরুরি উদ্যোগ না নেওয়া হলে গাজার সব এলাকায় বড় আকারে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়বে। জাতিসংঘের মানবিক উদ্যোগ সমন্বয় কার্যালয়ের সমন্বয় পরিচালক রমেশ রাজাসিংঘাম আরও বলেন, ওসহিংসতা অব্যাহত থ *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বজুড়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট অধিকাংশ মানুষ: জরিপ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এখনো সরকারব্যবস্থা হিসেবে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে পছন্দ করেন বেশির ভাগ মানুষ। কিন্তু নিজ নিজ দেশে যেভাবে গণতান্ত্রিক চর্চা বা শাসনব্যবস্থা চলছে, তা নিয়ে অসন্তুষ্ট তাঁরা। অর্থাৎ, এসব দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আবেদন কমেছে। গতকাল বুধবার গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চের এক জরিপ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত বিশ্বের ২৪টি গণতান্ত্রিক দেশে এই জরিপ চালায় পিউ রিসার্চ। এই জরিপে অংশ নেন অন্তত ৩০ হাজার ৮৬১ জন।

জরিপের ফলাফল থেকে দেখা গেছে, বিশ্বের ৭৭ শতাংশ মানুষ মনে করেন, শাসনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 'ভালো'। অন্তত অন্য যেসব বিকল্প আছে, সেগুলোর চেয়ে ভালো। তবে জরিপে অংশ নেওয়াদের মধ্যে ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, তাঁদের নিজ নিজ দেশে যেভাবে গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে বা *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

থাইল্যান্ডে নিষিদ্ধ হচ্ছে গাঁজা

চলতি বছরের শেষ নাগাদ গাঁজার বিনোদনমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ করবে থাইল্যান্ড। তবে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে বলে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানিয়েছেন দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী চোলনান শ্রীকাউ। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গাঁজার ব্যবহার ২০১৮ *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ভারতে ব্যাপক হারে বেড়েছে মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য

পরিচয় ডেস্ক: ভারতে মুসলিমবিরোধী বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ব্যাপক হারে বেড়েছে। সম্প্রতি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড নিয়ে কাজ করা ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়া হেট ল্যাবের গবেষণা থেকে দেখা গেছে, ২০২৩ সালের শেষার্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বছরের প্রথম ৬ মাসের তুলনায় ব্যাপক বেড়েছে।

ইন্ডিয়া হেট ল্যাব স্থানীয় সময় গত সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) জানিয়েছেড়তারা ২০২৩ সালে মোট ৬৬৮টি মুসলিমবিরোধী বিদ্বেষমূলক বক্তব্য নথিবদ্ধ করেছে। ভারতে মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য বাড়ার একটি বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, গত চার মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধকে। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

BANGLADESH ASSOCIATION OF FLORIDA USA
&
28TH ASIAN EXPO FOOD FAIR AND CULTURAL SHOW 2024
NEPA WHOLESALE
ASIAN EXPO FAIR 2024
SOUTH FLORIDA FAIR GROUND
SPECIAL GUEST STARS
Stay tuned for more attraction!
JYOTIKA TANGRI
VISHAL KOTHARI
SADIA ISLAM MOU
SUNAN TALUT
RIZIA PARVEEN
ANIMA D COSTA
MARCH
2ND & 3RD
SAT & SUN
WWW.ASIANFAIREXPO.COM
ZUMA & SONS DISTRIBUTORS CORP.
POWERPETROLEUM
Southeast Petro
I.E. Hill Foundation
MACMILLAN
AZUL FINANCIAL NETWORKS
EXHIBIT REALTY
ntv
CHANNEL i
বাংলাদেশ প্রতিদিন
TIME television
সময়

ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বৃহৎ শক্তিগুলোর কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব

ড. আব্দুল্লাহ হেল কাফী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল নির্বাচনের পর তা কেটে গেছে। তারা নির্বাচন বিষয়ে কিছু প্রশ্ন রাখলেও বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন; এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার আগ্রহের কথা জানিয়ে চিঠিও লিখেছেন। বিদ্যমান ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এমনটিই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সচরাচর এমন গতিধারাই বজায় রেখে পরিচালিত হয়। পশ্চিমা বিশ্ব সব সময় স্থিতিশীল কাঠামোকে গুরুত্ব দেয়। স্থিতিশীল কাঠামোয় একটি সুসংগঠিত সরকারও পড়ে।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সময় তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে পশ্চিমা মহলের এমন আগ্রহ সঙ্গত কারণেই ভালোভাবে নেয়নি দেশের মানুষ। তবে যারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তারাই এখন বাংলাদেশের সঙ্গে কাজের আগ্রহ প্রকাশ করছে। আমরা জানি, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে বড় ধরনের কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে তারা পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলেও নবগঠিত সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমা দেশগুলো সচরাচর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমনটিই করে থাকে। আমরা এও জানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের নিরাপত্তা, বাণিজ্যসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ খাতে অংশীদারি রয়েছে। এ অংশীদারি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়লে। উপমহাদেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পশ্চিমাদের বিশদ ধারণা নেই, এ অভিযোগ বহু পুরোনো। এ ভূখণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তারা ভালোভাবে অনুধাবন করতে না পারলেও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্থিতিশীল কাঠামোর ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকার গঠিত হলে তারা আশ্বস্ত হয়।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার নির্বাচিত হলে পশ্চিমা সম্প্রদায় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার সুস্থির অবলম্বন পায়। তাই নির্বাচনের আগে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিশেষত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রসঙ্গে তাদের বিভিন্ন সময়ে মন্তব্য করতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অনেকটা 'নাক গলিয়ে' ফেলে এবং এর ফলে সচেতন মহলের সমালোচনারও মুখোমুখি হয়। তবে তারা সব সময়ই সুস্থির সরকারকাঠামো গঠিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দায়ও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বিদেশিদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রসঙ্গে মন্তব্য করার সুযোগ আমরাই করে দিই। আমাদের রাজনৈতিক সংকট সংলাপের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব। তবে এ জন্য চাই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার আস্থা। অথচ আমরা বরাবরই সংকট নিরসনের এ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছি যা আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। পাশাপাশি আমাদের উন্নয়ন-অগ্রগতির পথও বিঘ্নিত হয়।

অর্থনৈতিক বিকাশ এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে গুরুত্ব বাড়ছে বাংলাদেশের। বিশেষত কূটনৈতিক পরিপক্বতার কারণে বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি উদীয়মান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ। বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা জরুরি। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীন ও ভারত বৃহৎ শক্তি বলেই বিবেচিত। চীন ও ভারতের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এ তিন রাষ্ট্রের সঙ্গেই আমাদের কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে। এ তিন শক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমীকরণ কিছুটা জটিল। তবে জটিল হলেও বাংলাদেশ এ তিন রাষ্ট্রের সঙ্গেই কৌশলগত কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'–জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক দর্শনের এ সরল পথ বা আদর্শ কূটনৈতিক মহল সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করছে। মাল্টিপোলার বা বহুজাগতিক বিশ্বে নিরপেক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো কূটনৈতিক পরিপক্বতার বিরল দৃষ্টান্তই বটে। সম্প্রতি ওয়াল স্ট্রিটের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান আইসিআর এক বিশ্লেষণে জানিয়েছে, ২০২৪ সালে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যস্থল হয়ে উঠবে। ২০২৩ সালে এ ভূখণ্ডের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছর তা ৪ শতাংশ বাড়বে যা অভাবনীয়। কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধি বাড়ার হার শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ। অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বার্থ আদায়ের ক্ষেত্রে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সঙ্গত কারণেই পশ্চিমা শক্তিগুলো এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক স্বার্থ আদায়ের জন্য নিজেদের প্রভাব বলয়ের বিস্তার ঘটাতে তৎপর। একই সঙ্গে এ অঞ্চলের আঞ্চলিক শক্তি অর্থাৎ চীন ও ভারত নিজেদের প্রভাব ধরে রাখার চেষ্টা করবে। স্ট্র্যাটেজিক কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে বাংলাদেশের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের তিন দিক জুড়ে ভারতের অবস্থান। সরাসরি ভূমি-যোগাযোগ না থাকলেও চীন বাংলাদেশের নিকটতম দেশ। তা ছাড়া দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী দেশ বাংলাদেশ। এ অঞ্চলে প্রায় ৩০০ কোটি মানুষের বসবাস। বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ রয়েছে। তাই ইউরোপ-যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টি বাংলাদেশের দিকে নিবদ্ধ। এখানে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যাচ্ছে। পশ্চিমা ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর প্রভাব বলয় নির্মাণের প্রতিযোগিতায় নিরপেক্ষ কূটনৈতিক অবস্থান ধরে রাখার মধ্যেই আমাদের জাতীয় স্বার্থ উদ্ধার ও উন্নয়ন-অগ্রগতির সম্ভাবনা নিহিত।

আমরা জানি, কূটনীতিতে কৌশলগত পদক্ষেপের পাল্টা কিছু ঘটাই খুব স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে কূটনৈতিক চ্যানেলকে সব সময় সতর্ক অবস্থানে থাকতে হবে। মাল্টিপোলার বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার এবং তথ্য সম্পর্কে সজাগ থাকার বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে আমাদের কূটনৈতিক মহল বরাবরই দক্ষতা দেখিয়েছে। তবে তাতে আত্মতুষ্টিতে ভোগার অবকাশ নেই। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটের কারণে আমাদের অর্থনীতি কিছুটা ধীরগতির হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক কূটনীতির প্রসারে তাই মনোযোগ বাড়ানো জরুরি। নতুন বাজার অনুসন্ধান, পাশাপাশি নতুন অর্থনৈতিক খাত সৃষ্টিও সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, কূটনীতি স্থবির নয় বরং ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। যেকোনো সম্পর্ক ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন মাত্রা পায় এবং এটিই স্বাভাবিক। এ বাস্তবতায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত।

বলছি আমাদের অর্থনৈতিক কূটনীতি পরিচালনা করতে হবে। আমাদের জন্য রোহিঙ্গা সংকট কঠিন কিংবা জটিল বাস্তবতা। সম্প্রতি মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি ঘটছে। দেশটির জান্তা সরকার ও জাতিসত্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করেছে। মিয়ানমারের গৃহদাহের নানামুখী বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়েছে। সংকটের মুখে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন। বিভিন্ন মহলের আশংকা, ধারাবাহিকভাবে কয়েক বছর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে মিয়ানমারের অনীহা এখন আরও জোরালো হয়ে উঠতে পারে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নিরপেক্ষ অবস্থান রেখেছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ কূটনৈতিক মহলে বরাবরই জোর দিচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখেনি। কিন্তু রাখাইনে আরাকান আর্মির সঙ্গে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর তুমুল লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আবার আন্তর্জাতিক মনোযোগের কেন্দ্রে এসেছে রোহিঙ্গা সংকট। বিশেষত রাখাইনে দুই পক্ষের সংঘাতের জেরে বাংলাদেশ সীমান্তে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনা বাড়ছে। কারণ মিয়ানমারের সঙ্গে চীন, থাইল্যান্ড, লাওস ও আমাদের প্রতিবেশী ভারতের সীমান্ত রয়েছে। চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের রয়েছে বিশাল সীমান্ত। বাংলাদেশের তিন দিকে রয়েছে ভারতের সীমান্ত। ফলে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের একটি সীমান্ত এ ভূখণ্ডের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর অবস্থানে রয়েছে।

মিয়ানমার ও বাংলাদেশ কোনো কারণে অশান্ত হলে অশান্ত হবে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া। এর প্রভাব পড়বে দুই অঞ্চলের অর্থনীতিতে যার বাইরে নয় চীন ও ভারত। সঙ্গত কারণেই চীন ও ভারত বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। মিয়ানমারে সৃষ্ট পরিস্থিতি আর তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সীমাবদ্ধ নেই। বরং তা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্যও বড় সংকটে পরিণত হয়েছে। দেখার বিষয়, চীন ও ভারত এ ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখবে। যদিও আঞ্চলিক সংকট নিরসনে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এ দুই দেশের জন্য বড় বিষয় নয়। কিন্তু সংকট নিরসনে বাংলাদেশের সহযোগিতা এ দুই দেশের প্রয়োজন। রাজনীতি-কূটনীতি বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা, মিয়ানমারে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তিন দেশের মধ্যে একটি আঞ্চলিক জোট গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কৌশলগত অবস্থান ধরে রেখে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে দরকষাকষি করতে হবে। অর্থনৈতিক কূটনীতি আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়। তবে জাতীয় নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই। ড. আব্দুল্লাহ হেল কাফী কূটনীতি-রাজনীতি বিশ্লেষক ও অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ এর সৌজন্যে

রাষ্ট্রের বিভাজনের রেখায় বাঙালির অর্জন

মযহারুল ইসলাম বাবলা

বহুভাষী ভারতের অনেক ভাষার মতো হিন্দিও আঞ্চলিক ভাষা। হিন্দি কেন ও কীভাবে ভারতের সরকারি ভাষায় পরিণত হলো? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পেছনে ফিরে যেতে হবে। ব্রিটিশ ভারতে ভারতীয় বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থে এককেন্দ্রিক শাসনের পাশাপাশি এক ভাষা ও এক জাতির আওয়াজ তুলেছিল। তারা জাতি হিসেবে ভারতীয় এবং ভাষা হিসেবে হিন্দি ও দেবনাগরী লিপির হিন্দি ভাষাকে ভারতের সমগ্র জাতিসত্তার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ফন্দি এঁটেছিল। ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে এসে মহাত্মা গান্ধী সারা ভারত ভ্রমণ করেন। তখনই তিনি দেখতে পান ভারতীয় মাড়োয়ারি পুঁজিপতিরা গোরক্ষা ও হিন্দি ভাষা প্রচলনে নানা তৎপরতায় লিপ্ত। তিনি সে প্রচারাভিযানে যুক্ত হয়ে যান। এ তৎপরতার মধ্য দিয়েই ভারতে গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে 'সর্বভারতীয় এক ভাষা ও এক লিপি সম্মেলন' গান্ধীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯১৯ সালে হিন্দি ভাষা প্রচারে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের উপকমিটির সভাপতি হয়েছিলেন গান্ধী। ভারতীয় মাড়োয়ারি পুঁজিপতিদের অর্থের জোগানে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল। গান্ধীর হিন্দি ভাষা প্রচারাভিযানে মাড়োয়ারিদের পাশাপাশি গুজরাটি, পার্সি বণিকশ্রেণিও আর্থিক সহায়তা প্রদানে পিছিয়ে ছিল না। বাংলা ও আসাম প্রদেশে হিন্দি প্রচারাভিযানে ১৯২৮ সালে পুঁজিপতি ঘনশ্যামদাস বিড়লাকে কোষাধ্যক্ষ করে কলকাতায় হিন্দি প্রচারের এক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালে হিন্দি ভাষাকে জাতীয় ভাষায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সভাপতি করে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে 'রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি' গঠিত হয়। পরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছিলেন, 'এর নীতি স্বয়ং গান্ধীজি নির্ধারণ করেছিলেন এবং আমাদের শিল্পপতি বন্ধুরা অর্থের জোগান দিতেন।'

হিন্দি ভাষা ও দেবনাগরী লিপি সমগ্র ভারতীয়র ওপর চাপানোর এ উদ্যোগে উত্তর প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা মনে করে হিন্দির দৌরাত্ম্যে তাদের উর্দু ভাষা-সংস্কৃতির বিলোপ ঘটবে। ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে লখনৌতে মুসলিম লীগ অধিবেশনে সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ে মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ ভারতের জাতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার নিন্দা জানান। হিন্দি ভাষার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন গান্ধী। গান্ধীও হিন্দি ভাষা ও দেবনাগরী লিপির পক্ষে সম্প্রদায়গত বিভাজনের নীতি অনুসরণ করে সে বিভাজনকেই সামনে নিয়ে এসেছিলেন। অথচ গান্ধী নিজে হিন্দিভাষী ছিলেন না, তার মাতৃভাষা গুজরাটি।হিন্দি ভাষা ও দেবনাগরী লিপিকে জাতীয় ভাষা ও লিপির আন্দোলন অভিযানের ফলে দ্রুতই মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মুসলমানদের বিরোধিতার মুখে গান্ধী-নেহরুরা মত পরিবর্তন করলেও উর্দুভাষী মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দি-উর্দু ভাষা বিতর্কে সরব হয়ে ওঠে এবং ভাষা নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা তীব্র হয়। ১৯৩৭ সালের জুলাইতে কংগ্রেস সভাপতি নেহরু বলেন, 'অবশ্যই হিন্দি অথবা হিন্দুস্থানি হচ্ছে জাতীয় ভাষা এবং হওয়া উচিতও। লিপি সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা দরকার যে, হিন্দি ও উর্দু দুই লিপিরই সহাবস্থান করা উচিত।... এ বিতর্ক বন্ধ করার জন্য ভালো হবে যদি আমরা কথ্য ভাষাকে হিন্দুস্থানি এবং লিপিকে হিন্দি অথবা উর্দু আখ্যা দিই। ইউরোপের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর হিন্দিতে অনুবাদ হওয়া একান্ত দরকার।' নেহরুর বক্তব্যটির সার কথা হচ্ছে হিন্দিই হবে ভারতের জাতীয় ভাষা। সেটা দেবনাগরী কিংবা উর্দু দুই লিপিতেই লিখিত হতে পারে। ভাষাপ্রশ্ন গ্রন্থে নেহরু লিখেছিলেন, 'একমাত্র হিন্দুস্থানিই সমগ্র ভারতের ভাষা হতে পারে।'

গান্ধী মুসলমানদের বিরোধিতার মুখে হিন্দুস্থানি কথ্য ভাষার অনুরাগী হয়ে ১৯৪২ সালে 'হিন্দুস্থানি প্রচার সভা' সংগঠন গড়ে তোলেন। উত্তর ভারতে কথ্য ভাষা রূপে হিন্দুস্থানি ভাষা ছিল বটে, তবে সেটি হিন্দি ও উর্দুর সংমিশ্রণে গঠিত। লিপি না থাকায় লিখিত ভাষারূপে হিন্দুস্থানি ভাষার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের আগে ভারতের সংবিধান সভায় গান্ধী প্রস্তাব করেছিলেন, তারাই সংবিধান সভার সদস্য হতে পারবেন যারা হিন্দি ভাষার সঙ্গে পরিচিত। গান্ধী আরও দাবি করেন, ভারতের সংবিধান হিন্দুস্থানি ভাষায় লিখিত হতে হবে। উদ্দেশ্য ছিল দেবনাগরী লিপির বাতাবরণে হিন্দি ভাষাকেই সমগ্র জাতিসত্তার কাঁধে চাপানো। বাস্তবতা হচ্ছে, হিন্দুস্থানি ভাষা প্রকৃতই কথ্য ভাষা। সে ভাষার লিপি ছিল না, সাহিত্যও ছিল না। হিন্দুস্থানি ভাষার দাবিটি ছিল হিন্দি ভাষা প্রতিষ্ঠায় কৌশলমাত্র।

১৯৪৭ সালে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ার আগে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে কোনো ধারা রাখা হয়নি হিন্দি ভাষা উত্থাপনে বিতর্ক-বিভক্তির আশঙ্কায়। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান বি আর আম্বেদকর বলেছিলেন, 'কংগ্রেস হিন্দি ভাষার ধারা নিয়ে যতটা বিতর্ক করেছে, অন্য কোনো ধারা নিয়ে অতটা বিতর্ক করেনি।' সংবিধান সভায় কংগ্রেসের সদস্যদের মনোনীত করেছিলেন জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। জাতীয় ভাষা নির্ধারণের ভোটাভুটিতে হিন্দির পক্ষে ৭৮ এবং হিন্দির বিপক্ষে ৭৮ ভোট পড়ে। সমাধানের লক্ষ্যে পুনরায় ভোটাভুটিতে হিন্দির পক্ষে ৭৯ ও বিপক্ষে ৭৭ ভোট পড়ে। মাত্র ১ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে হিন্দি ভাষা ভারতের সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করে। দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং দলীয় নির্দেশা অনুযায়ী সংবিধান সভায় হিন্দি-অহিন্দি কংগ্রেস সদস্যরা হিন্দির পক্ষেই ভোট প্রদান করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির সচিব সি এস ভেঙ্কটাচার লিখেছেন, 'হিন্দি ভাষার প্রশ্নে চরমপন্থার অশুভ তাৎপর্য মুসলিম সম্প্রদায়কে যথার্থই আতঙ্কিত করেছিল। মুসলমানরা উপলব্ধি করেছিল তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। এ বিশ্বাস দ্রুত মুসলমান সম্প্রদায়ের মনের ওপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপেই পাকিস্তান সৃষ্টিতে এটি অন্যতম মুখ্য কারণ হয়েছিল।'

ভাষার দ্বন্দ্বে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের বিভক্তি সাম্প্রদায়িক বিভক্তিরই অনুষঙ্গ। দেশভাগ, রক্তাক্ত দাঙ্গা, উচ্ছেদ, বিচ্ছেদ, উৎপাটনের ইতিহাস উপমহাদেশের সর্বাধিক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। ভারত-পাকিস্তান দুই দেশে হিন্দি-উর্দু ভাষা সরকারি এবং রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের পূর্ববাংলায় অর্থাৎ এই ভূখণ্ডে উর্দু ভাষা চাপানো সম্ভব হয়নি। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছিল।ইতিহাসের অক্ষয় অধ্যায় হয়ে আছে বায়ান্নর মাতৃভাষা আন্দোলন। আমাদের গ□ব্ব , বাঙালি অধিকার ও ন্যায়ের প্রশ্নে কখনওই আপস করেনি। বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক ফ্র্যাঙ্ক মোরেস বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষের ঐক্য যদি কৃত্রিম ছিল তো ভারতবর্ষের দেশভাগও তাই। ভারতবর্ষকে যদি বিভক্তই হতে হতো, তবে জনতত্ত্বগত এবং সাংস্কৃতিক সংহতি ও ভাষার ভিত্তিতে যুক্তিসম্মতভাবে ভাগ হওয়া উচিত ছিল।' মযহারুল ইসলাম বাবলা নির্বাহী সম্পাদক, নতুন দিগন্ত।দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ এর সৌজন্যে

যা কিছু করেছি সবই সাধারণ মানুষের জন্য, রাজনীতিতে জড়ানোর ইচ্ছে নেই সিএনএনকে ড. ইউনূস

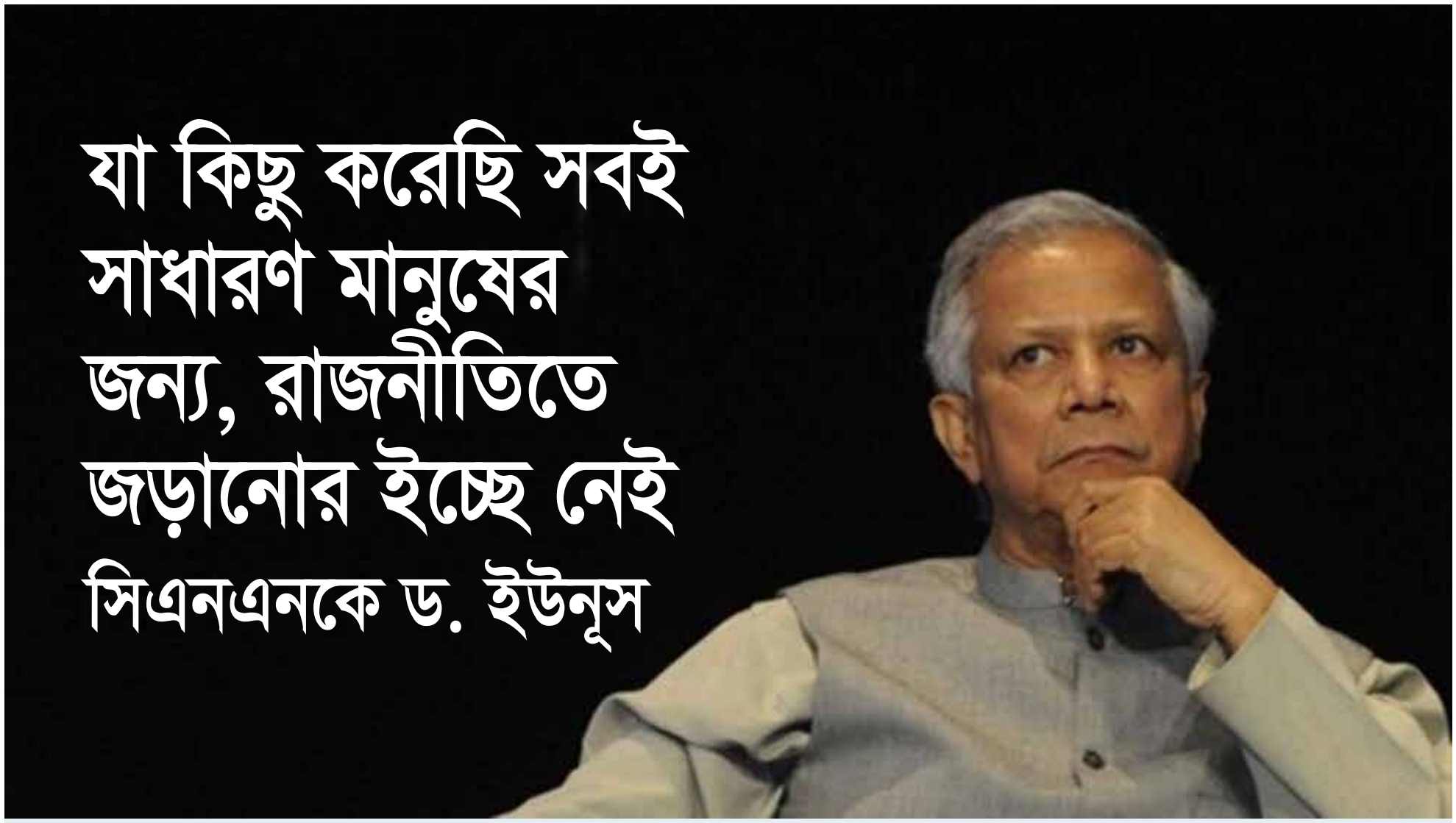

সিএনএনের সাক্ষাৎকারে ক্রিস্টিয়ান আমানপোর ও ড. মুহাম্মদ ইউনূস। *ছবি: সিএনএনে প্রচারিত সাক্ষাৎকার থেকে*

'আমরা কথা বলছি একটা ব্যতিক্রমী সভ্যতা গড়ে তোলার। আজকের সভ্যতা একটি ভুল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বলছি, এই ভিত্তিটাকে নতুন করে নির্মাণ করতে চাই। আমরা এমন একটি সভ্যতা গড়ে তুলতে চাই, যেখানে আজকের সমস্যাগুলো থাকবে না। সিএনএনকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত ২৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার সাক্ষাৎকারটি প্রচারিত হয়।

নিজের দেশেই বিচারের মুখে। তার সমর্থকরা বলছেন, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর টার্গেটে পরিণত হয়েছেন তিনি। শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে বাংলাদেশের আদালত তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন। এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয় বলে জানিয়েছে সরকার। ড. ইউনূসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণের সাহায্যে সারাবিশ্বের দরিদ্র, দুস্থ ও অসহায়দের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি এখন জামিনে আছেন এবং রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন। সিএনএনের ক্রিস্টিয়ান আমানপোর কথা বলেছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে।

ক্রিস্টিয়ান আমানপোর: অধ্যাপক ইউনূস, আপনাকে অনুষ্ঠানে স্বাগতম।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস: আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।

ক্রিস্টিয়ান আমানপোর: আপনি সামাজিক ব্যবসা ও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে বিশেষ করে নারী ও লাখো দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্যতা থেকে বের করে আনতে যা করেছেন সেসব বিষয় নিয়ে এর আগে বহুবার আমাদের মধ্যে আলাপ হয়েছে। কিন্তু এখন আপনার বিরুদ্ধে খুবই গুরুতর আইনি অভিযোগ আনা হয়েছে। আপনাকে সাজা দেওয়া হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে আমরা দেখলাম এবং জানলাম যে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল করে নেওয়া হচ্ছে। আপনি কি বলবেন যে আসলে কী হচ্ছে? কী হচ্ছে বিজনেসের ক্ষেত্রে। কারণ আপনি বলেছেন সেগুলো জোর করে দখলে নিয়েছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস: হ্যাঁ। ভয়াবহ সব ঘটনা ঘটছে। ৩৫ জনের একটি দল আমাদের ভবনে জোর করে ঢুকে পড়ে। আমরা যে সামাজিক ব্যবসাগুলো তৈরি করেছিলাম, যার অনেকগুলো দেশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যবসা, সেই ভবন থেকে পরিচালিত হয়। কী হচ্ছে সেখানে, এটা নিয়ে সবাই ভয় পাচ্ছিলেন, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারা তখন জানায় যে তারা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে এসেছে। তারা কিছু কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে। তাদের দাবি এগুলো গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং এ জন্য তারা এখন সেগুলো নিয়ন্ত্রণে নিচ্ছে এবং তারা এইসব কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিচ্ছে।

ক্রিস্টিয়ান আমানপোর: সরকার গ্রামীণ ব্যাংকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়েছে। সেখানে কিছুই জোর করে বা বেআইনিভাবে করা হচ্ছে না বলে বলা হচ্ছে। তাহলে কেন এটা ঘটছে? আপনাকে কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে? আপনাকে কি বলা হয়েছে যে এটা কেন হচ্ছে?

ড. মুহাম্মদ ইউনূস: আপনার যদি কোনো দাবি থাকে, কোনো আইনি ইস্যু থাকে, তাহলে সেগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য আপনি আদালতে যেতে পারেন। কিন্তু সেগুলোর জন্য আপনি হঠাৎ করে জোর করে কোনো ভবনে ঢুকে যেতে পারেন না এবং বলতে পারেন না যে এগুলো আমরা নিয়ে নিচ্ছি।

ক্রিস্টিয়ান আমানপোর: তারাই কি এখন সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে? নাকি আপনি আপনার প্রপার্টি ফিরে পেয়েছেন? কী অবস্থা এখন সেগুলোর?

ড. মুহাম্মদ ইউনূস: আমরা সেগুলো ফিরে পেয়েছি। আমরা গত ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি সংবাদ সম্মেলন করেছি। সেখানে আমরা আমাদের ভবনে দেশের সব গণ্যমাধ্যমকর্মীকে আসার অনুরোধ করি এবং কী ঘটছে সেগুলো বিস্তারিতভাবে জানাই। তারপর থেকে আমরা আমাদের ভবনের নিয়ন্ত্রণে আছি এবং তারা আর আসেনি।

ক্রিস্টিয়ান আমানপোর: বোঝার চেষ্টা করি কী হচ্ছেড়আপনার বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে, এসব ইস্যুতে আপনাকে সাজা দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের অনেক বিশিষ্টজন, যাদের মধ্যে নোবেল জয়ীরা আছেন, নোবেল জয়ী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আছেনড়তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি লিখেছেন। মূলত তারা অনুরোধ করেছেন ক্রমাগত এই বিচারিক হয়রানি বন্ধের। আপনার কী মনে হয়, এরপর কী হবে? আপনাকে কারাভোগ করতে হবে?

ড. মুহাম্মদ ইউনূস: আমি এরই মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত। যেকোনো সময় আমার জামিন বাতিল হতে পারে। তারা আমার জামিন বাড়াতে পারে, নয়তো আমার কিংবা আমার সঙ্গে আরও যারা অভিযুক্ত হয়েছেন তাদের সবাইকে জেলে দিতে পারে। মার্চের ৩ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের করা নতুন একটি মামলারড় যেখানে আমাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে মানি লন্ডারিং ও আরও বেশকিছু ইস্যুতেড়কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। আমরা যদি পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাই, তাহলে ওই মামলায় আরও দীর্ঘ সময়ের কারাদণ্ডও দিতে পারে। আমরা জানি না এগুলো কবে শেষ হবে।

ক্রিস্টিয়ান আমানপোর: শ্রমিকদের জন্য আপনি কল্যাণ ফান্ড গঠন করতে পারেননিড়সরকার এমন অভিযোগ করেছে। এ ধরনের আরও অনেক অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। আপনি এসব অভিযোগ নাকচ করেছেন। আপনার কী মনে হয়, কেন আপনার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনা হয়েছে? এর কারণ কী?

ড. মুহাম্মদ ইউনূস: আমিই শুধু নাকচ করেছি তা নয়। এ নিয়ে দেশের ও দেশের বাইরের যেসব আইনজীবীর সঙ্গেই আলোচনা করেছি, তারা সবাই সম্মত হয়েছে যে এসব মামলার কোনো ভিত্তি নেই এবং তারা এ ধরনের কোনো মামলা এর আগে দেখেননি ও পরিচালনা করেননি। এটা একধরনের হয়রানি। এটা নিশ্চিত করা যে আমি বা আমরা এই বার্তা পাচ্ছি যে আমাদেরকে ভালোভাবে নেওয়া হচ্ছে না।

ক্রিস্টিয়ান আমানপোর: কিন্তু আপনার নিজের দেশেই কেন এমন পরিস্থিতি? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাকে 'গরিবের রক্তচোষা' বলেছেন। শেখ হাসিনা কী মনে করছেন যে আপনি তার ক্ষমতার জন্য হুমকি?

ড. মুহাম্মদ ইউনূস: আমি জানি না তিনি কী মনে করেন। কিন্তু আমি রাজনীতির মাঠে নেই, আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এমন কোনো তথ্যও নেই। একবার আমি সরকার প্রধান হওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। তবে সেটি প্রত্যাখ্যান করেছি। রাজনীতিতে জড়ানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আমি অনেকবার এসব কথা বলেছি এবং এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ক্রিস্টিয়ান আমানপোর: অধ্যাপক ইউনূস, আপনার বয়স এখন ৮৩। এখন আপনি গ্রেপ্তার হতে পারেন, জেলে যেতে হতে পারে কিংবা কে জানে কী ঘটতে যাচ্ছে। আমি ইউক্রেনে বসে কথা বলছি এবং প্রতিবেশী রাশিয়ায় রাজনৈতিক বন্দী অ্যালেক্সি নাভালনিকে হত্যা করা হয়েছে। সবাই অভিযোগ করছে যে সেদেশের সরকারই এই কাজ করেছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য এই কারণে যে আপনাকে দেশ ছাড়তে বলা হলেও এ ধরনের কোনো চিন্তা-ভাবনা আপনার নেই।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস: হ্যাঁ, আমি অনেক বিদেশি বন্ধুর কাছ থেকে এই দেশ ছেড়ে তাদের দেশে চলে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছি। তারা আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং আমার কাজ যাতে সারাবিশ্বে চলতে পারে তার সব ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে এগুলো শুরু করেছিলাম। যুক্তরাষ্ট্রের মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আমি শিক্ষকতা করতাম। তারপর আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি। দেশে ফিরে আমি যা করেছি, তা সবই সাধারণ মানুষের জন্য। আমি দুর্ভিক্ষ দেখেছি, মানুষের বিভিন্ন সমস্যা দেখেছি। যে কারণে আমি চিন্তা করেছি গরিব মানুষ যেন উপকৃত হয়। এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা, এটাই আমার জীবন। যার ফলে ক্ষুদ্র ঋণ এসেছে এবং বিশ্বে জনপ্রিয় হয়েছে।

আমরা কথা বলছি একটা ব্যতিক্রমী সভ্যতা গড়ে তোলার। আজকের সভ্যতা একটি ভুল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বলছি, এই ভিত্তিটাকে নতুন করে নির্মাণ করতে চাই। আমরা এমন একটি সভ্যতা গড়ে তুলতে চাই, যেখানে আজকের সমস্যাগুলো থাকবে না।

বর্তমান সভ্যতা একটি দুর্যোগ, আত্মবিনাশী সভ্যতা। ফলে মানুষ ক্ষুদ্র ঋণকে গ্রহণ করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে এটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যে কারণে গ্রামীণ আমেরিকা ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে পেরেছে।

ক্রিস্টিয়ান আমানপোর: কিন্তু আপনি জানেন যে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে অ্যাকাডেমিক ও ইকোনোমিক সার্কেলে একটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আছে। বলা হয় যে এর সুদ বেশি, গরিবকে আরও গরিব করে ইত্যাদি। বিষয়টা আসলে কী?

ড. মুহাম্মদ ইউনূস: ক্ষুদ্র ঋণ সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। আমরা সামাজিক ব্যবসা হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণ তৈরি করেছি। আমরা ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে টাকা অর্জনের চিন্তা করিনি। আমরা গরিব মানুষকে সাহায্যের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ এনেছি।

কিছু মানুষ গরিবের কাছ থেকে টাকা উপার্জনের উপায় হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণের ধারণাটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা 'লোন শার্ক পাথ'কে ব্যবহার করছে। উচ্চসুদসহ যে বিষয়গুলো শুনছেন এগুলো তাদের দিক থেকে আসছে। কারণ, তারা টাকা আয়ের চিন্তা করছে। এটা ক্ষুদ্র ঋণের ভুল ধারণা। সঠিক ক্ষুদ্র ঋণের ধারণা হলো সামাজিক ব্যবসা। ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করা নয়, যতসামান্য যা নেওয়া হয় তা কেবলই প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য। এটুকুই।

আপনি চ্যারিটি প্রোগ্রাম চালাতে চাইবেন না। আমরাও এটি পছন্দ করি না। চ্যারিটি প্রোগ্রাম দীর্ঘদিন পরিচালনা করা যায় না। যে কারণে টেকসই কিছুর প্রয়োজন। যে কারণে আমরা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে এসেছি।

ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে আমরা আছি, কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা বেশ খুশি। কেননা আমরা সারাবিশ্ব থেকেই ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। তবে কোনো না কোনো কারণে আমার নিজের দেশে এটি সমস্যায় পড়েছে।

ক্রিস্টিয়ান আমানপোর: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য।

ডেইলি ষ্টার এর জন্য অনুবাদ করেছেন আরাফাত সরকার ও সোহানা পারভীন

গণমাধ্যমের ব্যবসা কোন পথে যাবে?

জিয়াদ মুবাশ্বির ইসলাম

চৌদ্দ শতকে দিল্লির শাসনকর্তা কাগজের মুদ্রা চালুর চেষ্টা করেন। সেই সময় ব্যবসায়ী ও মহাজনরা লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে সোনার তৈরি মোহর বা দিনার ব্যবহার করতেন। তারা বেঁকে বসলেন। বাদশাহী ফরমান ব্যর্থ করে দিতে সংকল্প করলেন। জনগণও কাগজের মুদ্রায় ভরসা না করে ব্যবসায়ী ও শেঠদের পথে হাঁটল। এ দু পক্ষই বাদশাহের দরবার থেকে যে কাগজের মুদ্রা সরবরাহ করা হয়েছিলড় তা বিক্রি করে আবার সোনা কিনল। ফলে রাজ্যজুড়ে বিনিময় মূল্য নিয়ে চরম অরাজকতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে।

১৩২৫ সালে বাবার মৃত্যুর পর যে মুহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লির শাসনকর্তা হন, তার সময়ের কথাই বলছি। শাসকের নাম শুনে অপরিচিত লাগলেও তার শাসনামল নিয়ে প্রচলিত প্রবাদটি আমাদের সবারই পরিচিতড় 'তুঘলকি কাণ্ড'। ২৬ বছরের শাসনামলে মুহম্মদ বিন তুঘলকের বড় বড় পরিকল্পনা ব্যর্থতায় রূপান্তরিত হয়ে 'পাগলামি' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যদিও অনেক ইতিহাসবিদ বলেন, সেগুলো আসলে যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকা পদক্ষেপ ছিল। অধুনা সংবাদ মাধ্যমেও 'তুঘলকি কাণ্ড'ই চলে। প্রতিষ্ঠানের আয় ও খরচ উঠে আসার জন্য কোন পথে এগোতে হবে তা নিয়ে চলছে টানাপড়েন। প্রতিষ্ঠানের আয় নিশ্চিত করতে একেবারে নতুন পথ মধ্যস্বত্বভোগী টেকজায়ান্টদের (গুগল, ফেইসবুক, টিকটক ইত্যাদি) কাছে ধরনা দেওয়া হবে, নাকি সনাতনী ব্যবস্থাকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে নতুন কৌশল প্রণয়ন হবে? এ প্রশ্নের উত্তর সংবাদ মাধ্যম ব্যবস্থাপকদের কাছে দিনকে দিন প্যারাডক্স হয়ে উঠেছে।

পুরোপুরি মধ্যস্বত্বভোগী টেক-জায়ান্টদের দিকে হেলে পড়া কিংবা সনাতন কৌশলকে বাছাই করতে হলে সংবাদ মাধ্যমের জন্য কোনটা 'তুঘলকি কাণ্ড' হবে?

রেভিনিউয়ের লড়াইয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার কাছে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে সংবাদমাধ্যম। ২০২৩ সালও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বরং ঘটনাপ্রবাহের 'রোলার কোস্টারে' চড়ে মূলধারার সংবাদমাধ্যমকে রীতিমতো খাবি খেতে হয়েছে। গণমাধ্যমকে 'রিচ' বাড়াতে ঝুঁকতে হয়েছে ফেইসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামসহ নানা প্ল্যাটফর্মের দিকে। অন্যদিকে এসব সোশ্যাল মিডিয়ার নীতিমালা, অ্যালগরিদম ও মালিকানা পরিবর্তনে ধুঁকতে হয়েছে মিডিয়াকে।

ইলন মাস্কের এক্স/টুইটার অধিগ্রহণ, গণমাধ্যম ভাইস-এর দেউলিয়া হওয়া, যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় সংবাদপত্র গোষ্ঠীর একটি রিচ-এর বিপুল কর্মী ছাঁটাই সংবাদমাধ্যম শিল্পের টিকে থাকা পথ করে তুলেছে ইতিহাসের যে কোনও সময়ের চেয়ে চ্যালেঞ্জিং। মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে যুক্ত হয়েছে চ্যাটজিপিটি-র মতো এআই প্রযুক্তির আবির্ভাব।

ইউক্রেইন ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রাণঘাতি যুদ্ধ, জলবায়ু সংকট, কোভিড মহামারীর পরে অর্থনৈতিক মন্দা বিজ্ঞাপনের বাজারকে সংকুচিত করেছে। যেন মিলেমিশে গণমাধ্যমের কবর রচনা করার পরিকল্পনা করছেড় সবদিক থেকে চেপে ধরে।

২০২৪ সালও কিন্তু সংবাদমাধ্যমের জন্য এখন পর্যন্ত বড় কোনও সুখবর নিয়ে আসেনি। গেল বছরের ধারাবাহিকতায় খুব বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। বরং সার্চ ইঞ্জিন জায়ান্ট ও সোশ্যাল মিডিয়া যেন কফিনে পেরেক ঠোকার জন্য হাতুড়ি হাতে প্রস্তুত। অ্যালগরিদম ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যম পরিবেশিত সংবাদের 'রিচ' কমিয়ে দিচ্ছে এসব টেক জায়ান্টরা।

তবে কি কর্মী ছাঁটাই গণমাধ্যমের নিয়তি? তবে কি ঐতিহ্যবাহী সংবাদমাধ্যমগুলো বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে? যদি টিকে যায়, যদি ঘুরে দাঁড়ায়ড় তাহলে কোন পথে? সারা বিশ্বের সমস্ত দুঁদে মিডিয়া ব্যবস্থাপকরাই নানা বাজার কৌশল বা স্ট্র্যাটেজির পেছনে ছুটছেন।

রয়টার্স ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব জার্নালিজমের জ্যেষ্ঠ সহযোগী গবেষক নিক নিউম্যানের মতে, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং মূলধারার মিডিয়ার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চ্যালেঞ্জটি ২০২৪ সালে ৪০টিরও বেশি দেশে নির্বাচন এবং চলমান সংঘাতের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলবে।

এই পটভূমিতে, রয়টার্স ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত নিউম্যানের গবেষণা যে উপসংহারে পৌঁছায় তা হলোড় ২০২৬ সালের মধ্যে ইন্টারনেট কন্টেন্টের বড় অংশ 'কৃত্রিমভাবে তৈরি' (ংুহঃযবঃরপধষষু ঢ়ৎড়ফঁপবফ) করা হবে। খুব সহজে বলতে গেলে যা কিছু খবর, তার বাইরে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো নতুন নতুন ট্রেন্ডকে জনপ্রিয় করার মধ্য দিয়ে বাস্তব দুনিয়ার খবরকে অনেকাংশেই বদলে বা ধামাচাপা দিতে সক্ষম হবে।

গণমাধ্যমের এ দুরাবস্থাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সাংবাদিক ও ব্যবস্থাপকদের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। নিউম্যান তার জরিপভিত্তিক গবেষণায় প্রাসঙ্গিক আলোচনা টেনে

গণমাধ্যমের আয়-রোজগার এবং টিকে থাকা নিয়ে কিছু পথও বাতলেছেন।

গণমাধ্যমের অর্থায়নে পরিবর্তন

গণমাধ্যমের পাঠক, শ্রোতা অথবা দর্শক যাই বলুন না কেন, খুব দ্রুত হারে সোশ্যাল মিডিয়ার উপর খবরের জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। আবার তাদের পিছে পিছে বিজ্ঞাপনের বাজারও খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। একসময়কার শক্তিশালী মাধ্যম, টেলিভিশন স্টেশনগুলো পর্যন্ত স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে পেরে উঠছে না। আবার সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর অত্যন্ত জনপ্রিয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ভক্স এবং ভাইস-ও টেক জায়ান্টদের অ্যালগরিদম পরিবর্তনের কারণে অলাভজনক হয়ে পড়ছে। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কাঁধে ভর না করে, নিজস্ব অর্থায়ন কৌশল খুঁজে বের করার কোনও বিকল্প নেই গণমাধ্যমের। গণমাধ্যম ব্যবস্থাপকরাও তাই চালু করছেন নতুন নতুন সাবস্ক্রিপশন মডেল। যার মধ্যে একটি হচ্ছে 'কন্টেন্ট বান্ডলিং'। মানে ভিন্ন ভিন্ন পে-ওয়াল প্যাকেজ তৈরি করা হচ্ছে ভোক্তাদের জন্য, যার মধ্যে থাকছে পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট।

নিউম্যানের দাবি, 'কন্টেন্ট বান্ডলিং' কৌশলটি কাজ করেছে। গবেষণায় তিনি দেখেছেন যে, এ ধরনের বাজার কৌশল হাতে নেওয়ায় পাঠক বা ভোক্তারা নির্দিষ্ট সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত ঢুঁ মারছেন।

গবেষণার জন্য নিউম্যান গণমাধ্যমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওপর জরিপ চালান। তাতে উঠে এসেছে ২০২৩ সালের দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ভেতরেও 'সাবস্ক্রিপশন' নেওয়া থামিয়ে রাখেননি গ্রাহকরা। বিজ্ঞাপন থেকে আসা আয়ে যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, সাবস্ক্রিপশন বিক্রির টাকায় তা পূরণ করা যায়নি এখনো। তবে সাবস্ক্রিপশন বিক্রি প্রতিবছরই বেড়ে চলেছে।

কেবল ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রই নয়, গণমাধ্যমের ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশন প্রতিবেশী ভারতেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে দেশটির ৭০টিরও বেশি সংবাদমাধ্যম বিভিন্ন ধরনের 'পে-ওয়াল'-এর আওতায় নিজেদের কন্টেন্ট রেখেছেন। বাজার বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ইআই (আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়াং) তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলছে, ভারতে প্রিমিয়াম ও এক্সক্লুসিভ কন্টেন্টের সাবস্ক্রিপশন গ্রাহকদের বিক্রি করে অনলাইন সংবাদ মাধ্যমগুলোর আয় ২০২৩ সালে প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে এর পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে ১৪ মিলিয়ন ডলার।

যেসব পত্রিকা ছাপা হওয়ার পাশাপাশি অনলাইন পোর্টালও চালায়, তারা নিজেদের কন্টেন্টগুলো নিজেদের পরিবেশিত এক্সক্লুসিভ ও গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলোকে পে-ওয়ালের আওতায় নিয়ে এসেছে। ইআই-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, ভারতে ২০২৫ সালের মধ্যে সংবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের পণ্য থেকে সাবস্ক্রিপশনের আয় দাঁড়াবে ২৯ মিলিয়ন ডলারে। তবে 'কন্টেন্ট বান্ডলিং' কৌশলের কারণে এ আয় দাঁড়াতে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫৮ মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি।

হিন্দুস্তান টাইমস গ্রুপের প্রকাশনা 'মিন্ট' ২০২০ সালে ডিজিটাল সাবস্ক্রিশন মডেল চালু করে। গত বছরের ইন্ডিয়ান ম্যাগাজিন কংগ্রেসে ডিজিটাল পে-ওয়াল নিয়ে এক প্যানেল আলোচনায় প্রতিষ্ঠানটির মিডিয়া স্ট্রিমের স্ট্র্যাটেজিস্ট নিখিল কানেকল বলছেন, ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশন থেকে 'মিন্ট' তার আয়ের ২৫ শতাংশ উঠিয়ে আনছে। তার মতে মিন্টের ক্ষেত্রে কারও উপর নির্ভর না করে সংবাদ ওয়েবসাইট হিসেবে আয় বাড়ানোয় পে-ওয়াল দারুণ কাজ করেছে।

২০১৮ সালে দিল্লি প্রেস গ্রুপ প্রথমবারের মতো পে-ওয়াল কৌশল প্রয়োগ শুরু করে। এই সংস্থাটির ৯টি ভাষায় ৩০টির বেশি সংবাদমাধ্যমের মালিকানা রয়েছে। ওই একই আলোচনায় দিল্লি প্রেস গ্রুপের পরিচালক অনন্ত নাথ বলেন, "সেসময় কোনো কিছুই কাজ করছিল না। আমরা বাধ্য হয়েই কন্টেন্টের জন্য পে-ওয়াল চালু করি। শুরুতে পাঠকরা দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু আমাদের কোনও উপায় ছিল না। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিজ্ঞাপনও গণমাধ্যমের আয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলবে।"

২০২৪ সালে ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশন পরে সবচেয়ে বেশি আয় হবে বিজ্ঞাপনের খাত থেকে বলে আশা করছেন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ব্যবস্থাপকদের লক্ষ্য থাকবে তিন বা চারটি ভিন্ন ভিন্ন কৌশল নিয়ে একাধিক আয়ের উৎস তৈরি করা, যার অনিবার্য ফল হিসেবে ইভেন্ট এবং ই-কমার্সও বিবেচিত হবে গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হিসেবে।

নিউম্যানের গবেষণা বলছে, টেকজায়ান্টদের থেকে গণমাধ্যম যে অতিরিক্ত আয় করতো তা বাড়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই বললে চলে। তার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পেছনে কারণ হলো ইতিমধ্যে ফেইসবুকের মতো প্ল্যাটফর্ম সংবাদমাধ্যমগুলোকে কন্টেন্টের বদলে অর্থ দেওয়ার পথ পাল্টে ফেলার কৌশল হাতে নিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমকে টিকে থাকতে হলে প্রচলিত মাধ্যম থেকে কৌশলগতভাবে সর্বাধিক আয় করার উপযোগী ১০০ ভাগ ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তরিত হতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রথাগত গণমাধ্যমে বড় পরিবর্তন

নিজের গবেষণায় নিউম্যান চলতি বছরে সোশ্যাল মিডিয়া *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

প্রেম বিয়ে ও সমাজ

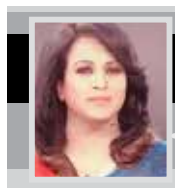

নাজনীন মুন্নী

বিত্তশালী বৃদ্ধরা গ্রামের গরিব ঘরের অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে করেন। আমাদের দেশের গ্রামবাংলায় এটি খুব স্বাভাবিক দৃশ্য। সেই দৃশ্য যখন শহরে দেখা গেলো তখন একেবারেই মেনে নিতে নারাজ অনেকে। যদিও সাবেক একজন মন্ত্রী বিয়ে করেছিলেন তার অর্ধেকেরও কম বয়সী মেয়েকে।

'ধনবান' একজন 'বয়স্ক' মানুষ বিয়ের জন্য পছন্দ করছেন ১৮ বছরের তরুণীকে। অনেকের প্রশ্ন হলো- বয়স্ক যে কেউ একজন তরুণীকে বিয়ে করতে চাইতেই পারেন। কিন্তু পড়াশোনা করতে থাকা মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন তরুণী কেন বিয়েতে রাজি হলো?

বেশিরভাগ মানুষই মনে করেন অর্থের লোভে এসব তরুণী বিত্তশালীদের বিয়ে করেন বয়সের কথা না ভেবে। এটা হয়তো কিছুটা সত্য, তবে আরও অনেক কারণ আছে।

এসময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে চোখ ধাঁধানো বিলাসিতার জীবন চোখে পড়ে তা অনেকের কাছেই লোভনীয়। সেই লোভনীয় জীবনযাপন করতে চায় এখন সবাই। এটা কি দোষ নাকি দোষ না সেই আলোচনা আমরা বরং দূরে সরাই। তবে সেই বিলাসী জীবনের জন্য বাবার চেয়েও বড় কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়াটা কি লোভ নাকি ভালোবাসা তর্ক এখন সেটি। যারা বিয়ে করছেন তারা বলছেন ভালোবাসা। যারা বাইরে থেকে ঘটনাটা দেখছেন তারা বলছেন লোভ।

একজন কেউ যদি একটা ভালো নিশ্চিত জীবনযাপনের জন্য কাউকে বেছে নেয় সেই লোভে কি পাপ আছে? মোটেই নেই। তা নিয়ে আলোচনাও শিষ্টতাবহির্ভূত। কিন্তু প্রায় ৪৫ বছরের বড় কাউকে বিয়ে করলে ভালো থাকা যায় সেই বার্তা যখন আপনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে দিতে থাকবেন তা ভীষণই আশঙ্কার।

স্কুল বা কলেজে পড়া মেয়েরা এসব জাঁকজমকে বেশি আকৃষ্ট হয়। একটি কম বয়সী সুন্দর মানানসই ছেলের চেয়ে একটা আইফোন তাদের কারও কারও কাছে বেশি লোভনীয়। সমাজের সংস্কারের চেয়ে গাড়ি, বাড়ি, টাকা, বিলাসী জীবন তাদের আকর্ষণ করে বেশি। কারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মা-বাবা কিছুতেই তাকে এসব দিতে পারবেন না। কোনও কষ্ট ছাড়াই যদি সব পাওয়া যায় এবং তা পাওয়ার সোজা রাস্তা হিসেবে একজনকে (বয়সের পার্থক্য না ভেবে) বিয়ে করার পথ যদি আপনি দেখান, সেটা অন্যায়।

প্রেম বিয়ে কোনও নির্ধারিত রীতি মেনেই হতে হবে এমন নয়। এসব কোনও ধর্মগ্রন্থে লেখা নেই। ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বড় হবে, আবার খুব বেশি বড় হতে পারবে না, স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর বয়স বেশি হতে পারবে নাএসব রীতি প্রচলন করেছে সমাজ। যুগ যুগ ধরে সামাজিক এসব সংস্কার মানুষকে দমবন্ধ অনুভূতি দিয়েছে, দিচ্ছে। এই অচলায়তন ভাঙা অনেক সাহসের বিষয়। যারা এই সাহস পরিপক্ব মাথায় করেন তাদের সালাম।

জীবনসঙ্গী কেমন হবে তা বাছাই করার অধিকার একমাত্র যার জীবন তারই। সুখী জীবনযাপন করতে কাকে বেছে নেবেন, কার সঙ্গে স্বস্তিবোধ করবেন তা একান্তই একজন মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। তার রুচি, তার মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বা এই সম্পর্ক বিক্রি করে খ্যাতিমান হওয়ার বাসনা অবশ্যই বিতর্ক আর ক্ষোভ তৈরি করে। প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে যেমন ব্যক্তিগত, তাতে কারও মতামত রাখার সুযোগ নেই। তেমনি নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয় বা আচরণ, যা চার দেয়ালের ভেতরের, তা প্রকাশ্য করাটা অশোভন ও দৃষ্টিকটু।

এর বাইরে এসব ঘটনায় তরুণরা এক ধরনের হীনম্মন্যতায় পড়ছেন। এই দেশে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা কোনও তরুণের পক্ষে ৪০ বছরের আগে বিলাসী জীবন পাওয়া সম্ভব নয়। চল্লিশ বছর বয়সেও ৬৫ বছরে একজনের সম্পদের সমান সম্পদ অর্জন করতে পারবে না তারা।

যারা নির্ধারিত বয়সে একটা বিয়ে করতে চান তাদের জন্য এটা হতাশার। কারণ বিয়ের বাজারে এতদিন ভালো চাকরি, ধনী পরিবার, বিসিএস পাত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হতো। এখন ধনবান বয়স্কদের সঙ্গেও তাদের প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। যে প্রতিযোগিতায় তাদের হেরে যাওয়ার আশঙ্কাই প্রবল। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে বইমেলা আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। যেকোনও বিষয়ে পরিমিতিবোধ জরুরি। একজন ১৮ বছরের তরুণ তার তরুণ মন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লোকদেখানো আদিখ্যেতা করতে চাইবেন, নানান দৃষ্টিকটু আচরণ করবেন হয়তো, যা স্বাভাবিক। ৬৫ বছরে একজন পরিপক্ব মানুষ তাতে সমর্থন দেবেন নাকি তার ব্যক্তিত্ব ধরে রাখা উচিত সেটাও প্রশ্ন। এখন কেউ যদি এটিকে গর্ব হিসেবে নেন, অবস্থান ভুলে নানান কর্মকাণ্ড করতে থাকেন, তবে তা বিরক্তিকর। অন্যদের কিছু করার থাকে না এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া। যা আপনার ভালো লাগবে না সেটি এড়িয়ে চলুন। সেটাই ভদ্রতার শিক্ষা। কিন্তু অন্যের স্বাধীনতা, অন্যের অধিকার হরণ করে অপরাধী না হওয়াই শ্রেয়। নাজনীন মুন্নী সাংবাদিক

বারী সুপার মার্কেট

BARI SUPERMARKET

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

HALAL حلال FOOD

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

- মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
- মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
- ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
- কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
- আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

নেপথ্যচারী শনাক্তের সরকারি উদ্যোগ কতদূর?

একেএম শামসুদ্দিন

এখন থেকে ছয় বছরেরও বেশি সময় আগে পিলখানা হত্যাযজ্ঞ মামলার রায়ের এক পর্যবেক্ষণে বিচারপতি মো. আবু জাফর সিদ্দিকী বলেছিলেন, 'বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার পূর্বাপর আলোচনা ও পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, এ ঘটনা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক-সামাজিক নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্র। বিডিআরের কতিপয় উচ্চাভিলাষী সদস্য ওই স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনা ও উসকানিতে সাধারণ ও নবাগত সৈনিকদের বিভ্রান্ত করে ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহ করেছিল। শুধু তাই নয়, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটি দক্ষ, প্রশিক্ষিত বাহিনীকে ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়।' ২০১৭ সালের নভেম্বরে, বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাধিক মৃত্যুদণ্ডের এ মামলার আপিলের সংরক্ষিত রায় দিতে গিয়ে তিনজন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চের অন্যতম এ বিচারপতি আরও বলেন, বিডিআর বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল সেনা কর্মকর্তাদের জিম্মি করে যে কোনো মূল্যে তাদের দাবি আদায় করা। বাহিনীর চেইন অব কমান্ড ধ্বংস করে এই সুশৃঙ্খল বাহিনীকে অকার্যকর করা। সেনাবাহিনী-বিডিআরকে সাংঘর্ষিক অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি করা। সংক্ষিপ্ত রায়ের দুবছর পর ২০২০ সালের ৮ জানুয়ারি প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ রায় দিতে গিয়ে হাইকোর্ট বেঞ্চ বিদ্রোহের উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, প্রয়োজনে সেনা কর্মকর্তাদের নৃশংসভাবে নির্যাতন ও হত্যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের বিডিআরে প্রেষণে কাজ করতে নিরুৎসাহিত করা। রায়ে হাইকোর্ট বেঞ্চ সরকারকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পরামর্শটি দেন তা হলো, 'সরকার প্রয়োজন মনে করলে তদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে জাতির সামনে প্রকৃত স্বার্থান্বেষী মহলের চেহারা উন্মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।'

পিলখানা হত্যাকাণ্ড শুধু বাংলাদেশই নয়, বিশ্ব ইতিহাসে একটি জঘন্যতম ঘটনা। এ পৃথিবীতে সর্বাধিক সামরিক কর্মকর্তা নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল ইন্দোনেশিয়ায়। ১৯৬৭ সালে চীনপন্থি কমিউনিস্টদের সমর্থনে একটি বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল। সাত দিনব্যাপী চলমান সেই ঘটনায় ১০০ সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু পিলখানা হত্যাকাণ্ড সে ঘটনাকেও হার মানিয়েছে। মাত্র দুদিনের ব্যবধানে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ মোট ৭৪ জনকে হত্যা করা হয়। উচ্চ আদালতে পিলখানা হত্যাকাণ্ড মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে এখন থেকে চার বছর আগে। এ সময়ের মধ্যে সরকার হাইকোর্টের পরামর্শ অনুসারে পিলখানা হত্যাযজ্ঞের নেপথ্যচারীদের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য কোনো তদন্ত কমিশন গঠন করেনি। কেন গঠন করেনি, তা আমাদের জানা নেই। এ ব্যাপারে সরকারও নির্বিকার। তদন্ত কমিশন গঠন না করার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে, এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কিছুই জানানো হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, ইতিহাসের এ জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের পেছনে যেসব কুশীলব কাজ করেছে, তাদের আসল পরিচয় বেরিয়ে আসুক,

এ ব্যাপারে সরকার আন্তরিক নয়, তাহলে কি খুব বেশি দোষ দেওয়া যাবে? পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সেই বীভৎস দৃশ্যাবলি এদেশের মানুষের মন থেকে আজও মুছে যায়নি। কতিপয় বিডিআর সদস্য যে এ হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করতে পারে, সে কথাও মানুষ বিশ্বাস করে না। তাদের অনেকেই মনে করেন, পর্দার আড়াল থেকে কেউ না কেউ এ ঘটনায় ইন্ধন জুগিয়েছে। সেই ইন্ধনদাতা কারা? তারা কি এদেশেরই লোক? পিলখানা হত্যাকাণ্ডের অনেক আগে ঘটে যাওয়া কিছু কিছু ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণ করে অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন, কেবল কিছুসংখ্যক মধ্যম ও নি সারির বিডিআর সদস্য দ্বারা এতবড় ঘটনার পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। এ ঘটনায় স্বার্থান্বেষী মহলের কোনো না কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে। আদালতও পূর্ণাঙ্গ রায়ে তারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, 'বিডিআর বিদ্রোহের পেছনে ছিল স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্র। এদেশের অনেকেই এ হত্যাকাণ্ডকে একটি প্রতিশোধমূলক ঘটনা বলার চেষ্টা করেন, আবার অনেকেই এ ঘটনাকে এক ঢিলে দুই পাখী শিকারের অপচেষ্টা বলেও মনে করেন। এ ঘটনার পেছনে কারা থাকতে পারে সে বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমার একটি বিশ্লেষণমূলক লেখা যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ঘটনায় কাদের বেশি স্বার্থরক্ষা হবে, তা বিভিন্ন ঘটনা ও বিশ্লেষণ করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আজকের এ লেখায় তারই কিছু তথ্য তুলে ধরে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যচারীদের স্বরূপ জানার চেষ্টা করব।

প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে, এ ঘটনা থেকে কোন স্বার্থান্বেষী মহল সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। কারণ, অতীতে দেখা গেছে, এ ধরনের ঘটনায় লাভবানরাই নেপথ্যে অনুঘটকের কাজ করেছে। আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা পেশাগতভাবে যেমন দক্ষ, দায়িত্ব পালনে তেমনই সজাগ। বিডিআরকে সেনাবাহিনীর পদাতিক ব্যাটালিয়নের মতো ক্ষুদ্র ও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত করে এর সদস্যদের একই পর্যায়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও পারদর্শী করে গড়ে তোলা হচ্ছিল। অতএব, সেই বাহিনীর সদস্যদের বিভ্রান্ত করে যদি পুরো বাহিনীকেই অকার্যকর করে ফেলা যায়, তাহলে কারা বেশি লাভবান হতে পারে, তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

আদালত তার পূর্ণাঙ্গ রায়ে দেশের সীমান্তরক্ষী হিসাবে বর্তমান বিজিবিকে আরও শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এক সুপারিশে বলেছেন, 'দেশের সীমান্তরক্ষী হিসাবে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রাথমিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর (ফার্স্ট লাইন অব ডিফেন্স) দায়িত্বে থাকা বিজিবিকে শক্তিশালী বাহিনীরূপে গড়ে তোলার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।' বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বিডিআরকে একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন। বিডিআরকে শুধু অ্যান্টি স্মাগলিং অপারেশন এবং দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষায় প্যারা মিলিটারি ফোর্স হিসাবেই গড়ে তুলতে চাননি তিনি; বরং বাংলাদেশ বহিঃশক্তির দ্বারা

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

ভারতের বাংলাদেশ নীতি বদলাতে হবে

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

আমাদের স্বাধীনতা, ঐতিহ্য-ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সব কিছুতেই ভারত এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, আমরা প্রাকৃতিকভাবেই নিকটতম হয়ে রয়েছি। কিন্তু স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হলেও দু'দেশ স্বাধীনতা, স্বকীয়তা, নিরাপত্তা ও মান-সম্মান নিয়ে একই সমতলে অবস্থান করছে কি না সেটাই প্রশ্ন। আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে ভারত কি বাংলাদেশকে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে পারছে। কূটনৈতিক ভাষায় তাদের বাংলাদেশ নীতি যাই হোক, বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি এবং কী অভিজ্ঞতা অর্জন করছি?

দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সম্পর্কের হিসাব নিতে গেলে প্রথমেই আসে দৃষ্টিভঙ্গিগত বিষয়। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতা আমরা দেখতে পাই আমাদের স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই। তাদের ধারণা, ভারত আমাদের দেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে তাই আমরা অনাদিকাল পর্যন্ত তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নতজানু হয়ে থাকব। অথচ ভারতীয় সেনাদের অভিযান আমাদের স্বার্থের অনুকূল না থাকলে কোনো দিনও যে পাকিস্তানিরা পরাজিত হতো না সেটা তারা কখনো বিবেচনায় নেয় না। কাজেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একতরফা কৃতিত্ব নিয়ে আধিপত্য বজায় রাখতে চায় তারা। এটা পরিষ্কার হয়েছে তাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যে যিনি বাংলাদেশী অভিবাসীদেরকে উঁইপোকার সাথে তুলনা করেছেন (আলজাজিরা: ২৪/০৯/২০২৪)! আসামে যুগ যুগ ধরে বসবাস করা বাংলাভাষী নাগরিকদের তারা বাংলাদেশী বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করে পুশ ইন করার জন্য 'নাগরিকপঞ্জি' নামের আইন তৈরি করেছে। স্বাধীনতার পরপরই পঁচিশ সালা চুক্তি করে আমাদেরকে তাদেরই আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। এভাবে স্পষ্টতই দৃশ্যমান যে, প্রতিবেশীর সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত আমাদের অধিকার ও সম্মানবোধ বারবার পদদলিত করেছে। এমনকি সম্প্রতি ভারত সরকারের জিআই জার্নাল নং-১৭৮ এ দাবি করা হয়েছে টাঙ্গাইল শাড়ির 'জিআই' ভারতের! এসব ছাড়াও আমাদের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও ভারত রোহিঙ্গা সমস্যায় আমাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে না এসে শুধু 'লিপ সার্ভিস' দিয়ে যাচ্ছে!

নিরাপত্তা সম্পর্ক

বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের নিরাপত্তা ধারণা অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাদের বাংলাদেশ নীতির ধারণা মূলত নিরাপত্তা ইস্যুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় বলে অনেকেই মনে করেন। তাদের ধারণা হয়তো বা বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানরা ভারতের ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন করে একসময় তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। সেই সাথে তারা বাংলাদেশের ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে তাদের নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে বলে মনে হয়। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্পষ্ট বলেছেন, 'বাংলাদেশের ২৫ শতাংশ লোক জামায়াতে ইসলামীর সদস্য এবং তারা পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই' দ্বারা প্রভাবিত' (bdnews24.com, 01/07/2011)। এসব কারণেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'বিএসএফ' সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদেরও 'Shoot on sight' এবং 'Shoot to kill' নীতি অনুশীলন করে থাকে। অন্য দিকে তারা এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আমাদের পাহাড়ের সন্ত্রাসীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে প্রশিক্ষিত করে শান্তি বাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে অশান্তি চাপিয়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশীদের রক্ত ঝরাচ্ছে কয়েক দশক ধরে। সঞ্জয় হাজারিকা লিখেছেন, 'Bangladesi Insurgents say, India is supporting themÕ (The New York Times: 11/16/1989)। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এক ঐতিহাসিক চুক্তির মাধ্যমে সেই রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসের অবসান ঘটে। আমাদের স্বাধীনতার সময় ভারত আমাদের সহযোগিতা করায় আমাদের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছে। তবে আমাদের স্বাধীনতা তাদের দীর্ঘদিনের চাওয়া এবং স্বার্থ হাসিলের সুযোগ করে দিয়েছে; নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তারা যুগান্তকারী সফলতা অর্জন করতে সক্ষম

হয়েছে। ফলে পূর্ব সীমান্তে ভারতের লাখো সৈনিক মোতায়েন করে কোটি কোটি ডলার খরচের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল চিরদিনের জন্য। অন্য দিকে আমরা ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূলে সাহায্য করে তাদের প্রচণ্ড মাথাব্যথার উপশম ঘটিয়েছি। ফলে তাদের দীর্ঘদিনের রক্তক্ষরণ, অস্ত্র, জনবল এবং অর্থের ক্ষয়ের অবসান ঘটেছে। এত কিছুর পরেও আমাদের বিষয়ে ভারতের মূল চিন্তা হলো নিরাপত্তা। অবশ্য তাদের এসব আশঙ্কা নিজেদের ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণেই হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হলেও আমাদের দেশে নেই কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যতটুকু সংখ্যালঘু আক্রান্ত হয় তা হয় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং লুটতরাজের উদ্দেশ্যেই। ইসলাম ধর্মের সাথে এসব হাঙ্গামার কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ভারত তাদের বাংলাদেশনীতির মর্মস্থলে রেখেছে ধর্মীয় ভিন্নতাকে।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

বাংলাদেশনীতিতে ভারতের সবচেয়ে বিতর্কিত দিক হলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাদের দৃষ্টিকটু হস্তক্ষেপ। পূর্বে পর্দার অন্তরালে থেকে হস্তক্ষেপ করলেও একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে ভারতকে নির্লজ্জভাবে আমাদের রাজনীতিতে সরাসরি ও প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায়। ২০১৪ সালে আমাদের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে আনতে পার্টি চেয়ারম্যান জেনারেল এরশাদের সাথে ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব সুজাতা সিং বৈঠক করেন। ২০১৮ সালের নির্বাচনে সমর্থন ও সাহস দিয়ে একটি দলকে সহযোগিতা করে জিতিয়ে নিয়ে আসা এবং সদ্যসমাপ্ত ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খোলাখুলিভাবে সরাসরি সমর্থন দিয়ে জিতিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া অন্য দেশের নির্বাচনে প্রতিবেশী দেশের হস্তক্ষেপের 'পাঠ্যপুস্তক উদাহরণ'স্বরূপ হয়ে থাকবে। এসব কার্যকলাপ মূলত দুই দেশের দুই রাষ্ট্রের বা জনগণের মধ্যে সম্পর্কের চেয়ে দুই সরকারের দুই দলের মধ্যকার সম্পর্ককেই প্রতিফলিত করেছে।

ভৌগোলিক চিত্র

ভূ-প্রাকৃতিক দিক থেকেও বাংলাদেশ ভারতের আধিপত্যবাদ বা একপক্ষীয় কর্তৃত্ববাদের শিকার। প্রথমে মাত্র ৪১ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ চালু করে দীর্ঘদিন পর চুক্তিতে আসা এবং চুক্তি করেও চুক্তি মোতাবেক পদ্মার পানি একতরফা প্রত্যাহার করে নেয়াটা আধিপত্যবাদেরই উদাহরণ। ২০১১ সালে তিস্তা চুক্তির কাছাকাছি এসেও একতরফাভাবে চুক্তি থেকে সরে আসাটা ছিল বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার খোঁড়াযুক্তি দিয়ে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তিস্তা চুক্তি ঝুলিয়ে রেখেছে তারা। অথচ তারা আমাদের ফেনী নদীর পানি প্রত্যাহার করা শুরু করেছে চুক্তি ছাড়াই এবং পরে ২০১৯ সালে চুক্তির মাধ্যমে ফেনী নদীর পানি তারা ঠিকই নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের তিতাস নদীর প্রবাহ ভরাট করে তাদের মালামাল আমরা আমাদের বুকের ওপর দিয়ে পার করে দিয়েছি। সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'বাংলাদেশ ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারতীয়দের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে' (প্রথম আলো : ০১/০২/২০২৪)। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতকে যা দিয়েছি তা ভারত সারা জীবন মনে রাখবে। অথচ আমরা নেপালে যাওয়ার জন্য বাংলাবান্ধা থেকে কয়েক কিলোমিটার করিডোরের অনুমতি পাচ্ছি না ভারতের। তাদের অবকাঠামো ব্যবহার করে নেপালে মাত্র ৫০ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ কেনার সামান্য সুযোগটুকুও দিচ্ছে না আমাদের সাথে রক্তের রাখি বন্ধনে আবদ্ধ ভারত।

আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি

প্রকৃতপক্ষে ভারত আঞ্চলিক মোড়লের ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে প্রতিটি প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট করেছে। সব প্রতিবেশী দেশের জনগণের বিরাগভাজন হয়েছে ভারত। আমরা দেখতে পেয়েছি ২০২১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন পতনের পর ভারতকেও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উন্নয়ন কাজ গুটিয়ে ফিরত যেতে হয়েছে। জানা

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

KT KHAN'S TUTORIAL

SAT EXAM SPRING & SUMMER

Spring:

- 16 Class Program
- 1 Day/Week
- Saturdays / Sundays

Starts: Saturday March 23
Ends: Sunday June 23

Price: ~~$3520~~ **$2560**

Summer Elite:

- 32 Class Program
- 4 Days/Week
- Tuesdays - Fridays

Starts: Tuesday July 2
Ends: Friday August 23

Up to 30% Off!

Khan's SAT & College Admissions Leaders Are From:

MIT · Harvard · Cornell University · Columbia University · NYU · SUNY Downstate Health Sciences University · Macaulay Honors College · & more!

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

PREMIUM SU

Feb 26 - Mar 31, 2024

Ramadan

SALE $19.99/EA — 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE

SALE $10.99/EA — 10 LB — LAXMI EXTRA LONG BASMATI RICE

SALE $12.99/EA — 10 LB — THREE RIVERS BASMATI RICE

SALE $12.99/EA — 20 LB — LAXMI CHAKKI ATTA

SALE $12.99/EA — 1 GALLON — OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL

SALE $11.99/EA — 5 LTR — FUTURA SUNFLOWER OIL

SALE 2/$6.99 — 1 LTR — RAJDHANI MUSTARD OIL

SALE $2.99/EA — 24 OZ — MEHERBAN CUP DATES

SALE $12.99/EA — 900G — ANCHOR MILK POWDER

SALE 2/$4.00 — (LIMIT 2) — 26.5 OZ — EACH $2.49 — ROOH AFZA

SALE $3.99/EA — 3 LTR — MEHERBAN JUICE

SALE $11.99/EA — 58.9 OZ — TANG

SALE 3/$5.00 — 1 LTR — SUPER FRESH MANGO JUICE

SALE 2/$5.00 — 850 G — LAXMI KESAR MANGO PULB

SALE 3/$5.00 — OVIJHAT MURI

SALE 2/$5.00 — 2 LB — LAXMI THICK POHA

SALE $3.99/EA — 1 KG — MAGGI HOT N SWEET SAUCE

SALE 2/$5.00 — 400 G — LAXMI FRIED ONION

SALE $3.99/EA — 24 OZ — LAXMI GINGER / GARLIC / MIX PASTE

SALE $7.99/EA — 900 G — VITAL LOOSE TEA

SALE 3/$3.00 — 26 OZ — RED CROSS SALT

Ram

Time Table For Ramadan

DAY	RAMADAN	MONTH	STOP EATING	FAJR JAMAT
THE FIRST 10 DAYS				
MON	01	MAR 11	05:54	06:09
TUE	02	MAR 12	05:52	06:07
WED	03	MAR 13	05:51	06:06
THU	04	MAR 14	05:49	06:04
FRI	05	MAR 15	05:47	06:02
SAT	06	MAR 16	05:46	06:01
SUN	07	MAR 17	05:44	05:59
MON	08	MAR 18	05:42	05:57
TUE	09	MAR 19	05:40	05:55
WED	10	MAR 20	05:39	05:54
THE SECOND 10 DAYS A				
THU	11	MAR 21	05:37	05:52
FRI	12	MAR 22	05:35	05:50
SAT	13	MAR 23	05:33	05:48
SUN	14	MAR 24	05:32	05:47
MON	15	MAR 25	05:30	05:45
TUE	16	MAR 26	05:28	05:43
WED	17	MAR 27	05:26	05:41
THU	18	MAR 28	05:24	05:39
FRI	19	MAR 29	05:23	05:38
SAT	20	MAR 30	05:21	05:36
THE LAST 10 DAYS ARE TO				
SUN	21	MAR 31	05:19	05:34
MON	22	APR 01	05:17	05:32
TUE	23	APR 02	05:15	05:30
WED	24	APR 03	05:14	05:29
THU	25	APR 04	05:12	05:27
FRI	26	APR 05	05:10	05:25
SAT	27	APR 06	05:08	05:23
SUN	28	APR 07	05:06	05:21
MON	29	APR 08	05:04	05:19
TUE	30	APR 09	05:03	05:18

First Day & Last
Depend on M

Ramadan calendar collected

PERMARKET

HALAL حلال

Promo Code : PSP60

adan
Kareem

1445, March - April 2024

S ARE FOR MERCY

SUNRISE	ZUHR	ASR	MAGHRIB IFTAR	ISHA
07:14	01:06	05:13	06:58	08:14
07:13	01:06	05:14	06:59	08:15
07:11	01:06	05:15	07:00	08:16
07:09	01:06	05:16	07:01	08:17
07:08	01:05	05:16	07:02	08:18
07:06	01:05	05:17	07:03	08:19
07:04	01:05	05:18	07:04	08:20
07:03	01:04	05:19	07:05	08:22
07:01	01:04	05:20	07:06	08:23
06:59	01:04	05:21	07:07	08:24
RE FOR FORGIVENESS				
06:58	01:04	05:21	07:08	08:25
06:56	01:03	05:22	07:10	08:26
06:54	01:03	05:23	07:11	08:27
06:53	01:03	05:24	07:12	08:29
06:51	01:02	05:24	07:13	08:30
06:49	01:02	05:25	07:14	08:31
06:48	01:02	05:26	07:15	08:32
06:46	01:01	05:27	07:16	08:33
06:44	01:01	05:27	07:17	08:35
06:43	01:01	05:28	07:18	08:36
BE FREE FROM HELL FIRE				
06:41	01:00	05:29	07:19	08:37
06:39	01:00	05:30	07:20	08:38
06:38	01:00	05:30	07:21	08:39
06:36	01:00	05:31	07:22	08:41
06:35	12:59	05:32	07:23	08:42
06:33	12:59	05:32	07:24	08:43
06:31	12:59	05:33	07:25	08:44
06:30	12:58	05:34	07:26	08:46
06:28	12:58	05:35	07:27	08:47
06:26	12:58	05:35	07:28	08:48

Day of Ramadan
loon Sighting

from Jamaica Muslim Center

Special Sale

SALE $3.49/EA — 4 LB — LAXMI KALA CHANA / MASOOR DAL / CHANA DAL

SALE 2/$7.00 — 4 LB — MEHERBAN BESAN

SALE $2.99/EA — 4 LB — LAXMI RICE FLOUR

SALE $3.99/EA — 4 LB — PREMIUM BRAND BROWN SUGAR

SALE 5/$5.00 — 15 OZ — HOBBI CHICK PEAS

SALE 2/$3.00 — TEER HALEEM MIX

SALE 2/$3.00 — REHMAT-E-SHREE PHENNI

SALE $8.99/EA — 7 OZ — LAXMI GREEN CARDAMOM

SALE $5.99/EA — 4 LB — LAXMI JUMBO PEANUT

SALE $5.99/EA — 800 GM — LAXMI GOLDEN RAISIN

SALE $6.99/EA — 800 GM — LAXMI ALMOND WHOLE

SALE $9.99/EA — 800 GM — LAXMI CASHEW WHOLE

SALE 2/$14.99 — 25 PCS — FAMILY PACK KAWAN PARATHA

SALE $5.99/EA — 14 PCS — KARACHI DELIGHT JUMBO NAN

SALE $19.99/EA — 2.6 LB BOX — AL SAFA CHICKEN / BEEF SAMOSA

SALE $4.99/EA — 400 G — KARACHI DELIGHT BUN KABAB

SALE 2/$5.00 — 10 PCS — KARACHI PUFF PASTRY

SALE 3/$5.00 — 300 G — KAWAN SPRING ROLL PASTRY SHEET

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208........ 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372........ 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462........ 347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

স্রোতে গা ভাসাই ন

'দ্য বে ওয়েভ' ও 'জয় বাংলা

আলবেনির সিটি হলে নিউইয়র্ক এসোসিয়েশন অফ ব্ল্যাক, পোর্টোরিকান, হিস্প্যানিক এণ্ড এশিয়ান লেজিসলেটিভ ইনক্ এর ৫৩তম সম্মেলনের ডায়াসপোরা ককাসের ঐতিহাসিক মুহূর্তে ইংরেজি ম্যাগাজিন 'দ্য বে ওয়েভ' এর প্রকাশনা উদ্বোধন করা হয়। এতে অংশ নেন কংগ্রেসম্যান জামাল বোম্যান, নিউইয়র্ক স্টেট পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানে উইলিয়ামস, কাউন্সিল মেম্বার চীফ ও পত্রিকার অ্যাডভাইসরি এডিটর ওসু আনানে। সেসময় আফ্রিকান আমেরিকান কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক ড. ডিওর ফলসহ জনপ্রতিনিধি, সংগঠক, সরকারি কর্মকর্তা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএ
পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার

AZM
Abu Zafar Mahmood Group

অনলাইনে পড়ার জন্য :
https://issuu.com/thebaywavenyc/docs/a4_
https://issuu.com/joybangladesh/docs/j

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

না, নতুন ঢেউ তুলি

দেশ' ম্যাগাজিনের পথচলা শুরু

সএ ইনক আয়োজিত আমেরিকার সবচেয়ে বড় পরিসরে একুশ উদযাপনী অনুষ্ঠানে বাংলা সাময়িকপত্র 'জয় বাংলাদেশ' এর আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদক প্রকাশক গ্লোবাল ড. আবু জাফর মাহমুদ প্রকাশনার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর সকল কর্মকর্তাসহ উপস্থিত অতিথিদের হাতে পত্রিকার সূচনা সংখ্যা দেখা যাচ্ছে।

body_merged
joy_bangladesh_magazine_1st_issue

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH MEDIA INC.

JBTV
JOY BANGLADESH TELEVISION

CDPAP
SERVICES

হার্ট ভালো রাখতে যা খাবেন, যা খাবেন না

পরিচয় ডেস্ক: হার্টের অসুখ বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের বিষয়। তবে আশার কথা হলো, অনেক কার্ডিওভাসকুলার রোগ উপযুক্ত জীবনযাপন এবং খাদ্যতালিকায় পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখার প্রাথমিক উপায়গুলোর মধ্যে একটি হলো হার্টের জন্য খাবার খাওয়া। সঠিক খাবার খাওয়ার মাধ্যমে আপনার হার্ট ভালো রাখতে পারবেন।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাবার খান

ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হলো অত্যাবশ্যক পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ওমেগা-৩ যুক্ত খাবার নিয়মিত খেলে তা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমে প্রদাহ কমাতে, হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করতে, রক্ত জমাট বাঁধা কমাতে এবং রক্তচাপ কমাতে কাজ করে। ওমেগা-৩ এর ভালো উৎস রয়েছে এমন কিছু খাবার আইটেম হলো মাছ এবং বীজ যেমন তিসি, তুলসীর বীজ, চিয়া বীজ এবং আখরোট।

স্যাচুরেটেড এবং ট্রান্স ফ্যাট খাওয়া কমান

স্যাচুরেটেড এবং ট্রান্স ফ্যাট খাওয়া কমাতে হবে। এটি হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের চর্বি সাধারণত লাল মাংস, মাখন, পনির এবং অনেক প্রক্রিয়াজাত খাবারে পাওয়া যায়। এগুলো রক্ত প্রবাহে এলডিএল (ক্ষতিকারক) কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়াতে পারে। উচ্চতর এলডিএল কোলেস্টেরল ধমনী ফলক তৈরিতে অবদান রাখে। সেইসঙ্গে এথেরোস্ক্লেরোসিস, হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।

ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খান

ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য সর্বোত্তম। খাদ্যতালিকাগত ফাইবার, বিশেষ করে দ্রবণীয় ফাইবার, পাচনতন্ত্রে কোলেস্টেরলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর নির্গমনকে সহজ করে। যার ফলে রক্তে এলডিএল (খারাপ) কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস পায়। এই ক্রিয়াটি ধমনী ফলক তৈরি হওয়া প্রতিরোধে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে এথেরোস্ক্লেরোসিস, হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করে।

সোডিয়াম গ্রহণের দিকে নজর রাখুন

হার্টের সর্বোত্তম স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আপনার সোডিয়াম গ্রহণের দিকে নজর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যে অত্যধিক সোডিয়াম পানি ধরে রাখতে পারে, যার ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। উচ্চ রক্তচাপ হার্ট এবং রক্তনালীগুলোতে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। প্রক্রিয়াজাত খাবার, টিনজাত পণ্য এবং রেস্তোরাঁর খাবারে অতিরিক্ত সোডিয়াম থাকে। এক্ষেত্রে খাদ্যের পছন্দ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, খাবারের লেবেল পড়তে হবে এবং তাজা খাবার বেছে নিতে হবে। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সোডিয়ামের মাত্রা যেন অতিক্রম না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খান

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করুন। এটি হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যক। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ভিটামিন সি খাওয়া জরুরি কেন?

ভিটামিন সি নানাভাবে আমাদের শরীরের জন্য কাজ করে। এটি শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় একটি মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট। আমাদের দাঁত, ত্বক ও চুল ভালো রাখে এই ভিটামিন। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের কাছে এটি পরিচিত নাম। ভিটামিন সি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। ভিটামিন সি শরীরে পর্যাপ্ত আয়রন শোষণে সাহায্য করে। সর্দি-কাশির মতো সমস্যা দূর করতেও এটি কার্যকরী।

ভিটামিন সি জাতীয় খাবার : ভিটামিন সি জাতীয় খাবার আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখা জরুরি। এগুলো খুব বেশি দামী এমন নয় কিন্তু। বরং সহজলভ্য অনেক খাবারেই মিলবে ভিটামিন সি। ভিটামিন সি যুক্ত খাবারের কথা বললেই প্রথমে আসে লেবু বা কমলার নাম। সাইট্রাসজাতীয় সব ফলেই মিলবে ভিটামিন সি।

পেঁপেতেও আছে পর্যাপ্ত ভিটামিন সি। পেঁপের মধ্যে থাকা প্যাপাইন এনজাইম হজমক্ষমতা বাড়ায়। ভিটামিন সি-এর ঘাটতি মেটায়।

প্রতিদিন আধাকাপ ব্রকোলি খেলে ভিটামিন সি এর প্রয়োজন পূরণ হবে ৬০ শতাংশ। ফুলকপি ভিটামিন সি এর ঘাটতি পূরণ করে প্রায় ৭৭ শতাংশ।

এসব ছাড়াও স্ট্রবেরি, কিউই, কাঁচা মরিচ, শালগম, টমেটো, পেয়ারা, পালং শাক, সবুজ পাতাওয়ালা সবজি, বাঁধাকপি, আঙুরে পাবেন ভিটামিন সি।

প্রতিদিন কতটুকু ভিটামিন সি খাওয়া যাবে : বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন পূর্ণবয়স্ক নারী প্রতিদিন ৭৫ মিলিগ্রাম ও পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ৯০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি খেতে পারবেন। গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী নারীর ক্ষেত্রে ডোজটি ১২০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত যেতে পারে।

ভিটামিন সি বেশি খেলে কী হয় : ভিটামিন সি শরীরের জন্য উপকারী, তা প্রমাণিত। তবে এই উপকারী উপাদান শরীরে বেশি প্রবেশ করলে কিছু সমস্যাও দেখা দিতে পারে। প্রতিদিনের চাহিদার থেকে বেশি ভিটামিন সি খেলে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ভিটামিন সি বেশি খেলে শরীরে আয়রন বাড়ে। ফলে লিভার, হৃদযন্ত্র, প্যানক্রিয়াস, থাইরয়েড ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় ভিটামিন সি যুক্ত ফল ও সবজি

পরিচয় ডেস্ক: ভিটামিন সি যুক্ত খাবার বেশি করে খেলে শরীরের প্রতিরোধশক্তি বাড়বে। কারণ সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিন সি। এটি দেহের ক্ষতিকর পদার্থ থেকে রক্ষা করে। বিশেষ করে চোখের লেন্স, কোষের ভেতরকার নিউক্লিয়াস, ত্বক ও হাড়ের কোলাজেনকে সুরক্ষা দেয় ভিটামিন সি। মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষা বা রক্তের লৌহ শোষণেও ভিটামিন সির ভূমিকা রয়েছে। মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটারের চলাচল ও তথ্য আদান-প্রদানে এটি ভূমিকা রাখে। ভিটামিন সি যুক্ত খাবার বিভিন্ন ক্যানসার থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়। সাধারণত শরীর নিজে থেকে ভিটামিন সি উৎপাদন করতে পারে না। তাই এটা বাইরে থেকে গ্রহণ করতে হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন মূলত শাকসবজিতেই পাওয়া যায়। লেবু ও লেবুজাতীয় সব টক ফল ভিটামিন সির চমৎকার উৎস। কমলা, পেয়ারা, মরিচ, পেঁপে, জাম্বুরা, আনারস, ব্রকোলি, আলু ইত্যাদিতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি। সবুজ পাতা গোত্রের সব সবজি ও শাকেও পাওয়া যাবে এই ভিটামিন। এ ছাড়া কিছু মসলাজাতীয় উদ্ভিদ যেমন: কাঁচা মরিচ, পুদিনাপাতা বা পার্সলেপাতা ভিটামিন সির ভালো উৎস। এক কাপ কমলার রস, ব্রকলি, লাল মরিচ পর্যাপ্ত ভিটামিন সি সরবরাহ করে। দৈনিক ভিটামিন সি'র চাহিদা হল ৬৫ থেকে ৯০ মি.লি. গ্রাম থেকে সর্বোচ্চ ২০০০ মি.লি. গ্রাম। যদিও অতিরিক্ত ভিটামিন সি গ্রহণ শরীরের কোনো ক্ষতি করে না। তবে অনেক সময় অতিরিক্ত ভিটামিন সি গ্রহণে বমিভাব, ডায়ারিয়া, মাথা ব্যথা, বুক জ্বালা, বমি, অনিদ্রা ও ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

কাঁঠাল কেন খাবেন? জেনে নিন পুষ্টিগুণ

পরিচয় ডেস্ক: অন্যতম মজাদার ফল কাঁঠাল। কাঁচা কিংবা পাকা দুইভাবেই খাওয়া যায় কাঁঠাল। এ ফলটি আকার যেমন বড়, তেমনি পুষ্টিগুনেও ভরপুর। গ্রীষ্মের রসালো ফল কাঁঠাল সব বয়সী নারী-পুরুষের জন্য খুব উপকারী।

১. কাঁঠালে রয়েছে উচ্চ পরিমাণে ভিটামিন সি, পটাশিয়াম ও আঁশ। ভিটামিন সি হলো এক ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যা শরীরের কোষগুলোকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। আবার কোষকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, যা কিনা বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করতে পারে তা থেকে রক্ষা করে। পটাশিয়াম শরীরে সোডিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।

২. কাঁঠালে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আঁশ। এই উপাদান হজমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শরীরে প্রিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে এবং অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৩. ভিটামিন সি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। কাঁঠালে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। এটি কোষকে ক্ষয় থেকে রক্ষার পাশাপাশি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকেও রক্ষা করে। আবার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে।

৪. পটাশিয়াম হলো আমাদের শরীরের জন্য অপরিহার্য এক খনিজ, যা কাঁঠালে ভরপুর পরিমাণে আছে। এই উপাদান রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। পটাশিয়াম রক্তনালীকে শিথিল করতে সাহায্য করে এবং ফলস্বরুপ উচ্চ রক্তচাপ কমে আসে। এতে করে হৃদরোগ, মস্তিষ্কর রক্তক্ষরণ ইত্যাদির ঝুঁকি কমে আসে।

৫. স্বল্প ক্যালরি সম্পন্ন কাঁঠালে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আঁশ। আঁশযুক্ত খাবার ওজন কমাতে সাহায্য করে। কারণ এ জাতীয় খাবার অনেকটা সময় পর্যন্ত পেট ভরা রাখে, ফলে ঘনঘন খাওয়ার প্রবণতা কমে আসে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই ওজন কমানোর জন্য কাঁঠাল খাওয়া বেশ উপকারী।

৬. কাঁঠালে থাকা আঁশ ও পটাশিয়াম হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। আঁশ রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা স্বাভাবিক রাখে। অন্যদিকে পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে হার্ট সুস্থ থাকে। সূত্র : ভেরি ওয়েল হেলথ

ঘনঘন দুধ চা? অজান্তেই শরীরের ভয়াবহ ক্ষতি

পরিচয় ডেস্ক: সকালে ঘুম থেকে উঠে চা না পান করলে দিনটা ঠিক মতো শুরু হয় না অনেকের। এর মধ্যে আবার অনেকেই দুধ চা পান করতে বেশি পছন্দ করে থাকেন। অনেকেই আবার দিনে কয়েক বার করে দুধ চা পান করে থাকেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দিনে যদি ৫-৬ বার দুধ চা পান করা হয়, তবে হতে পারে বড় সমস্যা। চায়ে দুধ মেশালে অ্যাসিডিক হয়ে যায়। আর চিনি যোগ করলে ক্ষতি বেড়ে যায় আরও।

দুধ চা নিয়মিত পান করলে, তা পেট ফাঁপা বা ব্লোটিংয়ের সমস্যা সৃষ্টি করে। এতে পেটের হজমের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে পেটের নানা ক্ষতি হতে থাকে।

এই ধরনের চা অনেক বছর ধরে পান করতে থাকলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এই চা বেশি পান করলে শরীরের খাবার থেকে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করার ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায়।

অনেকে ঘুম কাটানোর জন্য এই চা পান করেন। তবে এই চা স্ট্রেস বা উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। এর ফলে ঘুমের সমস্যাও তৈরি হতে পারে। এতে অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয়।

এই দুধ চা দিনের পর দিন পান করতে থাকলে মুখে ব্রণ ওঠার প্রবণতা অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। কারণ, এই চা পান করলে শরীর অম্ল হয়ে যায়। এর ফলে, চেহারায় ব্রণ ওঠার প্রবণতা অনেকটাই বেড়ে যায়।

সকালে বাথরুম করার জন্য অনেকেই দুধ চা পান করে থাকেন। তবে দুধ চা শরীরের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। যাদের রক্তচাপ ওঠা-নামা করে, তাদের এই চা পান করা উচিত নয়।

ভেজানো কিশমিশ ও এর পানি খেলে মিলবে যে ৮ উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: শুকনো ফলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কিশমিশ। আঙুর শুকিয়ে তৈরি কিশমিশের রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ। পানিতে ভিজিয়ে রেখে কিশমিশ খেলে মিলবে বেশ কিছু উপকারিতা। কিশমিশ ভেজানো পানিরও রয়েছে অনেক গুণ। প্রাকৃতিক রেচক হিসেবে কাজ করে ভেজানো এটি। হজমে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। এছাড়াও ভেজানো কিশমিশ বোরন এবং ক্যালসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রদান করে হাড়ের শক্তি বাড়ায়। জেনে নিন আরও বিস্তারিত।

১. লিভার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যা প্রাকৃতিকভাবে আমাদের শরীরকে ডিটক্সিফাই করে। খারাপ খাদ্যাভ্যাস এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনধারার কারণে অনেক সময় লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে ক্ষেত্রে ডিটক্সিফিকেশনের জন্য আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন। একটি চমৎকার ডিটক্সিফিকেশন পানীয় হচ্ছে কিশমিশ ভেজানো পানি। লিভারের জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে এবং আমাদের শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয় এই পানি।এছাড়া কিশমিশে থাকা পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার লিভার থেকে বেশি পিত্ত বের করে।

২. কিশমিশে প্রাকৃতিকভাবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি থাকে এবং এগুলো ভিজিয়ে রাখলে যৌগগুলো আরও বেশি উৎকৃষ্ট হয়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের ফ্রি র‍্যাডিকেলগুলোকে নিরপেক্ষ করতে সাহায্য করে, যা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি রোগ থেকে দূরে রাখে।

৩. কিশমিশ প্রাকৃতিকভাবে আয়রন সমৃদ্ধ, তবে এতে এমন যৌগও রয়েছে যা আয়রন শোষণকে বাধা দিতে পারে। কিশমিশ ভিজিয়ে রাখলে এই *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ভিটামিন ডি'র ঘাটতি পূরণে যা খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: মানব শরীরের জন্য ভিটামিন ডি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই ভিটামিনের ঘাটতি হলে শরীরে একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যদি কোনোভাবে মানবদেহে ঘাটতি হয় তাহলে প্রাকৃতিক উপায়ে সমস্যার সমাধান করা যায়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, ভিটামিন ডির ঘাটতি হলে অটোইমিউন ডিজঅর্ডারের ঝুঁকি বাড়ে। এমনকি ভিটামিন ডির অভাবে মাংসপেশি ও হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই সুস্থ থাকতে ভিটামিন ডি গ্রহণ করার বিকল্প নেই।

সূর্যের আলো ভিটামিন ডি-র ঘাটতি পূরণে সবচেয়ে সহজ আর দ্রুত কাজ করে। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

পটল চিংড়ি

পরিচয় ডেস্ক: আজকাল কম তেল মশলার খাবার খেতেই পছন্দ করেন অনেকে। এতে একদিকে যেমন হজম ভালো হয় তেমনি রিচ খাবার খাওয়ার অস্বস্থিও কম হয়। আজ আপনাদের জন্য এমনই একটা রান্না নিয়ে হাজির হয়েছি। তবে এই রান্নায় তেল মশলা কম হলেও স্বাদে কিন্তু নো কম্প্রোমাইজ।

উপকরণঃ পটল, আলু, চিংড়ি, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, পরিমাণ মত নুন, রান্নার জন্য তেল

পদ্ধতিঃ প্রথমেই পটল পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর খোসা ছাড়িয়ে লম্বায় চার টুকরো করে কেটে নিতে হবে। একই সাথে আলুকেও লম্বা লম্বা করে কেটে নিতে হবে। একই সময় চিংড়িকেও ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

এবার কড়ায় কিছুটা তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে শুরু করতে হবে। ভাজা হয়ে এলে সামান্য জল দিয়ে পরিমাণ মত হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে একটা কষা মশলা মত তৈরী করে নিতে হবে।

মশলা কষানো হয়ে গেলে তেল ছাড়তে শুরু করলে ধুয়ে রাখা চিংড়ি গুলো কড়ায় দিয়ে মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নিতে হবে। ঢাকা দিয়ে ৫ মিনিট রাখলেই চিংড়ি ভালো মত সেদ্ধ হয়ে যাবে।

এরপর ঢাকনা খুলে চিংড়ি সেদ্ধ হয়ে গেছে কি না চেক করে নিন। তারপর কেটে রাখা আলু পটল কড়ায় দিয়ে ভালো করে মশলা ও চিংড়ির সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। এই সময় কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চিরে দিয়ে দিন।

ভালো করে মশলার সাথে আলু পটল মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে ঢাকা দিয়ে ১০ মিনিট রান্না করে নিতে হবে। তবে মাঝে মধ্যে ঢাকনা খুলে উল্টে পাল্টে নেড়ে দিতে হবে। শেষমেশ ১০ মিনিট পর সব সেদ্ধ হয়েছে কি না চেক করে পরিমাণ মত জল দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটতে দিতে হবে। তাহলেই তৈরী হয়ে যাবে কম তেল মশলার দুর্দান্ত স্বাদের পটল চিংড়ি ।

রুই মাছের দোপেঁয়াজা

পরিচয় ডেস্ক: সাধারণ স্বাদের রুই মাছ দিয়ে তৈরি করা যায় অসাধারণ সব পদ। বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এলে ঝটপট রাঁধতে পারেন রুই মাছের দোপেঁয়াজা। এটি ভাত, খিচুড়ি, পোলাওয়ের সঙ্গে খেতে দারুণ লাগে। বাড়িতে থাকা অল্প কিছু মসলায় দ্রুতই রান্না করতে পারবেন রুই মাছের দোপেঁয়াজা। চলুন রেসিপি জেনে নেওয়া যাক-

তৈরি করতে যা লাগবে: রুই মাছ- ১ কেজি, বেরেস্তার জন্য পেঁয়াজ কুচি- ৩টি, রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা- ২ টেবিল চামচ, মরিচ বাটা- ১ টেবিল চামচ, ধনিয়া বাটা- ১ টেবিল চামচ, হলুদ বাটা- আধ চা চামচ, গরম মসলা বাটা- পরিমাণমতো, বাদাম কুচি করে কাটা এবং বাটা- ৪০ গ্রাম, গোলমরিচ- আধ টেবিল চামচ, লেবুর রস- ২টি লেবুর, ধনিয়াপাতা কুচি- পরিমাণমতো, লবণ, পানি ও তেল- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : মাছ কেটে ভালো করে ধুয়ে নিন। এরপ হলুদ গুঁড়া এবং লেবুর রস দিয়ে মাছ ভেজে তুলে নিন। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে তাতে হলুদ, ধনিয়াপাতা কুচি, গরম মসলা, রসুন বাটা, আদা বাটা, মরিচ বাটা আধা কাপ পানি দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে ৫-৭ মিনিট। এবার এই ঝোলে মাছ ছেড়ে নিয়ে মৃদু আঁচে রাখতে হবে ১০-১২ মিনিট। তেল উপরে ভেসে উঠলে নামিয়ে নিন। উপরে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

শোল মাছের দোপেঁয়াজা

দেশি মাছগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শোল মাছ। বিশেষ করে শীতের সময়ে এই মাছ বেশি খাওয়া হয়। শোল মাছের ঝোল কিংবা লাউ দিয়ে শোল মাছ খেতে পছন্দ করেন অনেকে। তবে আপনি চাইলে রাঁধতে পারেন শোল মাছের দোপেঁয়াজা। গরম ভাতের সঙ্গে এই পদ হলে জমবে বেশ।

তৈরি করতে যা লাগবে: শোল মাছের টুকরা- আধা কেজি, পেঁয়াজ মোটা করে কাটা- ১ কাপ, তেজপাতা- ১টি, লবণ- স্বাদ অনুযায়ী, আদা বাটা- আধা চা চামচ, রসুন বাটা- ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া- ২ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ- ৭-৮টি ফালি করা, তেল ও পানি- পরিমাণমতো, ধনেপাতা কুচি- ২ টেবিল চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে মাছ কুটে নিন। এরপর ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। পানি ঝরিয়ে রাখুন। মাছের সঙ্গে অর্ধেক বাটা ও গুঁড়া মসলা এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ মাখিয়ে মিনিট দশেক রাখুন। তেল গরম করে মাছগুলো ভেজে নিন। কড়াইয়ে বাকি তেল গরম করে পেঁয়াজ, তেজপাতা এবং কাঁচা মরিচ দিয়ে ভাজতে থাকুন।

পেঁয়াজ ভাজা হলে তাতে বাকি সব বাটা, গুঁড়া মসলা, স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবং পরিমাণমতো পানি দিয়ে মসলা ভালো করে কষিয়ে নিন। পানি শুকিয়ে তেল ওপরে উঠলে মাছ দিন। অল্প পানি এবং কাঁচামরিচ ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। মাছ বেশ ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

রূপচাঁদার দোপেঁয়াজা

পরিচয় ডেস্ক: রূপচাঁদা অনেকেরই পছন্দের মাছ। বিশেষ করে এটি ডিপ ফ্রাই করে খেতে বেশি পছন্দ করেন। তবে রূপচাঁদার ডিপ ফ্রাই ছাড়াও বিভিন্ন পদ তৈরি করা যায়। অতিথি আপ্যায়ন বা যেকোনো আয়োজনে রাখতে পারেন রূপচাঁদার দোপেঁয়াজা। এটি তৈরির রেসিপিও বেশ সহজ। আবার রূপচাঁদা মাছ রান্না করতে খুব বেশি সময়ও লাগে না।

তৈরি করতে যা লাগবে: রুপচাঁদা মাছ- ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি- ১ কাপ, হলুদ গুঁড়া- পরিমাণমতো, ধনে গুঁড়া- ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়া- ১ চা চামচ, আদা বাটা- আধা চা চামচ, রসুন বাটা- আধা চা চামচ, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়া- পরিমাণমতো, মরিচ গুঁড়া- ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ- ৫-৬টি, তেল- আধা কাপ ও লবণ- স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে মাছ কেটে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। প্রথমে মাছ কেটে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। তবে রূপচাঁদা সামুদ্রিক মাছ বলে এটি খুব বেশিক্ষণ ধোওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। পেঁয়াজ সোনালি করে ভেজে নিন। জিরা গুঁড়ো ছাড়া বাকি মসলা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে মাছ দিন। পরিমাণমতো পানি দিয়ে মাছ কষান। কাঁচামরিচ ও জিরা গুঁড়া দিন। মাখা মাখা হলে নামিয়ে গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

থাইল্যান্ডে নিষিদ্ধ হচ্ছে গাঁজা

১২ পৃষ্ঠার পর

সালে অনুমোদন করে থাইল্যান্ড। চিকিৎসায় গাঁজার ব্যবহারে বৈধতা দেওয়ার দিক দিয়ে থাইল্যান্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম দেশ। এরপর ২০২২ সালে বিনোদনমূলক ব্যবহারের জন্যও গাঁজাকে বৈধতা দেওয়া হয়। এর এক বছরের মধ্যে প্রায় ১২০ কোটি ডলার মূল্যের শিল্পে অপরিণত হয় গাঁজা। থাইল্যান্ডে গড়ে ওঠে হাজার হাজার গাঁজার দোকান।

থাইল্যান্ড সরকার গাঁজার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি নতুন আইনের খসড়া তৈরি করেছে৷ চলতি বছরের শেষ নাগাদ কার্যকর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বছরের শেষ দিকে সংসদে পাস করার আগে খসড়া বিলটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় যাবে বলে জানান দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী চোলনান শ্রীকাউ।

বিনোদনমূলক গাঁজার ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গাঁজা ব্যবহারে আইন না থাকলে এর অপব্যবহার হবে। আর এর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে শিশুদের ওপর। দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে তারা অন্যান্য নেশাদ্রব্যের দিকেও ঝুঁকে যেতে পারে।

গত মে মাসে সাধারণ নির্বাচনের আগে থাইল্যান্ডের পূর্ববর্তী সরকার গাঁজার ব্যবহার নিয়ে সংসদে একটি সমন্বিত আইন প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

অবৈধভাবে পরিচালিত গাঁজার দোকানগুলোকে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না বলেও জানান থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বাড়িতে গাঁজা উৎপাদনকেও নিরুৎসাহিত করা হবে। থাইল্যান্ডে বৈধভাবে নিবন্ধিত গাঁজার দোকানের সংখ্যা ২০ হাজারেই সীমিত রেখেছেন চোলনান শ্রীকাউ।

তিনি বলেন, 'নতুন আইনে গাঁজা হবে একটি নিয়ন্ত্রিত উদ্ভিদ। কারণ, এর উৎপাদনের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হবে। আমরা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য শিল্পের জন্য গাঁজা চাষ সমর্থন করব।'

খসড়া আইনটিতে গাঁজার বিনোদনমূলক ব্যবহারের জন্য ৬০,০০০ বাথ (১,৭০০ ডলার) পর্যন্ত জরিমানার কথা উল্লেখ আছে। এই ধরনের ব্যবহারের জন্য গাঁজা বিক্রি এবং এর বিজ্ঞাপন বা বিপণনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত জেল অথবা ১ লাখ বাথ (২,৮০০ ডলার) পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডের কথাও বলা হয়েছে।

গাজার এক চতুর্থাংশ মানুষ দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে জানালো জাতিসংঘ

১২ পৃষ্ঠার পর

াকলে (এই সমস্যার সমাধানে) তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। দক্ষিণ গাজার জনবহুল এলাকাগুলোতে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ কারণে আমরা আবারও যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছি৷

তিনি নিরাপত্তা কাউন্সিলকে আরও জানান, গাজার দুই বছরের কমবয়সী প্রতি ছয় শিশুর একজন অপুষ্টিতে ভুগছে এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সার্বিকভাবে, গাজার ২৩ লাখ ফিলিস্তিনিদের সবাই প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য খাবার খেয়ে বেঁচে আছেন, যা তারা ত্রাণ হিসেবে পান।

রাজাসিংঘাম জানান, জাতিসংঘ ও অন্যান্য ত্রাণ সংস্থাদের গাজায় ন্যুনতম ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতেও চূড়ান্ত পর্যায়ের বাধাবিপত্তির মুখে পড়তে হয়৷ এ ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আছে সড়ক অবরুদ্ধ করে রাখা, চলাচল ও যোগাযোগের ওপর নিষেধাজ্ঞা, দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, অবিস্ফোরিত মাইন ও অন্যান্য বিস্ফোরক এবং গোলযোগ।

অপরদিকে জাতিসংঘে ইসরায়েলের উপ-রাষ্ট্রদূত জনাথান মিলার আশ্বাস দিয়েছেন, ইসরায়েল গাজার মানবিক পরিস্থিতির উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি জানান, কী পরিমাণ ত্রাণ কত দ্রুত গাজায় পৌঁছাবে, তা জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থার সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

মিলার নিরাপত্তা কাউন্সিলকে বলেন, ইসরায়েল বিষয়টি তাদের নীতিমালায় স্পষ্ট করেছে। গাজার বেসামরিক জনগোষ্ঠীর কাছে মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই৷

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি ভূখণ্ডে অতর্কিত হামলা চালায় হামাস। এতে এক হাজার ২০০ জন নিহত হন এবং হামাসের হাতে জিম্মি হন প্রায় ২৫৩ জন মানুষ। জিম্মিদের মধ্যে ১৩০ জন এখনো গাজায় আছেন এবং ৩১ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

সেদিন থেকে গত প্রায় চার মাসে ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক নির্বিচার হামলায় প্রায় ৩০ হাজারের মতো মানুষ নিহত হয়েছেন। নিহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

জাতিসংঘে গায়ানার রাষ্ট্রদূত ক্যারোলিন রড্রিগেস-বারকেট ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা কাউন্সিলে বলেন, যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে মানুষকে ক্ষুধার্ত রাখা একটি অবৈধ কাজ এবং যারা গাজার জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই অস্ত্র প্রয়োগ করছে, গায়ানা তাদের প্রতি নিন্দা জানায়৷

জাতিসংঘে আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আমার বেনজামা বলেন, (এই যুদ্ধ) ফিলিস্তিনি বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত শাস্তি। আমরা চুপ থেকে (ইসরায়েলের হাতে) ফিলিস্তিনি জনগণকে অনাহারে রাখা ও হত্যা করার লাইসেন্স তুলে দিয়েছি৷- রয়টার্স।

বিশ্বজুড়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট অধিকাংশ মানুষ: জরিপ

১২ পৃষ্ঠার পর

শাসনব্যবস্থা চলছে, তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট নন।

জরিপে অংশ নেওয়া ২২টি দেশে আগেও জরিপ চালিয়েছিল পিউ রিসার্চ। ২০১৭ সালে এ ধরনের একটি জরিপ চালিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। সে সময় গণতন্ত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে যাঁরা ব্যবস্থাটিকে 'খুবই ভালো' বলে উত্তর দিয়েছিলেন, তাঁদের সেই সংখ্যা সর্বশেষ জরিপে অর্ধেকে নেমে এসেছে।

পিউ রিসার্চের গ্লোবাল অ্যাটিচিউড গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিচার্ড উইক বলেছেন, 'জনগণ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র পছন্দ করে। কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে, এটি কীভাবে কাজ করছে তা নিয়ে তারা সত্যিই হতাশ। জনগণ সঙ্গে তাদের প্রতিনিধিদের একটি সত্যিকারের যোগাযোগবিচ্ছিন্নতা আছে।'

এই ২৪ দেশ থেকে জরিপে অংশ নেওয়াদের মধ্যে ৭৪ শতাংশই মনে করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের ব্যাপারে ভাবে না। এই ২৪টি দেশের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে মাত্র ১০ জন নেতা নিজ নিজ দেশের জনগণের একটি বড় অংশের কাছ থেকে ইতিবাচক রেটিং পেয়েছেন।

যেসব দেশে জরিপ চালানো হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উত্তর আমেরিকার দেশ হলোড়কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র। মধ্য ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো হলোড় মেক্সিকো, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। ইউরোপের দেশগুলো হলোড়সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, হাঙ্গেরি, গ্রিস ও স্পেন।

এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশগুলো হলোড়ইসরায়েল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলো হলোড়কেনিয়া, নাইজেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

রমজানে আল-আকসায় নামাজ পড়তে দেওয়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

১২ পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়ার বিষয় নয়, বরং এটা এমন একটি বিষয়, যা ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

গত সপ্তাহে ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী ইতামার বেন-গ্যাভির বলেছেন, রমজান মাসে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি মুসল্লিদের নামাজ আদায় করার জন্য জেরুজালেমে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত হবে না। সূত্র: এএফপি

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&i, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

জনশক্তি ব্যবহারের সেরা

৫ পৃষ্ঠার পর

তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের ট্রেন মিস করবো। কারণ, মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাচ্ছে, জন্ম হার কমছে। তখন প্রতি পাঁচজনে একজন বয়স্ক মানুষের বয়স হবে ৬০ বছরের বেশি। ফলে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা তখন কমে যাবে।"

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অনলাইন জব সাইট বিডিজবসডটকমে বেসরকারি খাতে চাকরির সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। নিয়োগ দাতাদের সিভি বাছাইয়ের কারিগরি সহায়তাও দেয় তারা। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহিম মাশরুর বলেন, আইটিসহ সেবাখাতগুলোতে চাকরি গত দুই বছর ধরে স্থিতিশীল আছে। ম্যানুফ্যাকচারিং ও পোশাক খাতে চাকরি ২০ ভাগের মতো কমে গেছে।" তবে তারা গ্র্যাজুয়েট লেভেল নিয়ে কাজ করে, যারা ওই পর্যায়ের জনশক্তি নিয়োগ করে তাদের ব্যাপারেই তাদের ভালো ধারণা রয়েছে। গ্র্যাজুয়েটদের জন্য প্রতিবছর আইটি ও সেবা খাতে তিন লাখের মতো চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। আর শিল্প খাতে চার-পাঁচ লাখ লোকের চাকরির সুযোগ তৈরি হয়।

বাংলাদেশে বেসরকারি খাতই কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় জায়গা। এরপর হলো যারা বিদেশে যান। আর সবার শেষে আছে সরকারি চাকরি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাবে, দেশে কৃষি খাতে সবচেয়ে বেশি তিন কোটি ১৭ লাখ ৮০ হাজার নারী-পুরুষ কাজ করেন। শিল্পে এ সংখ্যা এক কোটি ২৪ লাখ ৯০ হাজার আর সেবা খাতে ২ কোটি ৬৮ লাখ ৪০ হাজার।

২০২৩ সালে বিদেশে বাংলাদেশ থেকে কাজের জন্য গিয়েছেন ১৩ লাখ পাঁচ হাজার ৪৫৩ জন। ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন।

সর্বশেষ স্ট্যাটিসটিকস অব সিভিল অফিসার্স অ্যান্ড স্টাফসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের সরকারি চাকরিজীবীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৫৪ হাজার ৯২৭ জন। তাদের মধ্যে নারী চার লাখ চার হাজার ৫৯১ জন, যা মোট সরকারি চাকরিজীবীর প্রায় ২৬ শতাংশ। ২০১০ সালে নারী চাকরিজীবীর সংখ্যা ছিল ২১ শতাংশ।

ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারের অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সরকারি কার্যালয়গুলোতে বেসামরিক শূন্যপদ এখন তিন লাখ ৫৮ হাজার ১২৫টি। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ৪৩ হাজার ৩৩৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ৪০ হাজার ৫৬১, তৃতীয় শ্রেণির এক লাখ ৫১ হাজার ৫৪৮ এবং চতুর্থ শ্রেণির শূন্যপদ এক লাখ ২২ হাজার ৬৮০টি।

বিবিএস-এর হিসাব বলছে, দেশে এখন মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩ লাখ ৫০ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ১৫ লাখ ৭০ হাজার এবং নারী সাত লাখ ৮০ হাজার। ২০২২ সালে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৩ লাখ ১০ হাজার। বিবিএসের হিসাব সঠিক ধরে নিলেও এক বছরে দেশে ৪০ হাজার বেকার বেড়েছে।

বিবিএস ২০২২ সালের জরিপে বলেছে, উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ১২ শতাংই বেকার। সংখ্যার হিসেবে এটা আট লাখ। এরা সবাই স্নাতকোত্তর, চিকিৎসক, প্রকৌশলী।

ফাহিম মাশরুর বলেন, ''আমরা যেসব চাকরির সিভি পাই, তা বাছাই করে দেখা গেছে, তাদের ৮০ ভাগই তারা যে চাকরির জন্য আবেদন করেন তার জন্য আনফিট। তাদের আসলে অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি থাকলেও ওই কাজ করার মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা নাই।"

তিনি বলেন, "এখন যেসব খাত, বিশেষ করে আইটি, সেবা ও ম্যানেজারিয়াল লেভেলে চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে, যেখানে আইটি জ্ঞানসম্পন্ন লোক দরকার। আইটি মানে, শুধু কম্পিউটার জানলেই হবে না, কোনো একটি সেক্টরে তার বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মো. মজিবুর রহমান বলেন, "আসলে আমাদের দেশে সঠিক পরিকল্পনা নেই। আগামী ২০ বছরে আমাদের কোন খাতে কত লোক লাগবে, কোন ধরনের যোগ্যতার লোক লাগবে, সেই পরিকল্পনা আমাদের নেই। ফলে সবাই চাচ্ছে উচ্চ ডিগ্রি নিতে, কিন্তু তা বাস্তবে কাজে আসছে না।"

"এই যে আমরা বিদেশে জনশক্তি পাঠাচ্ছি, তাদের কোনো পেশাগত দক্ষতা নাই। ফলে তারা শ্রমিকের কাজ করছেন। তাদের আয়ও কম। তাদের প্রশিক্ষিত করে পাঠাতে পারলে তারা ভালো কাজ পেতেন, রেমিট্যান্সও বেশি আসতো।"

ফাহিম মাশরুর বলেন, "বাংলাদেশের শিল্প খাতে একটি লেভেলে বিদেশি লোবজন কাজ করেন। এর কারণ আমাদের ওই কাজের দক্ষ লোক নেই। আমাদের দেশে যে কাজ আছে, তা করার জন্যই দক্ষ জনবল আমাদের নেই।"

বিবিএস বলছে, দেশে বছরে ২০ লাখ মানুষ চাকরির বাজারে প্রবেশ করছে। তার মধ্যে ১৩-১৪ লাখের দেশের অভ্যন্তরেই কর্মসংস্থান হয়। বাকিরা দেশের বাইরে চলে যান।

২০২৩ সালে দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল সাত কোটি ৩৪ লাখ ৫০ হাজার, ২০২২ সালে দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠি ছিল সাত কোটি ৩০ লাখ ৫০ হাজার, ২০২৩ সালে কর্মে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা সাত কোটি ৯ লাখ ৮০ হাজার। বিবিএসের হিসাবে বেকারের বাইরে দেশের বড় একটি জনগোষ্ঠী শ্রমশক্তির বাইরে রয়েছে। সেই সংখ্যাটি প্রায় চার কোটি ৭৪ লাখ। যাদের বড় অংশই শিক্ষার্থী, অসুস্থ, অবসরপ্রাপ্ত বা বয়স্ক লোক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, "বিবিএসের জরিপে দেশে এখন বকারত্বের হার চার থেকে সাড়ে চার ভাগ। কিন্তু এই জরিপ থেকে দেশের বেকারত্বের প্রকৃত চিত্র বোঝা যাবে না, কারণ, এখানে শ্রম শক্তির ৮০ ভাগ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। সেখানে মজুরি কম, কাজের পরিবেশ ভালো নয় আবার চাকরি নিশ্চয়তা নেই। ফলে সেখানে ছদ্ম বেকারত্ব আছে। কৃষি খাতে ছদ্ম বেকারত্ব আছে।"

"আরেকটি জনগোষ্ঠী আছে, যাদের কোনো শিক্ষাও নাই, কোনো ধরনের প্রশিক্ষণও তাদের নেই। এই সংখাটাও বেশ বড়। তারাও সংকটের কারণ," বলেন এই অথনীতিবিদ।

তার কথা, গত ১০ বছর ধরে বিনিয়োগ নিম্নমুখী, বৈদেশিক বিনিয়োগেও ভাটা। ফলে কর্মসংস্থানের জায়গা তৈরি হচ্ছে না। বিনিয়োগ না বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়বে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. নূর-উন-নবী বলেন,চআমরা ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে প্রবেশ করবে। ২০৩০ সালে আমাদের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জন করতে হবে। ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন আছে। সেটা হতে হলে আমাদের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে হবে। তার মানে হলো, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ, এটাকে ক্যাপিটালে রূপান্তরিত করতে হবে।"

তার মতে, "নানা উদ্যোগ আছে কর্মসংস্থান তৈরির। দক্ষতা বাড়ানোরও নানা প্রকল্প আছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।"

বৈদেশিক কর্মসংংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান সম্প্রতি সংসদে বলেছেন, ''আগামী পাঁচ বছরে সরকার ৬০ লাখ লোককে বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। বাংলাদেশ থেকে ১৭৬ দেশে এখন লোক পঠানো হচ্ছে।" কিন্তু এখন যারা যাচ্ছেন, তাদের অধিকাংশই অদক্ষ কর্মী। বিএমইটির জেলায় জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। আছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষন কেন্দ্রও। তবে যে মানের দক্ষ কর্মী দরকার, সেই মানের দক্ষ তৈরি করার জন্য তা পর্যাপ্ত নয়। আর শিক্ষা ব্যবস্থাই সেইভাবে সাজানো দরকার।

বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেয়া হবে। আর এজন্য নীতিমালাও তৈরি করা হয়েছে। তাতে ওই সময়ে শিক্ষার্থীরা কী সুবিধা পাবেন, শর্ত কী হবে তার বিস্তারিত আছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্যও নীতিমালা হচ্ছে। অবশ্য বেসরকরি প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপের সুযোগ আগে থেকেই আছে। তবে সেটা আরো বিস্তৃত এবং নীতিমালার মধ্যে আনতে চায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মো. মজিবুর রহমান বলেন, "আসলে এই ইটার্নশিপ একটি ভালো দিক। এর মাধ্যমে তরুণরা দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। তবে সবচেয়ে ভালো হয় শিল্প উদ্যোক্তারা যদি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তি করেন তাদের প্রয়োজনীয় জনশক্তির জন্য। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেভাবে শিক্ষার কাজ করতো। বাইরের দেশে এমনকি আমাদের পাশের দেশেও এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের পাঠক্রম ঠিক করছে।"

তার কথা, "শিক্ষার দর্শনগত দিক তো আছেই, কিন্তু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।"

আর অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, "বিনিয়োগ বাড়ানোর পাশাপাশি এর বৈচিত্র্য এবং বহুমুখীতা দরকার। অর্থনেতিক সংস্কার করে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। বিনিয়োগ ছাড়া কর্মসংস্থানের আশা করা যায় না।"

ফাহিম মাশরুর বলেন,চতরুণদের সরকারি চাকরি, বিশেষ করে বিসিএস-এর প্রতি ঝোঁক প্রমাণ করে, বেসরকারি খাত গুরুত্ব হারাচ্ছে। এখানে নিরাপত্তা নেই। এখানে বেতন কম। আর সরকারি চাকরিতে অবৈধ আয়ের সুযোগ আছে। এটা কোনো ভালো লক্ষণ নয়। বেসরকারি খাতের আকর্ষণ না থাকলে বুঝতে হবে বড় সংকট তৈরি হয়েছে।"

সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এম এ মান্নান বলেন, "পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান ও দক্ষ জনশক্তি গড়ার বিস্তারিত পরিকল্পনা আছে। তবে করোনা, ইউক্রেন যুদ্ধ, বিশ্বমন্দা এসব কারণে ছন্দপতন হয়েছে। তবে আশা করি, এটা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো।"

তার কথা, "সরকার প্রযুক্তি শিক্ষায় জোর দিয়েছে। জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করছে। এর উদ্দেশ্যই হলো দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।"-হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS PROVIDER
Notary Public

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

ANCHOR TRAVELS
এ্যাংকর ট্রাভেলস
AIRLINES TICKETS
73-05 37th Road Lower Level, Store#3 Jackson Heights, NY11372
এ্যাংকর ট্রাভেলস
516 850-1311, 631 774-0409
এ্যাংকর ট্রাভেলস
516 850-1311, 631 774-0409
SEND MONEY
BANGLADESH INDIA PAKISTAN NEPAL
HIGHEST RATE
LOWEST FEE
bKash নগদ
টাকা পাঠান
সর্বোচ্চ রেটে
BUY YOUR
DREAM HOUSE
REAL ESTATE HOUSING LOAN
FLY WITH
QATAR KUWAIT Emirates AIR INDIA ETIHAD
anchortravels.us
বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোনো দেশে
ভ্রমণ করুন
NEW BRANCH
73-05 37th Road Lower Level, Store#3
Jackson Heights, NY11372
516 850-1311, 631 774-0409
নতুন শাখা
জ্যাকসন হাইটস

GLOBAL MULTI SERVICES INC.

Quick Refund **IRS Authorized Agent**

Tareq Hasan Khan
CEO

Our Services

- **TAX** (Federal & State)
- **IMMIGRATION**
- **CORPORATION**
- **BUSINESS SERVICES**
- **CONSULTING**

Open 7 Days
A Week

IRS e-file

37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Immigrant Elder Home Care LLC.
হোম কেয়ার

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

সর্বোচ্চ পেমেন্ট

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট
মোবাইল
৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮
৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

87-47 164th Street Jamaica, NY 11432
ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com, Web. immigrantelderhomecare.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

গাজায় গণহত্যা : জার্মানিকে আইসিজের

৫ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছে। একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ, নজিরবিহীন নির্যাতন ও আল আকসা মসজিদের অবমাননার জবাবে গত বছর ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। এরপরই গাজা উপত্যকায় আগ্রাসন শুরু করে ইসরাইল। যা গত প্রায় পাঁচ মাস ধরে অব্যাহত রয়েছে।

হামলায় পুরো গাজা এরই মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ৩০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৭০ হাজারের বেশি। ব্যাপকভাবে বাস্তুচ্যুতি ও দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ২৩ লাখ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৬ লাখই এই মুহূর্তে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে।

ইসরাইল এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত। গত ডিসেম্বরে গণহত্যার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে আইসিজেতে মামলা করে দক্ষিণ আফ্রিকা।

এরপর জানুয়ারিতে দুই দিনের এক শুনানির পর এক অন্তর্বর্তীকালীন রায়ে তেল আবিবকে গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে এবং গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন আইসিজের বিচারকরা।

কিন্তু জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনাও কানে তোলেনি ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ। গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা চলছেই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিন্দা সত্ত্বেও এই গণহত্যায় ইসরাইলকে এখনও সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে পশ্চিমারা বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো।

বিলিয়ন ডলার অনুদান

৫ পৃষ্ঠার পর

জেনে আমি ভীষণ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি, এই ঘোষণায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে আমার জীবনে।চ

দিনবদলের এই রূপকার হলেন রুথ গটসম্যান। ওয়ালস্ট্রিটের পুঁজিবাজারের ধনাঢ্য এক বিনিয়োগকারী ছিলেন তাঁর প্রয়াত স্বামী।রুথ গটসম্যান এর দেওয়া এক বিলিয়ন ডলারের অনুদানের সুবাদে চার বছর মেয়াদি কোর্সের শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবেন। তবে এর সুফল অন্যরাও পাবেন কমবেশি।

রুথ নিজেও কিন্তু একজন চিকিৎসক। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব মেডিসিনের সাবেক অধ্যাপক এই সমাজ-দরদী নারী। এই কলেজের সাথে তিনি ৫৫ বছর ধরে জড়িত, এবং বর্তমানে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন।

তাঁর ঘোষণার দারুণ আবেগী প্রতিক্রিয়াই হয় ছাত্রদের মধ্যে। ৯৩ বছরের রুথ এই ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে মিলনায়তনে উপস্থিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে সম্মান জানান তাঁকে। তুমুল করতালি, হর্ষধ্বনিতে মুখর হয় পরিবেশ; এসময় অনেকেই আবেগে কেঁদে ফেলেন।

এখানকার প্রথমবর্ষের আরেক শিক্ষার্থী জেড অ্যান্দ্রেঁদে। ফিলিপাইন থেকে তাঁর বাবা-মা যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার একটি গ্রামীণ এলাকায় অভিবাসন করেছিলেন। অভিবাসী বাবা-মার সন্তান জেডও দারুণ খুশি।

তিনি বলেন, "অনেক বড় একটা স্বস্তির ঢেউ আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, শুধু আমারই নয়, ঘোষণাকালে আমরা যতো শিক্ষার্থী মিলনায়তনে উপস্থিত ছিলাম সবারই একই অবস্থা হয়।চ

সুফলভোগী এ দুজন শিক্ষার্থী আশাপ্রকাশ করেন, রুথের দেওয়া এই অনুদানের সুবাদে নিম্ন আয়ের আরও বেশি অভিবাসী পরিবারের সন্তানেরা এই কলেজে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। এ ধরনের বিনামূল্যের শিক্ষার সুবিধা না পেলে যাদের পক্ষে মোটা টাকা খরচ করে চিকিৎসক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মেডিকেল শিক্ষাঙ্গনকে দেওয়া এটি ২য় সবচেয়ে বড় অংকের অনুদান। তবে শুধু টাকার অঙ্কেই নয়, এর গুরুত্ব অন্যদিক দিয়েও অপরিসীম। নিউইয়র্ক শহর এবং রাজ্যের মধ্যে অন্যতম পিছিয়ে পড়া এলাকা ব্রঙ্কস। সেখানকার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে করা এই অনুদান শিক্ষাবৈষম্য কমাতে বড় অবদান রাখবে। এমনটাই বলেছে মন্তেফিওরে আইনস্টাইন এটি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব মেডিসিন এবং মন্তেফিওরে হেলথ সিস্টেম- নিয়ে গঠিত মূল সংস্থা।

স্যামুয়েল উ বলেন, "ব্রঙ্কসে অনেকে আছে যারা প্রথম প্রজন্মের (অভিবাসী বাবা-মার সন্তান হিসেবে), এবং নিম্ন আয়ের ছাত্র। তাঁরা মনেপ্রাণে চিকিৎসক হতে চায় এবং এখানকার মানুষকে সেবা দিতে চায়, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তাঁদের সেই সামর্থ্য নেই। সেটা আর্থিক সমস্যার কারণেও যেমন, তেমনি সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধার অভাবও একটা সমস্যা। আমি আশা করি, টিউশন ফি-মুক্ত পড়াশোনার এই সুবিধা এই ধরনের ছাত্রদের চাপ কিছুটা হলেও কমাবে, এবং চিকিৎসা খাতে আসতে তাঁদের উৎসাহী করবে।চ

অনুদানের এই ঘোষণাকে বড় মুক্তিদাতা বলেই অভিহিত করেন জেড অ্যান্দ্রেঁদে।

এই তরুণী বলেন, "অভিবাসী পরিবারে বেড়ে ওঠার কারণে আমি জানি, আর্থিক সঙ্গতির কথা মাথায় রেখেই আমাদের জীবনের প্রায় সকল সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এমন কোনো বিষয় নেই, যার ক্ষেত্রে এই ভাবনা কাজ করে না। আমাদের ভাবতে হয়, কোনখানে সময় দিয়ে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে। বা এই কাজটা আমি করতে চাই, কিন্তু তাঁর সামর্থ্য কী আমার আছে?চ অর্থাৎ, সবসময়েই একটা শৃঙ্খল পদে পদে চলায় বাধা দেয়। কিন্তু, একবার যখন এই আর্থিক দুশ্চিন্তা আর থাকে না, তখন যে কেউই বড় স্বপ্ন দেখতে পারে।চ

যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে চীনা

৫ পৃষ্ঠার পর

হয়ে মেক্সিকো-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে পৌঁছচ্ছেন।

সম্প্রতি এই সীমান্তে পৌঁছানো প্রায় ৫০ জনের মধ্যে একজন চীনা নাগরিক ২৪ বছর বয়সি গুও। তিনি চীনের শেনজেন থেকে ইকুয়েডর হয়ে মার্কিন সীমান্তে পৌঁছেছেন। চীনের পাসপোর্ট দিয়ে ভিসা ছাড়াই ইকুয়েডরে যাওয়া যায় বলে তিনি প্রথম ইকুয়েডর যান। সেখান থেকে ল্যাটিন ও মধ্যে অ্যামেরিকার অন্যান্য দেশের অভিবাসনপ্রত্যাশীরা যে পথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেন সেটিই ব্যবহার করেছেন তিনি।

মার্কিন 'কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন্ন বা সিবিপি বলছে, গত অক্টোবর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ১৯ হাজার চীনা নাগরিককে সীমান্তে নিবন্ধন করা হয়েছে। ২০২১ সালের একই সময়ে সংখ্যাটি ছিল মাত্র ৫৫।

পরিসংখ্যান বলছে, চীনা নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের আবেদন অনুমোদন পাওয়ার হার অন্য দেশগুলোর চেয়ে বেশি। মার্কিন বিচার বিভাগের হিসাব বলছে, ৫০ শতাংশের বেশি চীনা আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। মেক্সিকোর ক্ষেত্রে সংখ্যাটি মাত্র চার শতাংশ।

শিক্ষক যখন টিকটিক : গুও জানান, কোন রুটে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছা যাবে, কোন সময় কী করতে হবে, কী ধরনের পরিবহন ব্যবহার করা যেতে পারে, এমনকি কোন সীমান্তে কাকে কতটাকা ঘুস দিতে হবে- সব তথ্য টিকটকে পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের চীনা বিশেষজ্ঞ ইয়ান জনসন বলছেন, চীনের মানুষ তথ্য পেতে সামাজিক মাধ্যমের উপর বেশি নির্ভর করেন।

চীন ছাড়তে চাওয়ার কারণ : গুও বলছেন, চীনে অনেক সমস্যা আছে। ''তরুণেরা শহরে বাসা কিনতে পারে না,ন্দ বলেন তিনি। গুও জানান, তিনি চীনের বর্তমান সরকার ব্যবস্থা, কমিউনিস্ট পার্টি এবং টোটালিটারিয়ানিজম পছন্দ করেন না।

এদিকে, ইয়ান জনসন বলছেন, ''অর্থনীতি দুর্বল হচ্ছে, বেকারত্ব অনেক বাড়ছে, আগামীতে ডিফ্লেশনের পূর্বাভাস আছে, অনেক কোম্পানি খেলাপি হয়ে যেতে পারেব্ব তিনি বলেন, অর্থনীতির দুরবস্থার কারণে শুধু গরিব মানুষের সমস্যা হচ্ছে না, নিম্ন মধ্যবিত্তরাও সমস্যায় পড়ছেন। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের আমলে রাজনৈতিক নিপীড়ন বাড়ছে বলেও অনেকে চীন ছাড়তে চাইছেন বলে মনে করেন জনসন।

বাসায় রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে একটি প্রাইভেট হাউসের বাসায় একরুম একজনকে সাবলেট দেয়া হবে। ভাড়া মাসে $900 (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট, কিচেন শেয়ার। যোগাযোগ মোবাইল : 970-817-7657

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

গাজা প্রশ্নে ‘আনকমিটেড’

৬ পৃষ্ঠার পর

হুওয়েইদা বলেন, কিছু ভোটার অন্য প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন বাইডেনের প্রতি তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে। কেননা, ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী হিসেবে জো বাইডেনকে চ্যালেঞ্জ জানানো ম্যারিয়ান উইলিয়ামসন ও ডিন ফিলিপস উভয়ই ইতিপূর্বে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

ফিলিপস ২০ হাজার ভোট পেয়েছেন। আর মঙ্গলবারের প্রাইমারির আগে মিশিগানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানো উইলিয়ামসন পেয়েছেন ২২ হাজারের বেশি ভোট। এ অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি শেষে উইলিয়ামসন বলেছেন, তিনি আবার তাঁর প্রচার শুরু করবেন।

হুওয়েইদা আরও বলেন, অনেক ভোটারই গাজায় বাইডেনের অবস্থানবিরোধী আন্দোলনে এখনো শরিক হননি। এর কারণ হতে পারে, ‘আনকমিটেড’ প্রচারণা কাজ করছে সীমিত সম্পদ নিয়ে। এটি শুরুও হয়েছে প্রাইমারি শুরুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে।

‘বাইডেনের প্রতি অনাস্থা, তাঁর প্রতি ক্ষোভ এবং চূড়ান্ত রকমের অসন্তোষ প্রকাশে ভোটারদের ব্যালটের ব্যবহার বাইডেনের দল ও সব ডেমোক্র্যাটের জন্য খুবই, খুবই দুশ্চিন্তার’, হুওয়েইদা আররাফ বলেন আলজাজিরাকে।

‘আনকমিটেড’ ভোট কাড়ার এ প্রচেষ্টার পেছনে সক্রিয় গোষ্ঠীগুলোর একটি ‘লিসেন টু মিশিগান’। মিশিগানের ভোটের ওই ফলাফল সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে উদ্যাপন করেছে তারা। পোস্টে তারা লিখেছে, ‘আজ রাতে আমাদের আন্দোলনের জয় হয়েছে এবং এটি আমাদের প্রত্যাশা ছাপিয়ে গেছে।’

আগস্টে ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের আগপর্যন্ত অন্তত নিজেদের চাপ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছে ‘লিসেন টু মিশিগান’। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি ও ককাশ শেষে আগস্টে দলটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তাদের মনোনীত প্রার্থীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে। তবে ‘লিসেন টু মিশিগান’ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাদের অবস্থান কী হবেড়ুসে সময় বাইডেনকে বর্জনে ভোটারদের প্রতি তারা আহ্বান জানাবে কি না, সে বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেয়নি।

‘ঐতিহাসিক ভোট’ : নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের জন্য একেকটি অঙ্গরাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এসব ইলেকটোরাল কলেজ ভোটই নির্ধারণ করবে, কে হোয়াইট হাউসে বসবেন।

সাম্প্রতিক কয়েকটি সাধারণ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ‘দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যের’ ফলাফলের ওপর বিজয়ী প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হতে দেখা গেছে। এমন অঙ্গরাজ্যগুলোর একটি ১ কোটির বেশি জনসংখ্যার মিশিগান। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অল্প ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।

‘আনকমিটেড’ ভোট কাড়ার এ প্রচেষ্টার পেছনে সক্রিয় গোষ্ঠীগুলোর একটি ‘লিসেন টু মিশিগান’। মিশিগানের ভোটের ওই ফলাফল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে উদ্যাপন করেছে তারা। পোস্টে তারা লিখেছে, ‘আজ রাতে আমাদের আন্দোলনের জয় হয়েছে এবং এটি আমাদের প্রত্যাশা ছাপিয়ে গেছে।’

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাবেক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটনকে মিশিগানে ১১ হাজারের কিছু বেশি ভোটে পরাজিত করেন। হোয়াইট হাউসে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ অঙ্গরাজ্যের ফলাফল ট্রাম্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার, ২০২০ সালে মিশিগানে ১ লাখ ৫০ হাজার ভোটে বাইডেন ট্রাম্পকে পরাজিত করেন। গত মঙ্গলবারের প্রাইমারিতে এ অঙ্গরাজ্যে যেসব ভোটার বাইডেনকে সমর্থন করেননি, তাঁদের সংখ্যাও মোটামুটি এ রকমই। এই ফলাফল এ ইঙ্গিত দিচ্ছে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে সম্ভাব্য রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের সঙ্গে সম্ভাব্য ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বাইডেনকে অতীতের চেয়ে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হবে।

এ প্রসঙ্গে ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানডিয়ারবর্নের সহকারী অধ্যাপক স্যালি হাউয়েলের মত হলো, নির্বাচনী ‘এ অঙ্কের অর্থ, বাইডেনের প্রচারশিবিরকে আগামী নির্বাচনে মিশিগান নিয়ে ভাবতে হবে।’

স্যালি হাউয়েল বলেন, মিশিগানের মোট ভোটারের প্রায় ২ শতাংশ আরব-আমেরিকানরা। আগামী নির্বাচনে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন ৩ শতাংশ অন্যান্য মুসলিম কমিউনিটির ভোটার।

‘আমি মনে করি, এটি ঐতিহাসিক (মিশিগানে অনুষ্ঠিত প্রাইমারি)। আর আরব আমেরিকানদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের দিকটি বিবেচনা করলে এটি সত্যিই যুগান্তকারী। আমি মনে করি না, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে তারা এখনকার মতো অতীতে কখনো মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে’, আলুজাজিরাকে বলেন হাউয়েল।আল জাজিরা

ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসরায়েলি

৭ পৃষ্ঠার পর

অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তবে ফুটেজটি টুইচ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। মার্কিন বিমান বাহিনী বলেছে, সামরিক কর্মকর্তারা তার নিকটাত্মীয়কে জানানোর পর অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করা হবে।

গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিক্ষোভ অব্যাহত থাকার সময় এই ঘটনা ঘটে।

এর আগে ডিসেম্বরে, আটলান্টায় ইসরায়েলি কনস্যুলেটের বাইরে একজন বিক্ষোভকারী নিজের গায়ে আগুন দেয়। ঘটনাস্থলে একটি ফিলিস্তিনি পতাকা পাওয়া গেছে। ঘটনাকে ‘চরম রাজনৈতিক প্রতিবাদ’ বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রান্সকমের দুই বোনের লড়াই

৮ পৃষ্ঠার পর

(মীমাংসার দলিল) জালিয়াতি : আরেকটি মামলায় শাযরেহ দাবি করেছেন, তার মা ও বোন ট্রান্সকমের অন্য তিন কর্মকর্তার সহযোগিতায় তার [শাযরেহ] এবং তার ভাই আরশাদ ওয়ালিউর রহমানের স্বাক্ষর জাল করে ডিড অভ সেটেলমেন্ট (মীমাংসার দলিল) তৈরি করেছেন। শাযরেহ দাবি করেছেন, পরে ওই ডিড অভ সেটেলমেন্ট ব্যবহার করে সিমিন ও শাহনাজ ট্রান্সকম গ্রুপের শেয়ার নিজেদের নামে হস্তগত করাসহ গ্রুপের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইওর পদ নিজেদের নামে করে নিয়েছেন। শাযরেহ আরো দাবি করেছেন, তিনি কখনও তার পরিবারের কোনো সদস্যের সঙ্গে ডিড অভ সেটেলমেন্ট করেননি। তিন মামলায় দণ্ডবিধির যেসব ধারা উল্লেখ করা হয়েছে : তিনটি মামলার মধ্যে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর নিম্নলিখিত ধারাগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: ৪০৬, ৪১৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭০ ও ৪৭১। ৪০৬ নং ধারাটি বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘন; এ অপরাধের শাস্তি তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয়ই। শাযরেহ হক তার মা ও বোন দুজনকেই এ অভিযোগে অভিযুক্ত কছেরেন। তিনি তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে প্রতারণা (৪১৯); মূল্যবান জামানত, উইল ইত্যাদি জালিয়াতির জন্য জাল সীলমোহর তৈরি (৪৬৭); প্রতারণার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি (৪৬৮), জাল দলিল (৪৭০) এবং জাল দলিলকে খাঁটি দলিলরূপে ব্যবহার (৪৭১) ব্যবহার করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন।

পুলিশের কাছ থেকে আসামি

৯ পৃষ্ঠার পর

ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার বড় গোপালপুর ইউনিয়নের সূর্যমণি বাজারে অভিযান পরিচালনা করে আধা কেজি গাঁজাসহ আরিফ মাদবর ও সবুজ মাদবর নামের দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। এ খবর পেয়ে ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সাগর মাদবর ও তার লোকজন ডাকাত-ডাকাত চিৎকার দিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায় ও আসামিদের জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় পরদিন বৃহস্পতিবার দুপুরে জাজিরা থানা পুলিশের উপসহকারী পুলিশ পরিদর্শক বেলাল হোসেন বাদী হয়ে সাগর মাদবরসহ সাতজনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতপরিচয় ১৫ থেকে ২০ জনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা করেন। এদিকে ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় যুবলীগ নেতা সাগর মাদবর। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শুক্রবার মধ্যরাতে রাজধানীর উত্তরা এলাকা হতে তাকে গ্রেফতার করে র‍্যাব-৩।

এ বিষয়ে জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান বলেন, ‘পুলিশের ওপর হামলা ও আসামি ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সাগর মাদবরকে ঢাকার উত্তরা থেকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। এছাড়া এ ঘটনায় আরও দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের ধরতে অভিযান চলমান আছে।’

অফশোর ব্যাংকিং কী? বাংলাদেশে কেন এটি চালু হচ্ছে?

১১ পৃষ্ঠার পর

উৎস থেকে আমানত সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে অফশোর ব্যাংকিংয়ে।

স্থানীয় মুদ্রার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব হয় অফশোর ব্যাংকিংয়ে।

অফশোর ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকের কোনো নিয়ম - নীতিমালা প্রয়োগ করা হয় না।

আলাদা আইনকানুনের মাধ্যমে এ তহবিল পরিচালিত হয় ও হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।

কেবল মুনাফা ও লোকসানের হিসাব যোগ হয় ব্যাংকের মূল মুনাফায়। অফশোর ইউনিট থেকে ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ দিয়ে থাকে।

এটি এমন ব্যাংকিং কার্যক্রমকে নির্দেশ করে যা শুধুমাত্র অনিবাসীদের যেমন: মাল্টিন্যাশনাল পণ্য, সেবা এবং ফাইন্যান্সারদের সম্পৃক্ত করে। এটি দেশীয় ব্যাংকিংয়ের সাথে যুক্ত হয় না।

নতুন আইনে যা বলা হয়েছে

বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে সে সময় কাজ শুরু হয়েছিলো। পরে ২০১৯ সালে অফশোর ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বুধবার অফশোর ব্যাংকিং আইন ২০২৪-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ।

এর ফলে বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী অনিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলো অফশোর অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে।

এই খসড়ায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তফসিলি ব্যাংকগুলোকে লাইসেন্স নিতে হবে।

শুধুমাত্র লাইসেন্সধারী ব্যাংকগুলোতে অফশোর অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। যাদের লাইসেন্স আছে তাদের নতুন করে নিতে হবে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৯ টি ব্যাংক অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এ ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রমে যারা বিনিয়োগ করবে তারা বিদেশি বা অনিবাসী কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

অনুমোদিত এই আইনের অধীনে ব্যাংকগুলো বিদেশি বা অনিবাসী কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় যে আমানত গ্রহণ করবে তা স্বাভাবিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারবে।

বিদেশে যে বাংলাদেশি বসবাস করছেন তার পক্ষে দেশে অবস্থানরত কোনও বাংলাদেশি নাগরিক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। সহায়তাকারী হিসেবে তারা অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন।

পাঁচ ধরণের বৈদেশিক মুদ্রা - ডলার, পাউন্ড, ইউরো, জাপানি ইয়েন ও চীনা ইউয়ানে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

বর্তমানে যে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে তাতে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) না থাকলে আমানতের আয়ের উপর ১৫ শতাংশ কর দিতে হয়। আর টিআইএন থাকলে ১০ শতাংশ কর দিতে হয়। নতুন আইনে কোনও কর দিতে হবে না।

একই সাথে অফশোর ব্যাংকিং লেনদেনে যে সুদ আসবে তার উপর কোনও কর আরোপ করা হবে না। অ্যাকাউন্ট পরিচালনার জন্য কোনও সুদ বা চার্জ দিতে হবে না।

বর্তমানে অনাবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে আমানত নেওয়ার কোনও নিয়ম নেই।

এ আইনটি পাস হলে তফসিলি ব্যাংকের অফশোর ইউনিটগুলো বিদেশিদের পাশাপাশি অনাবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকেও আমানত নিতে পারবে।

অনুমোদিত নতুন আইনে কোন ঋণসীমা রাখা হয় নি, এতে যে কোনও পরিমাণ লেনদেন করা যাবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ইপিজেডে যে অফশোর অ্যাকাউন্ট রয়েছে তা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। এসব অ্যাকাউন্টে কোন লাভ দেওয়া হয় না।

তবে, নতুন আইনে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমে লাভ দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

অফশোর ব্যাংকিং-এর সুবিধা ও অসুবিধা

ব্যাংকাররা বলছেন, এই ব্যাংকিং পদ্ধতিতে অসুবিধার চাইতে সুবিধাই বেশি।

এই ব্যাংকিংয়ে যে কোনও কোম্পানি বা ব্যক্তি দেশ বিদেশে সহজ শর্তে ব্যবসা করতে পারবে। অনুমোদিত নতুন আইনের আওতায় সরকার এই ব্যাংকিং কার্যক্রমে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে এর পার্থক্য হলো এতে বিধিনিষেধ একেবারেই কম।

গ্রাহকের তথ্য সংক্রান্ত চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। তবে অসুবিধাও রয়েছে বলে মনে করছেন ব্যাংকাররা।

মেঘনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল আমিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, " অতীতে এমন উদাহরণও রয়েছে, অফশোরের মাধ্যমে বিদেশ থেকে লোন নিয়ে দেশে ব্যবসা করছে , দেশে লোন শোধ করছে। এক্ষেত্রে তার এক্সপোর্ট সেভাবে না থাকলে ওই লোন শোধ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।"

"তার মানে তাকে উল্টা করে লোকাল টাকা দিয়ে লোন শোধ করার সুযোগ নেই। পর্যাপ্ত এক্সপোর্টের মাধ্যমে কাভার না করলে ওই লোন পরিশোধ কঠিন হয়ে পড়ে" বলেন মি. আমিন।

এ সমস্যা রোধে তদারকি করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সাবেক এই ব্যাংকার। তিনি বলেন, " যে কারণে লোন দেয়া হচ্ছে সেটা পালন হচ্ছে কিনা সেটা মনিটরিং জরুরি।"

তিনি আরও বলেন, "এই কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো দেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়বে। কারণ যারা এতে অংশ নেবে তাদের সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের রেস্ট্রিকশন কম থাকবে। কারণ ফরেন কারেন্সির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ অনেক উদার করা হয়েছে।"

বুধবার বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন সচিবালয়ে এই আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

গণমাধ্যমে তিনি বলেন, "এটা এখন সর্বাধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা। পৃথিবীর বহু দেশ এ পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের বৈদেশিক রিজার্ভ ও আর্থিক কাঠামোকে সমৃদ্ধ করেছে। এতে করে তারা শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগ পেয়েছে।চ

"এছাড়া আমরা এটিকে একটি অপশন হিসেবে ব্যবহার করছি, যাতে বিদেশিরা এসে টাকা রাখতে পারে। তবে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে টাকা নিয়ে যাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে অনুমতি নিতে হয়। অফশোর এই আইনে স্বাধীনভাবে অপারেট করা যাবেচ, জানান মি হোসেন।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরো জানান, "বাংলাদেশে যেসব বিদেশি বিনিয়োগ করে লভ্যাংশ নিয়ে যান, তখন তারা বাইরের অফশোর কোনও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় টাকা রাখেন। আবার আমাদের এখানে যখন আনেন, তখন তারা আমাদের কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যাংকে ঢোকান না।চ

" কারণ যখন তারা নিয়ে যাবেন তখন নানান বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে একটা সুবিধা হবে বিদেশিরা ব্যবসা করে যে লভ্যাংশ পাবেন, সেটা এখন ব্যাংকে রাখবেন।চ

"কারণ এখন ব্যাংকে টাকা রাখলেই লাভ দেয়া হচ্ছে। যেটা আন্তর্জাতিক মানের। সুতরাং এখানে বিদেশিরা বিনিয়োগে আগ্রহী হবেনচ, এই আশা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্যই এটি করা হচ্ছে বলে জানান মি. হোসেন।

বিভিন্ন ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, অফশোর ব্যাংকিং-এর আওতায় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। অনাবাসী বাংলাদেশিরা বিদেশ থেকে যখন দেশে থাকা অফশোর ব্যাংকিং-এর অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাবে, তখন সেই মুদ্রাতেই লেনদেন করবে।

এছাড়া এ ধরনের অ্যাকাউন্টধারীদের সরকার প্রচুর ট্যাক্স বেনিফিট দিয়ে থাকে।

উর্ধ্বতন ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান, কোনও অনাবাসী ব্যক্তি বা কোম্পানি যখন বাংলাদেশের অফশোর অ্যাকাউন্টে বিদেশি মুদ্রা পাঠাবে তখন সে নিজের প্রয়োজনে এই অর্থ নিতে পারবে। পরিবারের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে।

আবার টাকায় এনক্যাশ করে শেয়ার বা বন্ড কিনতে পারবে।

মূলত বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়ানো, রিজার্ভ সংকট, এলসি খোলার সংকট সমাধানে এই অফশোর ব্যাংকিং এর নতুন আইন কাজ করবে বলে মনে করছেন উর্ধ্বতন ব্যাংক কর্মকর্তারা।

কর্মসংস্থান ও শিক্ষার বাইরে

১১ পৃষ্ঠার পর

বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। এ কারণে তারা শ্রমবাজারে প্রবেশে নিরুৎসাহিত হতে পারে। তিনি মন্তব্য করেন,এছাড়া শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না, তিনি মনে করেন, অল্পবয়সী নারীদের মজুরি-বহির্ভূত চাকরিতে যাওয়ার প্রবণতা ও মহামারি-পরবর্তী সময়ে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার উচ্চ হারই এনইইটি বৃদ্ধির মূল কারণ।সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবও একটি কারণ বলে জানান তিনি। তার মতে, বর্তমানে তরুণদের জন্য যে প্রশিক্ষণ সুবিধা রয়েছে তা শ্রমবাজারের প্রতিযোগিতার সঙ্গে সক্ষমতা বাড়াতে উপযুক্ত নয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কর্মসংস্থান ও কর্মসূচি বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ অভি হোসেন মনে করেন, জিডিপির শতকরা হিসেবে শিক্ষায় কম বিনিয়োগ অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে তুলছে,ফলে অনেক তরুণ বেকার বা কর্মহীন থাকলেও শিক্ষা নিচ্ছে না। এমনকি তারা চাকরিও খোঁজে না, তিনি বলেন, সংকুচিত শ্রমবাজারের কারণে বেকার বা শ্রমশক্তির তুলনায় শূন্যপদ কম। তাই তারা চাকরি ও প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহী হন না।

রুশিদান ইসলাম রহমান বলেন, এনইইটিদের অবশ্যই উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক দক্ষতা বঞ্চিত তরুণরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে পারে না। তিনি আরও পরামর্শ দেন, তাদের কর্মসংস্থান বাড়ানোর পাশাপাশি শ্রমবান্ধব ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মশক্তিতে তরুণদের চাহিদা বাড়াতে হবে। তবে, এ জন্য কেবল উপযুক্ত নীতি নিলে হবে না, তার যথাযথ প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, তরুণদের কর্মসংস্থান বাড়াতে ও মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নীতিমালা গ্রহণে শিক্ষা খাতের সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া শিক্ষা বা চাকরির সঙ্গে যুক্ত নন এমন তরুণরা হতাশ হয়ে অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক গবেষণা পরিচালক আতিউর রহমান। তিনি বলেন,দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়তা করতে এনইইটি তরুণদের সংখ্যা কমানো দরকার, বিশেষ করে পুরুষের সংখ্যা, সুত্র ডেইলি ষ্টার

বাংলাদেশের রেমিট্যান্সে হুন্ডির থাবা

১১ পৃষ্ঠার পর

ব্যাংকগুলোও বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। একই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে সব ধরনের অনিয়ম ও কারসাজি বন্ধে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাজ করছে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্থবছরের সাত মাসে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ২৪২ কোটি ৫২ লাখ ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সৌদি আরব আর তৃতীয় অবস্থানে ব্রিটেন। এ ছাড়া রেমিট্যান্স পাঠানোয় শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ইতালি, কাতার ও বাহরাইন।

এ প্রসঙ্গে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'অনেক বেশি শ্রমিক বিদেশে গেলেও সেই অনুপাতে রেমিট্যান্স আসছে না বা আসতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ অর্থ পাচারকারীরা তা কিনছে এবং সমপরিমাণ অর্থ সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। নির্বাচনের কারণে ২০২৩ সালে এই প্রবণতা বেশি দেখা গেছে। ফলে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স খুব বেশি বাড়েনি।'

চলতি অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত সৌদি আরব থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ১৬০ কোটি ১০ লাখ ডলার। এ ছাড়া ব্রিটেন থেকে ১৬১ কোটি ডলার, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৩৩ কোটি ২৮ লাখ, ইতালি থেকে ৮৯ কোটি ৯৯ লাখ, মালয়েশিয়া থেকে ৮৪ কোটি, কুয়েত থেকে ৭২ কোটি ৮৭ লাখ, কাতার থেকে ৬৩ কোটি ৬৫ লাখ, ওমান থেকে ৫৩ কোটি ৪৯ লাখ এবং বাহরাইন থেকে এসেছে ৩১ কোটি ১৭ লাখ ডলার। তবে জনশক্তি রপ্তানি রেকর্ড পরিমাণ বাড়লেও সেই অনুপাতে বাড়ছে না রেমিট্যান্স।

জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে আগের বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি জনশক্তি রপ্তানি করে রেকর্ড করেছে বাংলাদেশ। সৌদিতে বাংলাদেশি কর্মী (জনশক্তি) নিয়োগে কোটা বাড়ানো এবং মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার আবার খুলে দেওয়ার ফলে জনশক্তি রপ্তানির এই রেকর্ড সম্ভব হয়েছে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যমতে, গত বছর বিশ্বের ১৩৭টি দেশে বাংলাদেশের ১৩ লাখ কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩৫ হাজার। তবে জনশক্তি রপ্তানিতে মাইলফলক অর্জন সত্ত্বেও সে অনুযায়ী বাড়েনি রেমিট্যান্স প্রবাহ। ২০২৩ সালে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৯২ কোটি (২১ দশমিক ৯২ বিলিয়ন) ডলার। আগের বছর যা ছিল ২ হাজার ১২৯ কোটি (২১ দশমিক ২৯ বিলিয়ন) ডলার। সে হিসেবে গত দুই বছর ধরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২২ বিলিয়ন ডলারের নিচে স্থবির হয়ে আছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি অর্থ পাচারের নতুন নতুন গন্তব্য খুঁজে পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ইউরোপের দেশ পর্তুগালে অর্থ পাচারের ঘাঁটি গেড়েছে বাংলাদেশের আড়াই হাজার নাগরিকের একটি বিশাল চক্র। নিরাপদে অর্থ সরিয়ে নিতে তারা দেশটির নাগরিকত্বও নিয়েছে। ইতোমধ্যে দেশটিতে সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দুবাইয়ের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। বর্তমানে অর্থ পাচারের প্রধান রুট হিসেবে দেশটি ব্যবহৃত হচ্ছে। পাচারকার্য পরিচালনার জন্য দুবাইয়ে ১৩ হাজার প্রতিষ্ঠান খুলেছে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা। সেখানে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৬৫ হাজার কোটি টাকা। রাজনীতিবিদ ও আমলাদের অর্থ পাচারের বাহক হিসেবে কাজ করছে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো। প্রভাবশালীদের প্রশ্রয়ে আমদানি-রপ্তানির আড়ালে এবং হুন্ডির মাধ্যমে বিপুল অর্থ পাচার করে বিদেশে বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছে কয়েকটি শিল্পগ্রুপ। তাদের হাতেনাতে ধরার পরও শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, নামটি পর্যন্ত মুখে আনতে পারছেন না খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার। কারণ তারা সবাই ক্ষমতার কেন্দ্রে ঘাঁটি গেড়েছেন। সুত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

নিজেকে তরুণ মনে করেন

৬ পৃষ্ঠার পর

অনেকটাই এগিয়ে ট্রাম্প। ইতোমধ্যে সম্পন্ন হওয়া সবগুলো প্রাইমারি নির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন তিনি। সবশেষ মিশিগানে বিজয়ী হয়ে নিজের জয়ের ব্যাপারে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে বাইডেনকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ট্রাম্প।

অপরদিকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হতে রিপাবলিকান পার্টির প্রাথমিক বাছাইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৫২ বছর বয়সী নিকি হ্যালি বলেছেন, ৭৫ বছরের বেশি বয়সী যে কেউ নির্বাচন করতে চাইলে তাকে মানসিক ফিটনেসের পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে। তার মতে, ৮১ বছর বয়সী বাইডেন ও ৭৭ বছর বয়সী ট্রাম্প কেউই মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে যোগ্য নন।

সংকুচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের

৫ পৃষ্ঠার পর

আছে। দ্য ইনস্টিটিউট ফর সাপ্লাই ম্যানেজমেন্টের (আইএসএম) সূত্রে রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসে এ নিয়ে টানা তিন মাস গ্রাহকদের জন্য রক্ষিত পণ্যের মজুত কমেছে। যদিও আইএসএম মনে করছে, এই পরিস্থিতি একদিক থেকে খারাপ নয়। ভবিষ্যতে যে মজুত বা ক্রেতাদের কেনাকাটা বাড়বে, এটি তার লক্ষণ। সেই সঙ্গে দেশটির উৎপাদকেরাও একই সুরে কথা বলছেন। অনেকেই বলেছেন, শেষ পর্যন্ত চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে। অনেকেই আবার ইতিমধ্যে বলেছেন, বেচাকেনা বেড়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলস ফার্গো ব্যাংকের অর্থনীতিবিদ শ্যানন গ্রেইন রয়টার্সকে বলেছেন, 'উৎপাদন খাতে প্রাণসঞ্চার হচ্ছেড়এমন আশাবাদী হওয়ার মতো লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি।'

আইএসএম জানিয়েছে, উৎপাদন খাতের পিএমআই বা পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স ফেব্রুয়ারি মাসে ৪৭ দশমিক ১-এ নেমে এসেছে; জানুয়ারি মাসে যা ছিল ৪৯ দশমিক ১। এ নিয়ে টানা ১৬ মাস যুক্তরাষ্ট্রের পিএমআই সূচক ৫০-এর নিচে। এর অর্থ হলো, উৎপাদন খাত সংকুচিত হয়েছে। ২০০০ সালের আগস্ট থেকে ২০০২ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত টানা সংকোচনের পর এখন সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সংকুচিত হচ্ছে দেশটির উৎপাদন খাত।

অর্থনীতিবিদদের নিয়ে রয়টার্সের জরিপে ধারণা করা হয়েছিল, ফেব্রুয়ারি মাসে এই সূচক ৪৯ দশমিক ৫-এ উঠবে। সাধারণত পিএমআইয়ের কোনো উপাদানের মান ৪৫ বা তার নিচে নেমে গেলে বোঝা যায়, সামগ্রিকভাবে উৎপাদন খাত দুর্বল।

আইএসএম আরও বলেছে, সামগ্রিকভাবে পিএমআইয়ের মান ৪২ দশমিক ৫-এর নিচে নেমে গেলে বোঝা যায়, সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি সংকোচনের মুখে আছে। আগে এই মান ধরা হতো ৪৮ দশমিক ৭, অর্থাৎ এর নিচে গেলে ধরে নিতে হবে যে অর্থনীতি সংকোচনের মুখে আছে। সেটা এখন কমিয়ে ৪২ দশমিক ৫ করা হয়েছে। তবে অর্থনীতির সম্প্রসারণ অব্যাহত আছে। বছরের চতুর্থ প্রান্তিকে তা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩ দশমিক ২ শতাংশ সম্প্রসারিত হয়েছে।

প্রায় দুই বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে লড়াই করতে যুক্তরাষ্ট্রে নীতি সুদহার বাড়ানো হচ্ছে। এতে দেশটিতে ঋণের সুদহার বেড়েছে এবং পরিণামে বাজারে পণ্যের চাহিদা কমেছে। রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, আইএসএম উৎপাদন খাতের একটু বেশি হতাশাজনক চিত্র এঁকেছে। দেশটির অর্থনীতিতে উৎপাদন খাতের হিস্যা মাত্র ১০ দশমিক ৩ শতাংশ।

ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে

৬ পৃষ্ঠার পর

নিয়ন্ত্রণে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাতে নির্দেশনা দেন। অন্যদিকে, দাবানলে পুড়ছে অস্ট্রেলিয়াও। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা দাবানলের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ভিক্টোরিয়া রাজ্য। এতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। তীব্র দাবদাহ, শুষ্ক আবহাওয়া আর সেই সঙ্গে বাতাসের গতিবেগের কারণে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। ভয়াবহ রূপ নেয়া দাবানল থেকে নিরাপদে রাখতে ভিক্টোরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাসিন্দাদের পূর্বপ্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় কিম্বারলির পশ্চিমাঞ্চলও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এবার ৩০টির বেশি দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। গেল ৫টি মৌসুমে শুধু দাবানলের সংখ্যাই বাড়েনি বরং এর তীব্রতা আর ভয়াবহতাও বেড়েছে। তাই আগুন নেভানোর পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে পানিসহ উদ্ধারকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

রমজানের শুরু থেকেই

৭ পৃষ্ঠার পর

ছোড়ার পর বেশির ভাগ মানুষই হুড়োহুড়ি করার সময় পদপিষ্ট হয়েছে।

ওই ঘটনার পর গাজা উপত্যকায় উড়োজাহাজ থেকে ত্রাণ ফেলার ঘোষণা দিয়েছেন বাইডেন। বলেছেন, 'নিরীহ মানুষেরা ভয়াবহ যুদ্ধের কবলে আছে, তারা তাদের পরিবারকে খাওয়াতে পারছে না। আর তারা যখন ত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে, তখন কী পরিস্থিতি হচ্ছে, তা আপনারা দেখেছেন। তবে আমাদের আরও বেশি কিছু করা উচিত। যুক্তরাষ্ট্র আরও বেশি পদক্ষেপ নেবে।'

জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে, গাজা উপত্যকার প্রায় একচতুর্থাংশ মানুষ বর্তমানে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে আছে। উড়োজাহাজ থেকে ত্রাণ ফেলার পরিকল্পনা নিয়ে সমালোচনা করেছে ত্রাণ সংস্থাগুলো। তারা বলছে, এটি ব্যয়বহুল ও অপর্যাপ্ত পদক্ষেপ।-বিবিসি

৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ

১০ পৃষ্ঠার পর

সাত দশমিক দুই বিলিয়ন ডলারের মধ্যে সর্বোচ্চ দুই দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। এরপর জাপান দুই দশমিক শূন্য দুই বিলিয়ন ডলার ও বিশ্বব্যাংক এক দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলার। বাকি এক দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে অন্যান্য ঋণদাতাদের কাছ থেকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ কেবল এক দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক ঋণের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল।- সুত্র ডেইলি ষ্টার

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@suharuhomesinc.com
Web: www.suharuhomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

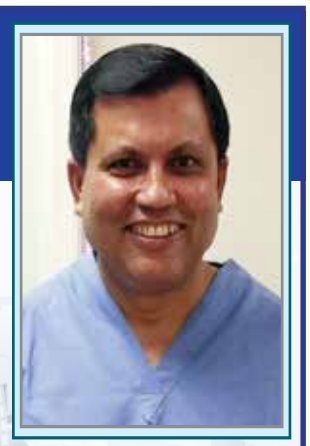

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

বাংলাদেশ থেকে বৈধ উপায়ে

১১ পৃষ্ঠার পর

ডায়ালগ বা সিপিডি-র সম্মানীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "অবৈধ পথে তারাই টাকা পাঠায়, যারা অবৈধ পথে টাকা রোজগার করে। কারণ, ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠাতে গেলে বৈধ আয় দেখানোর বাধ্যবাধকতা আছে।"

সবাই পাচার করছে না বলে মন্তব্য করলেও মি. রহমানের অভিমত, সুইস ব্যাংক কিংবা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির রিপোর্ট থেকেই ধারণা পাওয়া যায়, কোন পথে অর্থ পাঠানোর প্রবণতা বেশি।

বৈধভাবে টাকা পাঠানোর খাত ও প্রক্রিয়া

বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিদের সম্পদ গড়ে তোলার এত এত নজিরের ফলে বোঝা মুশকিল, আদৌ বাংলাদেশিরা বৈধ পথে অর্থ স্থানান্তর করে বিদেশে বিনিয়োগ বা সম্পদ গড়তে পারেন কি না।

এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন কঠোর বিধিনিষেধ থাকলেও অর্থনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে গত কয়েক বছরে নীতিমালায় বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ।

যে সব কারণে বিদেশে অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভ্রমণ।

ব্যক্তি পর্যায়ে অর্থ প্রেরণ বা বহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন বিধিবিধানে বলা আছে, ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিনা ঘোষণায় ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত বহন করা যাবে।

এর আগে, সার্কভুক্ত দেশ ও মিয়ানমারে ভ্রমণের ক্ষেত্রে উর্ধ্বসীমা ছিল বছরে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভ্রমণের জন্য এই অংক সাত হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত নেয়া যেত।

বিদেশে যাওয়ার সময় কোনও ব্যক্তি বাংলাদেশি মুদ্রায় অনধিক পাঁচ হাজার টাকা সঙ্গে নিতে পারেন। বিদেশ থেকে আসার সময়ও সমপরিমাণ টাকা আনা যায়।

কোনও অনিবাসী অ্যাকাউন্টের টাকা ব্যবহারকারী তার বা পরিবারের সদস্যদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাতে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশে পাঠাতে পারবেন।

শিক্ষাগ্রহণ এবং চিকিৎসার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পাঠানো যাবে। এসব ক্ষেত্রে কোনও সীমা উল্লেখ করা হয়নি।

জরুরি আমদানির জন্য অগ্রিম মূল্য প্রেরণের বিধান রাখা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধিমালায়।

জরুরি আমদানির প্রয়োজনে বিদেশি সরবরাহকারীকে অগ্রিম অর্থ পাঠাতে হলে কোনও ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়াই প্রতি ক্ষেত্রে অনধিক পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার অগ্রিম হিসেবে পাঠানো যায়।

রপ্তানিকারকরা জরুরি উপকরণ আনার প্রয়োজন হলে তাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিটেনশন কোটার জমা হতে কোনো ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়াই প্রতি ক্ষেত্রে অনধিক দশ হাজার মার্কিন ডলার অগ্রিম হিসেবে বিদেশে পাঠাতে পারেন।

আইটি বা সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিশেষ বৈদেশিক মুদ্রা কোটা রয়েছে।

এ খাতের রফতানিমুখী প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক বৈদেশিক মুদ্রা রিটেনশন কোটা সুবিধার অতিরিক্ত আরও ২০ হাজার মার্কিন ডলার অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে কিনতে পারবে।

নীতিমালা যে কেউ কেউ মেনে চলেন, তার উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের একটি গ্রুপের যথাযথ অনুমোদন নিয়ে ইথিওপিয়ায় বিনিয়োগের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন সিপিডি ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান।

যে সব শর্তে বিদেশে বিনিয়োগ করা যায়

বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য বিদেশে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান রফতানির সাথে যুক্ত তারা এই বিনিয়োগ করতে পারেন।

তবে এর জন্য সাতটি শর্ত মেনে চলতে হয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখার প্রজ্ঞাপন রয়েছে এ বিষয়ে।

এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বিবিসি বাংলাকে বলেন, কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বাইরে বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়। তবে, কোনও সম্পত্তি কেনার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় না।

বিনিয়োগের জন্য সরকারের কাছ থেকে ব্যবসায়ীদের অনুমতি নিতে হয়। ব্যবসায়ীদের আবেদন পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা বিডা।

এর জন্য গভর্নরের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি কমিটি কাজ করে।

এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি কোম্পানি এ ধরনের অনুমোদন পেয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বিবিসিকে জানান, বিদেশে প্রেরিত অর্থের ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে হালনাগাদ তথ্য পেয়ে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

অনুমতি পাওয়ার পর কোনো কারণে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ শেষ পর্যন্ত না হলে প্রদত্ত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে বলা হয়েছে এ সংক্রান্ত নীতিমালায়।

সঠিকভাবে মনিটর না করা গেলে এর মধ্য দিয়েও অর্থ পাচারের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলে বিবিসি বাংলাকে নীতিমালা ঘোষণার পরই জানিয়েছিলেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক গোলাম মোয়াজ্জেম।

এর আগে কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান বিদেশে বিনিয়োগ করলেও এ বিষয়ে কোনও নীতিমালা বা বিধিমালা বাংলাদেশে ছিলো না। সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠান আবেদন করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেটি যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত জানাত।

নীতিমালায় বিনিয়োগ গন্তব্যের ব্যাপারে শর্ত দেওয়া আছে। বলা হয়েছে, বিনিয়োগ করতে হবে এমন দেশে যেখানে বাংলাদেশের নাগরিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। একই সাথে, সে সব দেশেই লগ্নি করা যাবে যেখান থেকে ব্যবসায় অর্জিত অর্থ বাংলাদেশে ফেরত আনতে কোনও বিধিনিষেধ নেই।

এছাড়া যে সব দেশের সাথে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি আছে এবং যেসব দেশের সাথে বাংলাদেশ সরকারের দ্বিপাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ চুক্তি আছে সে সব দেশেও অর্থ লগ্নি করতে পারবেন উদ্যোক্তরা।

এই প্রক্রিয়ায় কোনও বিনিয়োগকারী বিনিয়োগের আয় ও লভ্যাংশ দেশে আনতে ব্যর্থ হলে সেটি অর্থ পাচার ও মানি লন্ডারিং হিসেবে বিবেচিত হবে।

জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অফিস অব ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোলের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকলে সেই দেশে বিনিয়োগ করতে পারবেন না বাংলাদেশিরা।

বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই এমন সব দেশের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

বিনিয়োগের যোগ্যতা ও সীমা

প্রজ্ঞাপনে কারা বিদেশে বিনিয়োগে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো:

১. রফতানিকারকের সংরক্ষিত কোটা হিসেবে পর্যাপ্ত স্থিতি আছে এমন রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান।

২.আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী সচ্ছল হতে হবে।

৩. আবেদনকারীর ক্রেডিট রেটিং অন্তত দুই হতে হবে।

৪. যে ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হবে সেটি বাংলাদেশে আবেদনকারীর ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুরূপ বা সহায়ক বা সম্পূরক হতে হবে।

৫. বিনিয়োগ প্রস্তাবটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ভিত্তিতে টেঁকসই হতে হবে।

৬. বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় আয় অর্জনের সম্ভাবনাময় উৎস এবং বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি বৃদ্ধিসহ অন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকতে হবে।

৭. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক ব্যবসা পরিচালনা, অর্থায়ন ও বিনিয়োগে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল থাকতে হবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে বিনিয়োগের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান তার বিগত পাঁচ বছরের বার্ষিক গড় রফতানি আয়ের অনধিক ২০ শতাংশ বা সর্বশেষ নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে দেখানো নিট সম্পদের ২৫ শতাংশ হবে বিনিয়োগের সীমা।

তবে এ দুটির মধ্যে যেটি কম সেটুকুই বিনিয়োগের আবেদন করা যাবে।

নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো বিদেশে তাদের শাখা অফিস স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

অর্থবছর শেষের ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে পাঠাতে হবে। সূত্র বিবিসি বাংলা

মুন্সিগঞ্জের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

৮ পৃষ্ঠার পর

তারা কান্নাকাটি করে ও শিক্ষকের পা ধরেও রেহাই পায়নি। তদের একাধিক হিজাব না থাকায় কেউ কেউ ধুতে দিয়েছিল। কয়েকজন ভুলে হিজাব পরেনি।এসব বলেও কাজ হয়নি। তারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে।"

তিনি আরো বলেন, "চুল কাটার সময় তাদের উপহাস করা হয়, হাসাহাসি করা হয়। এতে মেয়েরা লজ্জা পেয়ে আরো কান্নাকাটি করে। অন্য কোনো শিক্ষকও চুল কাটা থামাতে আসেনি। বাসায় আসার পর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে আমি জানিয়েছি।"

কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি গোলাম মাহমুদ বলেন,চ আমাদের প্রতিষ্ঠানে সহ-শিক্ষা। কয়েক বছর আগে একটি প্রেমের ঘটনা ঘটে। তখন থেকে আমরা মেয়েদের হিজাব পরতে উৎসাহিত করি। আমরা চাই সবাই হিজাব পরুক, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। তবে কেউ গয়না পরতে পারবে না। এতে অনেক ঝামেলা হয়।"

তবে তিনি স্বীকার করেন, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউনিফর্ম হিসাবে হিজাব বাধ্যতামূলক করা যায় না।"

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মিজানুর রহমান স্পষ্ট করেই বলেন, "ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানেজিং কমিটি শিক্ষার্থীদের নীতি-নৈতিকতা শিখাতে ইউনিফর্ম হিসেবে হিজাব বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু হিজাব নিয়ে ওখানে যে বাড়াবাড়ি হয়েছে, তা আমি আর কোথাও দেখিনি।"

তবে আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি দাবি করেন,চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ড্রেসকোড কেমন হবে তা নিয়ে সরকার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দেশনা আছে বলে আমরা জানা নাই।"

অভিযুক্ত শিক্ষক রুনিয়া সরকারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলে তিনি প্রথমে ফোন ধরেননি, পরে একসময় ফোন বন্ধই করে দেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক স্নিগ্ধা রেজওয়ানা মনে করেন, "এই যে হিজাব পরার জন্য চাপ, এটার মধ্যে পর্দার চেয়ে রাজনীতি কাজ করে বেশি। এটা হলো ইসলামাইজেশনের রাজনীতি। ক্ষমতার রাজনীতি। রাজস্থানের মানুষ ঐতিহাসিকভাবে পর্দা করে। বাঙালি মেয়েরাও পর্দা করে নিজস্ব পদ্ধতিতে। হিজাব দিয়ে ইসলামাইজেশন করা- এটা পলিটিক্যাল মুভমেন্টের অংশ। এটা ওই শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিষয় বলে আমি মনে করি না। আপনি খেয়াল করবেন, এখন গ্রামের হাটবাজারে, কৃষকের বাজারে গত ৫-১০ বছরে নারীদের অংশগ্রহণ বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে। আবার ২০১১ সাল থেকে যাত্রাপালা বন্ধ আছে। এখন ব্যাপক ওয়াজ হয়। যাদের এগুলো নিয়ে কথা বলার কথা, তারা বলে না। তারা নানা হিসাব করেন।"

তার কথা, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউনিফর্মেহিজাব তো চাপিয়ে দেয়া যায় না। এটা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কথা বলার কথা। কিন্তু তারা তো কথা বলছে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ভর্তি পরীক্ষা চলছে। আমি তো পরীক্ষার্থীদের মুখমণ্ডল স্পষ্টভাবে দেখতে চাই। এখানে আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপার আছে। আমি লিখিভাবে জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো জবাব পাইনি। এটা শুধু এখানে নয়, অন্যান্য জায়গায়ও হচ্ছে।"

আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ বলেন, "হিজাব পরার নির্দেশনা সরকার দেয়নি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও দেয়নি। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মীয় পোশাক ইউনিফর্মের অংশ হতে পারে না। কেউ পরতে চাইলে পরতে পারেন। কিন্তু আমি আজকাল এটা নিয়ে অসহিষ্ণুতা দেখি। যারা হিজাব পরে না তাদের অপদস্থও করা হয়। আবার হিজাব পরলেও তারা একই পরিস্থিতির শিকার হন। পোশাকের স্বাধীনতা থাকা উচিত। এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

তার কথা, "আমাদের সমাজে এই সময়ে ধর্মীয় গোড়ামি আবার বাড়ছে। এটা নানা ফর্মে আমরা দেখতে পাচ্ছি।"- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

বিদেশে সম্পদ থাকার

৯ পৃষ্ঠার পর

রিটার্নের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। এতে বিদেশে সম্পদের তথ্য দেওয়ার আলাদা কোনো ছক নেই। বাড়তি তথ্য কেন দিতে যাবেন? তিনি বলেন, বিদেশে তাঁর আলাদা আয়কর নথি আছে। আর বিদেশে যে সম্পদ আছে, এর পেছনে ব্যাংকঋণ আছে।

মন্ত্রী থাকার সময় লন্ডনে ব্যবসার বিপুল সম্প্রসারণের বিষয়ে সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, করোনা মহামারি তার জন্য সুযোগ হয়ে আসে। সে সময় লন্ডনে বাড়ির দাম পড়ে যায়। ব্যাংকঋণের সুদ কমে যায়। সে সময় তিনি ঝুঁকি নিয়ে লাভবান হয়েছেন।

মন্ত্রী থাকা অবস্থায় তাঁর মন্ত্রণালয়ে এক টাকার দুর্নীতিও হয়নি বলে দাবি করেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এ বিষয়ে প্রয়োজনে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দল গঠনের কথা বলেন তিনি। কোনো দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন তিনি।

নিজেকে আগে ব্যবসায়ী পরে রাজনীতিক বলে উল্লেখ করেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। তিনি বলেন, নিজের নামে সম্পদ করেছেন জেনেবুঝে। কারণ, তাঁর সন্তানদের তখন মালিক হওয়ার মতো বয়স ছিল না। তাঁর বিদেশের সম্পদের পরম্পরা (ট্রেইল আছে) আছে। সুতরাং, নিজের নামে সম্পদ করেছেন জেনেই।- সূত্র দৈনিক প্রথম আলো

হার্ট ভালো রাখতে

২৪ পৃষ্ঠার পর

শরীরের ফ্রি র‍্যাডিকেলগুলোকে নিরপেক্ষ করে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্ডিওভাসকুলার রোগের সূত্রপাত এবং অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। আমলকি, জাম, বাদাম, আখরোট, পালং শাক, মেথি শাক এবং সরিষার শাকে এই উপাদান মিলবে।

শর্করাযুক্ত খাবার এবং পানীয় কমান

চিনিযুক্ত খাবার এবং পানীয় সীমিত করা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। অত্যধিক চিনি খাওয়ার ফলে ওজন বৃদ্ধি, প্রদাহ এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে, যা কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। অতিরিক্ত চিনি খেলে তা ইনসুলিন প্রতিরোধ এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হার্টের জটিলতা ইত্যাদির কারণ হতে পারে। চিনিযুক্ত খাবার এবং পানীয় ক্ষণিকের জন্য তৃপ্তিদায়ক তবে এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রয়েছে। এটি ধমনী শক্ত এবং সরু হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। যা হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।

ভেজানো কিশমিশ ও এর পানি

২৫ পৃষ্ঠার পর

যৌগগুলোর মাত্রা কমাতে সাহায্য করতে পারে, সম্ভাব্যভাবে আয়রন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির শোষণকে উন্নত করতে পারে।

৪. কিশমিশে পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রোলাইট থাকে, যা শরীরে সঠিক তরল ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইলেক্ট্রোলাইট স্নায়ু ফাংশন, পেশী সংকোচন এবং হাইড্রেশন মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। কিশমিশের পানি খেলে ঘামের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া ইলেক্ট্রোলাইট পূরণ হয়।

৫. ভেজানো কিশমিশ প্রাকৃতিক খাদ্যতালিকাগত ফাইবারের একটি বড় উৎস, যা প্রাকৃতিক রেচক হিসেবে কাজ করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়তা করে।

৬. কিশমিশে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজসহ প্রাকৃতিক শর্করা রয়েছে, যা দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করে। কিশমিশ ভেজানো পানি শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে এবংসারাদিন সক্রিয় থাকতে সহায়তা করে।

৭. সুস্থ অন্ত্র সামগ্রিক সুস্থতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিশমিশের পানিতে খাদ্যতালিকাগত ফাইবার রয়েছে যা হজমে সহায়তা করে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

৮. কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রয়েছে এবং এতে উচ্চ ক্যালসিয়াম রয়েছে। প্রতিদিন ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ খেলে হাড় মজবুত ও সুস্থ থাকে। তথ্যসূত্র: হেলথশট এবং টাইমস অব ইন্ডিয়া

ভিটামিন ডির ঘাটতি

২৫ পৃষ্ঠার পর

নিয়মিত বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে ১৫ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকতে পারলে শরীরের ৭০ ভাগ ভিটামিন ডি-র চাহিদাই পূরণ হয়ে যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এ উৎস থেকে ভিটামিন ডি গ্রহণ করতে অনেকেই সক্ষম হন না। তাই এমন কিছু খাবার সম্পর্কে জেনে নিন, যা ভিটামিন ডির ঘাটতি মেটাতে সক্ষম:

সামদ্রিক মাছ : চর্বিযুক্ত মাছের মধ্যে রয়েছে স্যালমন, সার্ডিন, ম্যাক্রেল ইত্যাদি। এসব মাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি। ওমেগা-৩ মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি লোপের শঙ্কা কমায়। এছাড়াও, কড মাছের তেল ভিটামিন ডির চমৎকার উৎস। যাদের মাছ খেতে ভালো না লাগে, তারা এই মাছের তেল সাপ্লিমেন্ট আকারে গ্রহণ করতে পারেন। রিকেটস, সোরাইসিসের মতো রোগ নিরাময়ে কড মাছের তেল বেশ কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সামুদ্রিক মাছ টুনা ভিটামিন ডির বেশ ভালো উৎস। সরাসরি টুনা মাছ পাওয়া সহজ নয়। তাই কেউ চাইলে ক্যানজাত টুনা রাখতে পারেন খাদ্য তালিকায়। এতে থাকা ২৬৯ আইইউ ভিটামিন ডির ঘাটতি হতে দেয় না।

ডিম : ডিম ভিটামিন ডি-র একটি উৎকৃষ্ট উৎস । ডিমের কুসুমে রয়েছে ৩৭ আইইউ ভিটামিন ডি। নিউট্রিশনে ভরপুর হাঁসের ডিমে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন এ ও ডি, আয়রন মুরগির ডিমের থেকে বেশি। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় একটি করে ডিম রাখলে ভিটামিন ডির ঘাটতি মিটবে অনেকটাই।

মাশরুম : মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন -ডি রয়েছে। মাশরুম রক্তে ভিটামিন ডির উৎপাদন বাড়ায়।

গণমাধ্যমের ব্যবসা কোন

১৬ পৃষ্ঠার পর

এবং প্রথাগত গণমাধ্যমের মধ্যকার জটিল সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের আভাস দিয়েছেন। ফেইসবুক এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গত এক বছরেই সংবাদের গুরুত্ব বা প্রাধান্য কমিয়ে দিয়েছে। সাংবাদিক বা সংবাদমাধ্যমের তুলনায় স্বতন্ত্র কন্টেন্ট নির্মাতাদের প্রাধান্য দিয়ে মেটা ও টিকটক নিজেদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা জারি রেখেছে। আর তাই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত গণমাধ্যমগুলো দর্শক ও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বা ইনফ্লুয়েন্সারদের থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে।

পাশাপাশি ভিডিও-কেন্দ্রিক প্ল্যাটফর্ম যেমন টিকটক ও ইউটিউব-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সংবাদ পরিবেশনার পদ্ধতিতেও এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

নিউম্যান গত মাসে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জার্নালিস্টস (আইসিএফজে)-এর এক ওয়েবিনারে বলেন, "তথ্য-উপাত্ত বলছে, সংবাদ পরিবেশন ও প্রচারের যে প্রক্রিয়া, তা একটি জটিল 'ইকোসিস্টেমে' পরিণত হয়েছে। ফেইসবুক এখন আর এই জগতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নেই।"

সংবাদ সম্প্রচারের প্রক্রিয়ায় আমূল এ পরিবর্তনের ফলে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিশ্বজুড়ে প্রকাশক ও ব্যবস্থাপকদের নামতে হয়েছে নতুন নতুন উপায়ের সন্ধানে। যেমন, ভোক্তার পছন্দমাফিক কন্টেন্ট দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হাতিয়ার হিসেবে নিতে হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামের মতো ম্যাসেজিং অ্যাপেরও।

সংবাদ পরিবেশনায় পরিবর্তন: বেশি বেশি অডিও-ভিডিও

বিগত দুই দশকে, অনুসন্ধান করে সংবাদের লিঙ্ক খুঁজে পাওয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মারফতে আরেকজনকে সেটি পাঠানো সহজ ছিল। বেশিরভাগ সময়েই লিখিত কন্টেন্টই ছিল গণমাধ্যমের আয়ের অন্যতম জোগানদাতা। অডিও-ভিডিওর মতো অন্যান্য কন্টেন্টগুলোকে বিবেচনা করা হতো সহকারীর ভূমিকায়।

কিন্তু গত কয়েকবছরে মানুষের হাতে থাকা মোবাইল ডিভাইসগুলোর প্রাযুক্তিক উন্নয়ন বদলে দিয়েছে পুরনো চিত্র। আবার এ সময়ের মধ্যেই, অডিও এবং ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি এবং শেয়ার করার বেশ কয়েকটি প্ল্যাটফর্মও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, নতুন প্রজন্মের গ্রাহকরা পড়ার বদলে শোনা ও দেখাকেই বেশি পছন্দ করছে।

নিউম্যানের জরিপে উঠে এসেছে, কিছু সংবাদমাধ্যম এই পরিবর্তনকে প্রথাগত বার্তাকক্ষের জন্যে ডিজিটাল বিপ্লবের 'দ্বিতীয় পর্যায়' হিসেবে দেখছে। টেক্সট নির্ভর কন্টেন্ট থেকে সরে এসে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরিতে সাফল্য পেতে হলে বার্তাকক্ষগুলোকে তাদের কর্মসংস্কৃতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা ছাড়া কোন উপায় নেই।

২০২৪ সালে সংবাদমাধ্যমগুলো আরও বেশি ভিডিও-অডিও কন্টেন্ট তৈরি করবে, যা একই সময়ে প্রচারিত-প্রকাশিত লিখিত কন্টেন্টের সংখ্যার প্রায় সমান হবে বলে ধারণা করছেন নিউম্যান।

এআই: সর্বগ্রাসী এক শক্তি?

নিউম্যানের গবেষণায় ২০২৪ সালে গণমাধ্যমের সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা এবং সুযোগ তুলে ধরার একটি প্রয়াস ছিল। নতুন প্রযুক্তি কীভাবে ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করবেড় তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন তিনি।

গবেষণায় বলা হয়, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) আবির্ভাব চলতি বছরে বিশ্বজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সংবাদমাধ্যম খাতকেও কাঁপিয়ে দেবে।" এআই-এর সঙ্গে সংবাদ পরিবেশনের গুণগত মান নিয়ে পেরে উঠবেন কিনাড় তা নিয়ে গণমাধ্যম ও ব্যবস্থাপকরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বিশেষত, কন্টেন্ট তৈরিতে এআই-এর প্রভাব সর্বগ্রাসী হতে পারে বলে মনে করছেন তারা। নিউম্যান নিজের গবেষণাতেও এআই এর হুমকির বিষয়ে জোর দিয়েছেন। তার মতে, তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের জায়গা এআই-এর দখলে চলে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

চলতি বছর অনলাইনে ব্রাউজার দিয়ে সার্চ করলে রেফারেল ট্রাফিক আরও কমবে বলে মনে করছেন সম্পাদক ও গণমাধ্যম ব্যবস্থাপকরা। কারণ এআই সার্চ ইঞ্জিন এবং অন্যান্য মাধ্যমগুলো নিজেদের ব্যবসায়িক সুবিধায় একসঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। গুগল এবং মাইক্রোসফট ইতিমধ্যে সার্চ জেনেরেটিভ এক্সপেরিয়েন্স (এসজিই) ব্যবহার করছে। ফলে আগে যেমন সার্চ করলেই গুগল কেবল ওয়েবসাইটের লিংক দিতো, এখনও সেটি দিচ্ছেড় তবে গ্রাহকের সামনে সবার প্রথমে তথ্য বা অনুসন্ধানের সরাসরি উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। ফলে অনুসন্ধানকারীর লিংকে ঢোকার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে। চ্যাটজিপিটি-এর নির্মাতা ওপেনএআই-এর সঙ্গে যৌথভাবে রিয়েল-টাইম সংবাদ পরিবেশন শুরু করেছে মাইক্রোসফটের সার্চ ইঞ্জিন বিং। এর অ্যালগোরিদমের মডেলটি সংবাদ ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন সাইটের কন্টেন্ট থেকে তথ্য সেঁচে আনার ব্যাপারে পটু। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চ্যাটজিপিটি-এর আদলেই গুগল নিয়ে এসেছে 'জেমিনাই'। ইন্টারনেটে কন্টেন্ট এবং অন্যান্য উৎসগুলো থেকে তথ্য নিয়ে 'জেমিনাই' লেখা, ছবি, অডিও এবং ভিডিও নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে পারদর্শী। এর সাহায্য নিয়ে গুগল-এর এই চ্যাটবট ইন্টারনেটে সার্চের ক্ষেত্রে হয়ে উঠছে অমিত শক্তিশালী।

গতমাসের আইসিএফজে-এর ওয়েবিনারে নিউম্যান বলেছিলেন, "কিছু গণমাধ্যম ব্যবস্থাপক সত্যিই এআইকে অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখেন। কেননা, তথ্য অনুসন্ধানের নতুন এই অভিজ্ঞতা গণমাধ্যমের জায়গা দখল করে নেবে।"

তবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, এআই-এর প্রভাবগুলো সম্পর্কে এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। ফলে এটি গণমাধ্যম ব্যবসাকে কীভাবে প্রভাবিত করবে সে পূর্বাভাস এখনই দেওয়া যাচ্ছে না।

এ অনিশ্চয়তাও পুরনো প্রশ্নটিকেই সামনে নিয়ে আসেড় এআইয়ের ক্ষমতা বাড়ার কারণে গণমাধ্যমের ব্যবসায়িক মডেল কতটা অকেজো হবে?

আর তা গণমাধ্যম ব্যবস্থাপক ও নীতি নির্ধারকদের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কৌশলের ওপরই নির্ভর করছে।

দর্শক-পাঠকের আচরণ এবং নতুন প্রযুক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কার্যকরী কৌশল কোনটা হবেড় সেটি বোঝার জন্য ২০২৪ সাল হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় বলা চলে পাঠক-দর্শকের সঙ্গে আরও শক্তিশালী, আরও সরাসরি সম্পর্ক খুঁজতে হবে গণমাধ্যমগুলোকে। হয়তো সেটাই শেষ উপায়। ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

নেপথ্যচারী শনাক্তের সরকারি

১৮ পৃষ্ঠার পর

আক্রান্ত হলে 'ফার্স্ট লাইন অব ডিফেন্স' লাইনে শত্রুকে ধরে রাখার সক্ষমতা অর্জনের ওপর জোর দিয়েছিলেন, যেন সেনাবাহিনী পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে শত্রু মোকাবিলায় বিডিআরের কাছ থেকে যুদ্ধক্ষেত্র বুঝে নিতে পারে। সময় ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিডিআর ধীরে ধীরে সে পথেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

যুদ্ধের সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিডিআরকে গড়ে তোলা হচ্ছিল একটি পেশাদার বাহিনীরূপে। সীমান্তে শত্রু যখন প্রথমে আক্রমণ করে, শত্রুর সেই ঋরৎংঃ ঃযৎঁংঃ ধনংড়ৎন করা এবং সেনাবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র বুঝিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত মাঝখানের যে সময় থাকে, সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিডিআর সদস্যদের দক্ষভাবে পরিচালনা করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় পেশাদার দলনেতা। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেনা কর্মকর্তাদের বিকল্প কেউ হতে পারে না। প্রশিক্ষণকালে নিয়মশৃঙ্খলা মান্য করা, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালনের দক্ষতা অর্জন করা এবং সম্মুখযুদ্ধে শত্রু মোকাবিলায় যাতে পেশাদারির পরিচয় দেওয়া যায়, সামরিক কর্মকর্তারা সেভাবেই বিডিআর সদস্যদের গড়ে তোলেন। সামরিক কর্মকর্তা ব্যতীত শুধু বিভাগীয় কর্মকর্তা দ্বারা এসব করা সম্ভব নয়। অতএব, সামরিক কর্মকর্তাদের বিডিআর থেকে সরিয়ে দিলে কারা বেশি লাভবান হবেন, নেপথ্যচারী শনাক্তের সময় সে বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

বিচার প্রক্রিয়া ও সময়ক্ষেপণ নিয়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার পরিবারের সদস্যদের ক্ষোভ আছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ঘনিয়ে এলেই কেবল বিবৃতির মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়ার কিছু খবর গণমাধ্যমগুলোয় প্রচার করা হয়। বছরের বাকি দিনগুলোয় এ বিষয়ে অগ্রগতির কোনো খবর আমরা দেখতে পাই না। অতএব, ইতিহাসের এ কলঙ্কময় ঘটনার বিচারের বিষয়টি দিন যতই গড়াচ্ছে, এর গুরুত্ব যেন ততই কমে আসছে বলে মানুষের ধারণা হতেই পারে। ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদেরও দাবি, 'বিডিআর সদস্যদের কেবল বিচার করলেই চলবে না, এ ঘটনার পেছন থেকে যারা কলকবজা নাড়িয়েছেন, বিডিআর সদস্যদের বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছেন, সাহস জুগিয়েছেন, তদন্ত করে তাদেরও খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।'

গত বছর পিলখানা হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্যে ২৫ ফেব্রুয়ারি সমাধিস্থলে বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেওয়া ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা সাংবাদিকদের কাছে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, তাতে বিচার প্রক্রিয়া ও সময়ক্ষেপণ নিয়ে তাদের ক্ষোভের পরিমাণ বোঝা যায়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ পিতা বলেছেন, 'সরকার ডাকে' আমরা আসি, শোকসভা করে চলে যাই। বিচার আটকে আছে, এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ হলে আমরা রায়টা দেখে যেতে পারব। সেই প্রতীক্ষায় দিন গুনছি। একজন সন্তান বলেছেন, 'আমরা বিচার পাব না, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিচার হবে না, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিচার সম্ভব নয়।' এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে একই সঙ্গে মা-বাবা হারানো অপর এক সন্তান বলেছেন, 'আপনারা সত্য প্রচার করতে পারবেন না, বলে লাভ নেই। অযথা সময় নষ্ট করছেন। আমি যা বলব, তা প্রচার করতে পারবেন না।'

ইতোমধ্যে হত্যা মামলার রায় দেওয়া হলেও ২০১১ সালে শুরু হওয়া বিস্ফোরক আইনের মামলার বিচার এখনো সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়েই রয়ে আছে। গত ১২ বছরে ১৩শ সাক্ষীর মধ্যে মাত্র ২৭৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। এ মামলায় আসামি ৮৩৪ জন। তাদের মধ্যে ৫২ জন ইতোমধ্যে মারা গেছেন। ১৯ আসামি এখনো পলাতক। ওদিকে হত্যা মামলার হাইকোর্ট ও বিচারিক আদালতের রায়সহ যাবতীয় নথিপত্র আপিল বিভাগে জমা দেওয়া হয়েছে। আপিলের সারসংক্ষেপও জমা দেওয়া আছে। এখন কোনো কিছুই বাকি নেই বলে আসামিপক্ষের আইনজীবী দাবি করেছেন। তাদের অভিযোগ, বিচার প্রক্রিয়ার এ সময়ক্ষেপণ দেখে মনে হচ্ছে, রাষ্ট্রপক্ষই হত্যা মামলার রায় পাওয়ার পর বিস্ফোরক আইনের মামলার বিচার নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করছে না। হত্যা মামলার খালাসপ্রাপ্ত ২৭৮ আসামি বিস্ফোরক মামলারও আসামি। হত্যা মামলায় খালাস পেতেও বিস্ফোরক আইনের মামলার কারণে তারা মুক্তি পাচ্ছেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে হত্যা মামলার বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য ভিন্ন। তিনি বলেছেন, হত্যা মামলার সর্বোচ্চ আদালতে চূড়ান্ত শুনানি করতে আপিল বিভাগে আলাদা বেঞ্চ গঠন করতে হবে। এজন্য আরও চারজন বিচারক প্রয়োজন। শিগ্‌গির আপিল বিভাগে নতুন বিচারক নিয়োগ হবে। এরপর পৃথক বেঞ্চ গঠন হলে শুনানি শুরু হবে। অ্যাটর্নি জেনারেল গত বছরও শুনানি শুরু হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, বিচারক বাড়িয়ে আলাদা বেঞ্চ গঠন করার প্রয়োজন যদি হয়, তাহলে পূর্ণাঙ্গ রায় ঘোষণার এতদিন পর কেন এ উপলব্ধি হলো? আগে কেন এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হলো না? সময়ক্ষেপণ করে মানুষের মনে কেন বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করা হলো?

ভুক্তভোগী হিসাবে আমার নিজেরও মনে হয়, যাদের আটক করা হয়েছে, বিচারের রায় বহাল থাকলে তাদের যদি ফাঁসি হয়, তাহলেই বা কী? এটা স্বাভাবিক, অপরাধীর তো ফাঁসিই হবে। অথচ পর্দার আড়ালে যারা রয়ে গেলেন, তাদের কিন্তু খুঁজে বের করা হলো না। তাদের খুঁজে বের করার ব্যবস্থা না করে আমরা কি গুরুতর অপরাধীদের ক্ষমা করে দিচ্ছি না? উচ্চ আদালতের পরামর্শ অনুযায়ী পিলখানা হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যচারী শনাক্তের তদন্ত কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া আর ঝুলিয়ে না রেখে যত শিগ্‌গির তা গঠন করা যায়, ততই ভালো। একই সঙ্গে দরকার হলে বিচারকের সংখ্যা বাড়িয়ে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সময়ক্ষেপণ নিয়ে মানুষের মনে যে সন্দেহের দানা বেঁধেছে, তা দূর করা হোক। একেএম শামসুদ্দিন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, কলাম লেখক। ঢাকার দৈনিক যুগান্তরের সৌজন্যে

ভারতের বাংলাদেশ নীতি

১৮ পৃষ্ঠার পর

যায়, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট ভিক্রমাসিংয়ের সাম্প্রতিক ভারত সফরের প্রতিফলনে স্বচ্ছতার অভাব এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্ভাব্য হুমকির আশঙ্কায় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে শ্রীলঙ্কায় (THE DIPLOMAT: 02/08/2023)। আবার সীমান্ত বিতর্ক এবং নেপালি গুর্খাদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ বিতর্ক নিয়ে নেপালের সাথে ভারতের সম্পর্ক ইতিহাসের তলানিতে পৌঁছেছে (EASTASIAN FORUM: 31/07/2023)। সর্বশেষ মালদ্বীপের নির্বাচনে ভারতের প্রতি গণবিদ্বেষের প্রতিফলন ঘটে এবং চীনপন্থী মুইজ্জু নির্বাচিত হয়ে আসেন। আর মুইজ্জু ক্ষমতায় এসেই দ্রুত চীন সফরে যান এবং আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ১৫ মে তারিখের মধ্যে মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের সময়সীমা বেঁধে দেন। অথচ মালদ্বীপে ১৯৯৮ সাল থেকে মাত্র ৯০ জনের মতো ভারতীয় সৈনিক এবং দুটি হেলিকপ্টারসহ কিছু মেডিক্যাল সামগ্রী রয়েছে। নিরাপত্তা ও মেডিক্যাল সহযোগিতার নামে মালদ্বীপের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের হস্তক্ষেপের জনধারণাকে পুঁজি করে প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু 'India Out' স্লোগানের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মন জয় করে ফেলেন।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা বারবারই শুধু দিয়ে যাচ্ছি। এখানে 'জয়-জয়' পরিস্থিতির তীব্র অভাব রয়েছে। নিরাপত্তা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, মিডিয়া ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই বাংলাদেশের ওপর ভারতের একতরফা আধিপত্য বিরাজমান। আমরা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেও সীমান্তে আমাদের নাগরিকদের নির্বিচারে তারা হত্যা করছে। গত ২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ১২৭৬ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে এবং ১১৮৩ জন আহত হয়েছে (ডেইলি স্টার : ২৭/০৬/২০২৩)। এসব কারণে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী স্পর্শকাতরতা দানা বেঁধে উঠছে। যার প্রতিফলন আমরা গত বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফাইনাল খেলায় ভারতের হারের পর দেখেছি। 'বিএনপি'ও তাদের ভারত তোষণনীতির স্বপ্নভঙে জেগে ওঠার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের জনগণের একটি অংশ ইতোমধ্যেই ভারতের পণ্যসামগ্রী বয়কট নিয়ে কাজ করছে। সম্প্রতি আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, কিছু কিছু ভারতীয় পণ্যের বিক্রি বাংলাদেশে প্রায় শূন্যের কোটায় চলে এসেছে। গত ৩০ জানুয়ারি ভারতের মুম্বাইয়ে একটি সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের উপস্থিতিতে মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশের বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে (আলজাজিরা: ০৭/০২/২০২৪)। সঠিক সরকারি কোনো হিসাব না থাকলেও গণমাধ্যমের কল্যাণে জানা যায় যে, ভারত বছরে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার আয় করে বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয়দের রেমিট্যান্স থেকে যা ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আয়। এখানে প্রায় ২৬ লাখ ভারতীয় বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত রয়েছে বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়। যেকোনো ধরনের ভারতবিরোধী সংবেদনশীলতা ভারতের এই আর্থিক অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। আবার ভারত সরকার বাংলাদেশের সাথে অনেক অসম চুক্তি করেছে যেগুলোকে টেকসই করার জন্য অবশ্যই ভারতকে যত্নশীল হতে হবে।

কারণ, একটি দেশের জনগণের মতামতটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জনরায় বিপক্ষে চলে গেলে কোনো সরকারই কোনো চুক্তি নিরাপদ রাখতে পারে না। আমরা ছোট্ট দেশ হলেও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে রক্ত সাগর পেরিয়ে আমরা এখানে এসেছি। কাজেই ভারতের বর্তমান সরকারের বাংলাদেশের প্রতি তাদের আধিপত্যবাদী নীতি পরিবর্তন করে ন্যায়ানুগ, সমতাভিত্তিক একটি সম্মানজনক নীতি-কৌশল ঠিক করা সময়ের দাবি। মুইজ্জু মালদ্বীপের তরুণদের ভোটবিপ্লবে বিজয়ী হয়েছেন। এই তরুণদেরকে তিনি 'ওহফরধ ঙঁঃ' স্লোগানে জাগিয়ে তুলেছিলেন। বাংলাদেশের তরুণদের মাঝেও ভারতবিরোধী স্পর্শকাতরতা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশ্বকাপে ভারতের পরাজয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আনন্দ মিছিলে তরুণরাই শামিল হয়েছিল। এর মধ্যে যথেষ্ট ইশারা বিদ্যমান রয়েছে। ড. এ কে এম মাকসুদুল হক নিরাপত্তা বিশ্লেষক। দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় ভিটামিন

২৪ পৃষ্ঠার পর

কয়েকটি ফল ও সব্জি আপনার শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি-র জোগান দিতে পারে। যেমন:

পেয়ারা : পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। আপনি আরো জেনে অবাক হবেন যে, পেয়ারার ১৫টি স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। একটি বড় পেয়ারায় থাকে ৩৭৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি। এছাড়াও, পেয়ারা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট লাইকোপিনি ভরপুর যা ক্যানসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এমনকি, পেয়ারা আমাদের ব্লাড প্রেশার কমায় এবং শরীরের ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমিয়ে থাকে যা হার্ট অ্যাটাকসহ আরো নানা রকম হৃৎরোগ থেকে আমাদের রক্ষা করে।

আনারস : পুষ্টিগুণে আনারস অতুলনীয়। আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ এ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান। যেগুলো শরীরের কোষকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। ফলে অথেরোস্ক্লেরোসিস, হার্ট রোগ, বাত এবং বিভিন্ন ক্যানসার থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়। প্রতি ১০০ গ্রামে আনারসে পাওয়া যায় ৫০ কিলোক্যালরি শক্তি। ১০০ গ্রাম আনারসে ভিটামিন- সি ৪৭.৮ মিলিগ্রাম। আনারস গলা ব্যথা, সাইনোসাইটিসজাতীয় অসুখগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে। হজমে সাহায্য করে। সঙ্গে শরীরের অন্য অঙ্গগুলোকেও ভালো রাখে।

লেবু : যেকোনো খাবার যেমন- ডাল, সবজি, সুপ, সালাদ বা অন্য যে কোনো কিছুর ওপরে লেবুর রস চিপে নিন। লেবু খাবারে কড়া স্বাদ যোগ করবে পাশাপাশি। শাকসবজি ও ফলমূল না খাওয়ার ফলে রক্তঘটিত রোগ 'স্কার্ভি' প্রতিহত করতে সহায়তা করে। খোসা সহ গোটা লেবুতে ৮৩ মি.গ্রা, ভিটামিন সি থাকে যা দৈনিক চাহিদার ৯২ শতাংশ পূরণ করে।

কমলা : ভিটামিন সি-তে ভরপুর কমলার কদর রয়েছে সব ডাক্তারদের কাছেই। কাজেই, কারো যদি সি ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়, তবে ডাক্তাররা কমলা সাজেস্ট করে থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম কমলার জুসে ৫৩.২ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে যা আমাদের দৈনিক চাহিদা মেটানোর জন্যে যথেষ্ট। এছাড়াও, কমলায় ১৭০টি ভিন্ন ভিন্ন ফাইটো-কেমিক্যাল রয়েছে যা মানব দেহের পুষ্টি উৎপাদনে প্রচুর ভূমিকা রাখে। সেই সাথে, ভিটামিন সি-তে রয়েছে ৬০টিরও বেশি ফ্ল্যাবোনয়েড যা অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটোরি হিসেবে আমাদের দেহে দারুণ কাজ করে।

জাম্বুরা : জাম্বুরা অনেকটাই কমলার মতো। কাজেই, বিস্ময়ের কারণ নেই যে জাম্বুরায় ভিটামিন সি থাকবে। তবে, আপনি এই জেনে বিস্মিত হতে পারেন যে জাম্বুরায় ভিটামিন সি এর পরিমাণ কমলার চেয়ে খুব একটা কম নয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প কি শক্তিশালী

৬ পৃষ্ঠার পর

ই জন ক্যারলকে প্রায় সাড়ে আট কোটি ডলার জরিমানা দেয়ার কথা রয়েছে মি. ট্রাম্পের।

পর্যন্ত মোট পাঁচটি মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে।

এর মধ্যে সরকারি গোপন নথি নিজের কাছে রাখা এবং ক্যাপিটল হিল দাঙ্গায় উস্কানি দেয়ার অভিযোগে মামলা চলছে তার বিরুদ্ধে।

তবুও ট্রাম্পের এত জনপ্রিয়তা কেন?

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আইনি ঝামেলা দিন দিন যতই বাড়তে থাকুক না কেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান প্রার্থীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি।

গত এপ্রিলে যখন প্রথমবারের মতো অভিযুক্ত হলেন - তারপর থেকে বস্তুত তার পক্ষে সমর্থন বেড়েছে। যদিও মি. ট্রাম্পই হলেন ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হওয়া প্রথম সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ।

প্রথমবার গ্রেফতার হওয়া ও আদালতে হাজিরা দেবার পর থেকে মি. ট্রাম্পই পরিণত হয়েছেন রিপাবলিকান ভোটারদের প্রথম পছন্দে।

"ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার সমর্থকদের মধ্যে যে একাত্মতাবোধ - তা ভাঙা কঠিন হবেচ - মনে করেন ক্লিফোর্ড ইয়ং, যুক্তরাষ্ট্রে ইপসসের শীর্ষস্থানীয় একজন কর্মকর্তা।

রিপাবলিকান ভোটারদের ৪০ থেকে ৪৫%-ই ট্রাম্প সমর্থক, এবং মি. ইয়ং বলছেন, তারা ট্রাম্পের চোখ দিয়েই দুনিয়াকে দেখে।

"তারা বিশ্বাস করে মি. ট্রাম্পের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ।চ

গোপন দলিলপত্র নিজের কাছে রাখার অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে মামলা - তা নিয়ে বিবিসি কিছু রিপাবলিকান ভোটারের সাথে কথা বলেছে, এবং একই রকম মতামত পেয়েছে।

এ বছরের শুরু থেকেই মি. ট্রাম্পকে একদিকে প্রচারাভিযানের সময়সূচি এবং আরেকদিকে আদালতে হাজিরা দেয়া - এ দুটিই সামাল দিতে হচ্ছে।

দোষী সাব্যস্ত হলেও বা দণ্ডিত হলেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে না দাঁড়ানোর ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছেন দিয়েছেন এই রিপাবলিকান।

আপাতত যা দেখা যাচ্ছে তা হলো, মি. ট্রাম্প জনসমর্থনের দিক থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেনের চেয়ে কিছুটা এগিয়েই আছেন।

দ্য ইকোনমিস্টের সর্বশেষ জরিপ বলছে, এখন ৪৬ শতাংশ জনমত ট্রাম্পের পক্ষে। আর বাইডেনকে চান ৪৪ শতাংশ মার্কিনি।

জরিপের গ্রাফে দেখা যাচ্ছে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে জনপ্রিয়তায় বর্তমান প্রেসিডেন্টকে ছাপিয়ে যেতে শুরু করেন ট্রাম্প।

জো বাইডেনের চ্যালেঞ্জ

সাম্প্রতিক সময়ে মি. বাইডেনের ফিটনেস নিয়ে আলোচনা গড়িয়েছে অনেক। সাইকেল চালাতে গিয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বিমান উঠতে গিয়ে হোঁচটা খাওয়ার ঘটনাগুলো খুব একটা ভালো ধারণা দেয় না তার শারীরিক সক্ষমতার ব্যাপারে।

বিপাকে আছেন স্মৃতি বিভ্রমের ঘটনায়। কয়েকবার গণমাধ্যমের সামনে কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয় ভুলে গেছেন বা ভুল বলেছেন এমন ঘটনাও ঘটেছে।

নিজের স্মৃতিশক্তি নিয়ে সমালোচনার মুখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সপ্তাহ দুয়েক আগে। সংবাদ সম্মেলন ডেকে বলেছেন, "আমার স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে।"

স্পেশাল কাউন্সেল রবার্ট হার অতি গোপনীয় নথি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে মি. বাইডেনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গঠন করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কিন্তু তার তদন্ত প্রতিবেদনে বেশ কিছু কঠোর সমালোচনাও রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে প্রেসিডেন্টের স্মৃতিশক্তিতে "উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা" রয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে নথিগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করার অভিযোগ আনাটা মুশকিল কারণ, "বিচারের সময় মি. বাইডেন বিচারকের সামনে নিজেকে একজন সহানুভূতিশীল, সদালাপী এবং দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন বয়স্ক মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করবেন, আমাদের সামনেও তিনি যেটি করেছেন।"

এর প্রতিক্রিয়ায় মি. বাইডেন বলেছেন, বয়স সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য তিনিই সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে ৭৭ বছর বয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৮১ বছর বয়সী জো বাইডেন কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারবেন সেই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।-বিবিসি

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.

- Income Tax
- Sales Tax
- Corporate Tax
- Partnership Tax
- Business Setup
- Payroll (W2, 1099)
- All Immigration Services
- Accounting & Bookkeeping

MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO

MOHAMMED HOSSAIN, CPA
Certified Public Accountant

165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-251-9921, 718-751-5644
Email: Hillsidetax21@gmail.com

AMERICAN TRAVEL AGENT ASSOCIATION of Bangladesh Inc. (ATAAB)
আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইন্‌ক (আটাব)
আপনার বিশ্বস্ততার প্রতীক আটাব

এয়ার লাইন্সের টিকেটের জন্য ঝামেলা এড়াতে আটাব অনুমোদিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে টিকেট সংগ্রহ করুন।

Rahmania Travel Mohammed K. Rahman Ph: 718-205-3270	**Karnafully Travel** Mohammad Salim (Haroon) Ph: 718-205-6050	**Meghna Travel** Mohammad M. Rahman Ph: 718-930-1494	**World Tours and Travel** Md. Shamsuddin (Bashir) Ph: 347-445-0443	**Skyland Travel** Masud Morshed Ph: 718-779-0011
Safwan Travel Mohammed Abdul Khaleque Ph: 718-300-7429	**Bangladesh Travel** Jafor Ferdous Ph: 718-930-0688	**Nabila Air Travel** Mohammed Azad Kalam Ph: 917-478-6131	**Express Air Travel** Mohammad K. Zaman (Ranju) Ph: 646-420-6472	**Digital Travel Astoria** Nazurl Islam Ph: 718-721-2012
Fly Hit Travel Tahmina Begum Ph: 917-753-7500	**Universal Travel** KM Rezwan Ph: 347-837-5996	**Rashid Travels LLC** Md. Harunur Rashid Ph: 718-314-3927	**Asis Travel & Multi Services** Mohammad G. Ripon Ph: 347-835-5383	**Jumbo Travel Inc.** Ali Ahmed Chowdhury Ph: 917-478-7131
Nazma Travel & Tours Inc. Rokeya Begum (Nazma) Ph: 917-574-0921	**Belal Travel SVC Inc.** Rupak Barua Ph: 347-365-8934	**SS Travel** Shamol Talukder Ph: 646-727-7772	**Samia Travel** Kazi Sohidul Islam Ph: 718-290-0265	**Arafa Travel** Mohammad M. Islam Ph: 917-446-5188
Global Tours & Travels Mohammd N. Uddin Ph: 718-406-9745	**Hi Line Travel & Tours Inc.** S.K. Sharma Ph: 917-285-4804	**Macca Travel** Mohd Taslim Uddin Ph: 347-749-9536	**Blue Sky Travel Inc.** Salahuddin Sharif Ph: 347-484-5029	**Peace Travel & Tours** Muhammad Mahbubur Rahman Ph: 347-288-7042
SA Travel Agency LLC. Ali Akbar (Bappi) Ph: 203-918-8005	**Easy Way Travel** Mohammad Riaz Morshed Ph: 347-507-1209	**Tripway Travel** Zakeer Hossain Bacchu Ph: 929-250-6780	**Anchor Travels** ASM Maiyen Uddin (Pintu) Ph: 929-570-6231	**JAT Travel Corp.** Mashud Rana Topan Ph: 347-345-8057
	Jannat Travels Md. Farhad Uddin Ph: 646-363-5921	**Bangla Travel** M B Hossain (Belal) Ph: 917-393-4140	**Contra Link Express Travel** KM Sabbir Hossain Ph: 929-435-8590	

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Jamaica Office
87-47 164th Street
Jamaica
NY 11432
646-982-9938

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

বিশ্বের যে পত্রিকা শুধু লিপইয়ারে বের হয়, বিক্রি ২ লাখ কপি

৬০ পৃষ্ঠার পর

পত্রিকার নতুন সংখ্যা। ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত এই ব্যঙ্গাত্মক পত্রিকাটির নাম লা বুজি ড্যু স্যাপাখ। ২০ পৃষ্ঠার এই ট্যাবলয়েডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি শুধু ২৯ ফেব্রুয়ারিতেই প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ প্রতি লিপইয়ার বা অধিবর্ষে ছাড়া এ পত্রিকার দেখা মেলে না।

লা বুজি ড্যু স্যাপাখের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ হয়েছিল ১৯৮০ সালে। এ বছর প্রকাশিত হলো ১২তম সংখ্যা।ওহাসতে চান্থ, এমন একদল বন্ধুর মাথা থেকে বের হয়েছিল লা বুজি ড্যু স্যাপাখ বের করার বুদ্ধিটা। পত্রিকাটি ২ লাখ কপি ছাপা হয়। এর দাম রাখা হয় ৪.২০ ডলার। এ দাম রেখে প্রকাশনার খরচের চেয়েও বেশি টাকা উঠে আসে।

পত্রিকাটির সম্পাদক জাঁ দ্যুইন্ডি। তিনি বিবিসিকে বলেন,প্রথম সংখ্যাটি দুই দিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর, পত্রিকা এজেন্টরা আরও কপি চাইল। কাজেই আমরা বললাম, ঠিক আছে, তোমরা পাবে, কিন্তু চার বছর পর একবার!

ইন্ডি বলেন,পত্রিকাটি এখনও কয়েকজন বন্ধু মিলেই বের করি। আমরা কোনো বারে বসে ড্রিঙ্ক করতে করতে নানা আইডিয়া নিয়ে কথা বলি। দারুণ মজা পাই আমরা। আর পাঠকেরাও মজা পান, তাহলে তো সোনায় সোহাগা!

লা বুজিতে প্রথাগত পত্রিকার মতোই সব বিষয়বস্তু থাকে। রাজনীতি, খেলাধুলা, আন্তর্জাতিক খবর, শিল্প, ধাঁধা, তারকাদের জীবন নিয়ে গুজবড়সবই ঠাঁই পায় এ পত্রিকায়।

তবে খবরগুলোতে দারুণ রসাত্মক মন্তব্য দেওয়া হয়। চলতি সংখ্যার প্রধান খবরের শিরোনাম হচ্ছে,আমরা সবাই বুদ্ধিমান হব। এআই কীভাবে পরীক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে, তা নিয়ে লেখা হয়েছে খবরটি।

দ্বিতীয় প্রধান খবরের শিরোনাম,নারী হওয়ার আগে পুরুষদের যা জানা প্রয়োজন। রূপান্তরকামী পুরুষেরা যেসব,চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ লেখায়।

দ্যুইন্ডি বলেন,এসবই ফ্রেঞ্চ হিউমার, অন্য ভাষায় এসবের অনুবাদ সম্ভব নয়। আমরা নির্দোষ মজা করতে চাই, নোংরামি নয়। কারও প্রতি নিষ্ঠুর না হয়ে মজা করতে চাই।

খেলাত পাতায় সম্পাদকেরা অলিম্পিকে সবার প্রথম বাদ পড়া ক্রীড়াবিদের জন্য উইনস্টন চার্চিল পুরস্কার দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। যেহেতু চার্চিলের মূলনীতি ছিলড়পত্রিকাটির মতে,নো স্পোর্ট, তাই এ সুপারিশ করেছেন তারা।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, একটি ধারবাহিক গল্পও স্থান পেয়েছে এবারের সংখ্যা। গল্পটির নাম,দ্য ড্রাউনিং ইন দ্য পুল। এ গল্পের পরবর্তী কিস্তি প্রকাশিত হবে ২০২৮ সালে। বুজি ড্যু স্যাপাখের নাম রাখা হয়েছে ফ্রান্সের একটি কার্টুন চরিত্রের নামানুসারে। লা স্যাপাখ ক্যামেনবার্ট নামের ওই কার্টুন চরিত্রটি সৃষ্টি করা হয়েছিল ১৮৯০-এর দশকের সেনাদের জীবন যাপন দেখানোর জন্য।

পত্রিকাটির কোনো অনলাইন সংস্করণ নেই। এটি শুধু পত্রিকা এজেন্ট ও নিউজপেপার স্ট্যান্ডে কিনতে পাওয়া যায়।

৩০শে ফেব্রুয়ারি - যে দিনটি ইতিহাসে মাত্র একবারই এসেছিল

৬০ পৃষ্ঠার পর

বছর বলতে ৩৬৫ দিনের হিসাব করা হলেও এবারে ২০২৪ সালে বছরের গণনা করা হবে ৩৬৬ দিনে। কারণ চলতি বছর হল লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ।

লিপ ইয়ার হল প্রতি চার বছর পর পর ৩৬৫-দিনের ক্যালেন্ডারে ফেব্রুয়ারির শেষে বাড়তি একটি দিন যোগ হওয়া। তাই ২৯শে ফেব্রুয়ারি অবশ্যই বিশেষ একটি দিন।

এই বাড়তি এক দিন যোগ হওয়া মানে মাসের শেষে বিল পরিশোধ করতে যেমন বাড়তি একদিন সময় পাওয়া যায়, তেমনি অনেকের ক্ষেত্রে বেতন আসার জন্য আরেকটা দিন বেশি অপেক্ষা করতে হয়।

যারা এই তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা প্রতি চার বছরে পর পর তাদের প্রকৃত জন্মদিন পালন করতে পারেন।

কিন্তু ইতিহাসে শুধুমাত্র একবার এমন সময় এসেছিল যখন ক্যালেন্ডারে ৩০শে ফেব্রুয়ারি যোগ করতে হয়েছিল।

সুইডেন একটি ডাবল লিপ ইয়ারের অংশ হিসেবে ১৭১২ সালের ক্যালেন্ডারে ৩০শে ফেব্রুয়ারি যুক্ত করেছিল।

তাহলে ভেবে দেখুন, সেই তারিখে যারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের ভাগ্যে কী হয়েছে? তারা তাদের জীবদ্দশায় কখনই সত্যিকারের জন্মদিন উদযাপন করতে পারেননি।

এই ৩০শে ফেব্রুয়ারি কেন যুক্ত করতে হয়েছিল সেই ব্যাখ্যার আগে লিপ ইয়ার কেন আসে, কবে থেকে লিপ ইয়ার যুক্ত হয়েছে সেই ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

লিপ ইয়ার কেন আসে?

প্রতি চার বছর পর পর ক্যালেন্ডারে যে অসঙ্গতি থাকে, সেটিকে সমন্বয় করতে লিপ ইয়ারের আবির্ভাব।

কখন থেকে এই লিপ ইয়ারের প্রচলন হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দুই সহস্রাব্দেরও বেশি আগে প্রাচীন রোমের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে।

কারণ সেই সময় প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল, তারা যে সৌর ক্যালেন্ডার ধরে বছর গণনা করছেন সেটি সৌর বছরের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

এই ক্যালেন্ডারের প্রাথমিক ধারণা এসেছিল রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের কাছ থেকে।

তিনি সেসময় আলেকজান্দ্রিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী সোসিজেনেসকে রোমান ক্যালেন্ডারের একটি বিকল্প তৈরি করতে সাহায্য করতে বলেছিলেন।

যে ক্যালেন্ডার হবে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কারো কারো মতে, পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে কাঁটায় কাঁটায় ৩৬৫ দিন সময় নেয় না। এতে ৩৬৫ দিনের সাথে পাঁচ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট এবং ৫৬ সেকেন্ড বেশি সময় লাগে।

এই বাড়তি সময়কে সমন্বয় করতে সোসিজেনেস একটি ক্যালেন্ডার তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন, যা মিশরীয়দের ক্যালেন্ডারের সাথে প্রায় হুবহু মিলে যায়।

সৌর বছরের সাথে সন্নিবেশ করতে প্রতি চার বছরে ৩৬৫ দিনের সাথে একটি অতিরিক্ত দিন যোগ করা হয়।

এভাবে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের জন্ম হয়, এর প্রবর্তক জুলিয়াস সিজারের সম্মানে এই নামকরণ করা হয়েছিল।

একটি বাড়তি দিন

কিন্তু এই জুলিয়ান ক্যালেন্ডারও বেশিদিন টেকেনি। ওই ক্যালেন্ডারে কিছু ফাঁক থাকার কারণে ১৫৮২ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের জায়গা প্রতিস্থাপন করে নেয় আজকের গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার।

জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে বছর শুরু হতো মার্চ থেকে।

যেহেতু প্রতি চার বছরে একটি অতিরিক্ত দিনের প্রয়োজন ছিল, তাই রোমানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এটি ফেব্রুয়ারিতে হবে, যা তখন বছরের শেষ মাস ছিল। লিপ নামটি ল্যাটিন বাক্য থেকে এসেছে। যার অর্থ মার্চ মাস শুরুর ছয় দিন আগে, অর্থাৎ ২৪শে ফেব্রুয়ারি। সেসময় ওই দিনটি লিপ ইয়ার হিসেবে পালন করা হত। বাক্যটি কিছুটা দীর্ঘ হওয়ায় একে সংক্ষেপে 'বিস সেক্সটাস' বলা হয়ে থাকে যার অর্থ লিপ ইয়ার বা বাংলায় অধিবর্ষ।

কয়েক বছর পরে, ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরি এক ডিক্রি জারির মাধ্যমে ক্যালেন্ডারটিকে ওনিখুঁত করার সিদ্ধান্ত নেন।

তার আনা পরিবর্তনগুলোর মধ্যে একটি ছিল যে লিপ ইয়ারের অতিরিক্ত দিনটি হবে ২৯শে ফেব্রুয়ারি এবং জুলিয়ান ক্যালেন্ডার দ্বারা নির্ধারিত ২৪ তারিখ নয়।

একটি গাণিতিক সমাধান

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার ক্ল্যাভিয়াসের পরামর্শে, তখনকার জ্ঞানী ব্যক্তিরা বছরের হিসেবে এই সমন্বয় আনার জন্য সিদ্ধান্ত নেন যে, ১৫৮২ সালে চৌঠা অক্টোবরের পরের দিনটি হবে ১৫ই অক্টোবর।

অর্থাৎ মাঝে ১০ দিন গায়েব হয়ে যাবে।

মূলত এই উপায়ে সৌর বছরের মাঝে সময়ের যে ব্যবধান হয়েছিল সেটা দূর করা হয়।

এবং পরবর্তীতে যেন এই ভারসাম্যহীনতা আবার না ঘটে, সেজন্য তখন লিপ ইয়ারের প্রবর্তন করা হয়।

সময়ের হেরফের

সময়কে মূলত গণনা করা হয়, দিন, মাস এবং বছরের হিসেবে। এই গণনা প্রক্রিয়া মানুষেরই আবিষ্কার।

চন্দ্র আবর্তন অনুসরণ করে দেখা গেছে, দুইটি পূর্ণিমার মধ্যে কমবেশি সাড়ে ২৯ দিনের পার্থক্য থাকে।

অন্যদিকে, সৌর পরিভ্রমণ অনুযায়ী, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরতে সময় নেয় কমবেশি ৩৬৫ দিন ছয় ঘণ্টার মতো।

তবে এটি এমন এক গণনা পদ্ধতি যা হেরফের হতে পারে।

ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন শাসক এক বছরকে কয়েক মাসে ভাগ করেছেন। অর্থাৎ সব সময়ে ১২ মাসে এক বছর ছিল না, মাসের সংখ্যায় হেরফের ছিল।

ওই শাসকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা-প্রয়োজন, বা তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে সেই মাসগুলোয় বাড়তি দিন যোগ করা হতো নাহলে সরিয়ে নেয়া হতো।

ফলে সৌর বছরের সাথে এই ক্যালেন্ডারগুলোকে সমন্বয় করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, যা উপেক্ষা করার উপায় ছিল না।

সম্রাট জুলিয়াস সিজার, প্রায় দুই হাজার বছর আগে, আমরা বর্তমানে যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি তার অনুরূপ একটি ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেছিলেন।

সেই তথাকথিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১২ মাসে এক বছর ছিল। এবং মাসগুলোর কিছু ৩০ দিন এবং কিছু ৩১ দিনে গণনা করা হতো।

শুধুমাত্র ফেব্রুয়ারি মাস গণনা হতো ২৮ বা ২৯ দিনে।

বছর শুরু হতো মার্চ মাস থেকে। কারণ এটি বসন্তের শুরু। এজন্য বছরের শেষ মাস ফেব্রুয়ারিকে লিপ ইয়ারের জন্য বেছে নেয়া হয়।

এক বছর যেহেতু ৩৬৫ দিন ছয় ঘণ্টায় হয়, তাই বাড়তি এই ছয় ঘণ্টাকে সমন্বয় করার জন্য সেই রোমান সময় থেকে লিপ ইয়ার চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ্রেট গ্রেগরিয়ান লিপ

এই গণনা শতাব্দী ধরে চলে আসছে, কিন্তু এই গণনা পদ্ধতি সঠিক নয়। সৌর বছর আসলে একটু ছোট - সুনির্দিষ্টভাবে বললে ১১ মিনিট ১৪ দশমিক ৭৮৪ সেকেন্ড কম।আদতে মনে হতে পারে এটি এমন কোন বড় পার্থক্য নয়, যা তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলতে পারে।

তবে বছরের পর বছর ধরে, এই বাড়তি মিনিট/ সেকেন্ড যোগ হয়ে সেটি বড় ব্যবধান তৈরি করে।

এ কারণেই ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরি ১৫৮২ সালে তার ক্যালেন্ডারে থাকা অসঙ্গতিগুলো ঠিক করার জন্য কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন।

এটি প্রধানত ধর্মীয় কারণে করা হয়েছিল, কেননা এই সময়ের ব্যবধানের কারণে কয়েকশ বছরে ইস্টারের সূচনা তিন দিন আগপিছ হয়ে যায়।

তবে যাই হোক না কেন, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার এখন পর্যন্ত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মানসম্মত প্রতিষ্ঠিত ক্যালেন্ডার।

যদিও সব দেশ একই সময়ে তা গ্রহণ করেনি।

যারা ক্যাথলিক চার্চের সাথে যুক্ত ছিল, প্রথমে তারা এই ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে। পরবর্তী চার দশকে লিপ ইয়ার নির্মূল করার পরিবর্তে, তারা অক্টোবর মাস থেকে এক লাফে ১০ দিন কমিয়ে দেয়।

১৫৮২ সালে ৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারের পরের দিন ১৪ই অক্টোবর শুক্রবার করা হয়।

অন্যান্য প্রোটেস্ট্যান্ট জাতি এবং সাম্রাজ্যগুলো শুরুতে এই ক্যালেন্ডার গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু অবশেষে তারাও এই পরিবর্তিত ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে।

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং এর আমেরিকান উপনিবেশগুলো এই পরিবর্তন সাদরে গ্রহণ করে। তবে নতুন ক্যালেন্ডারে সমন্বয় করতে গিয়ে ১৭৫২ সালে তাদেরকেও ১২ দিন কমাতে হয়েছিল।

তারা দোসরা সেপ্টেম্বর থেকে এক লাফে ১৪ই সেপ্টেম্বরে পদার্পণ করে।

সুইডিশ পার্সিমনি এবং ৩০শে ফেব্রুয়ারির প্রবর্তন

কিন্তু তার আগে, সুইডেন যখন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা হঠাৎ করে ওই দিনগুলোকে একসাথে বাদ দিতে চায়নি। তারা ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়াকে উপযুক্ত বলে মনে করেছিল।

এজন্য তারা টানা ৪০ বছরের জন্য ফেব্রুয়ারির লিপ দিনগুলো এড়িয়ে যায়, যতক্ষণ না সেগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে। তাদের এতদিনের অনুসরণ করা জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৭০০ সালে একটি লিপ ইয়ার ছিল, কিন্তু তারা ফেব্রুয়ারি মাস শুধুমাত্র ২৮ দিনেই কাটায়। একইভাবে ১৭০৪, ১৭০৮ সাল লিপ ইয়ার হলেও তারা ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু, ওই সময়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক কাজের মধ্যে এই লিপ ইয়ার না কাটানোর পরিবর্তনের কথা তারা ভুলে যায়।

কয়েক বছর পরে, সম্রাট দ্বাদশ চার্লস বুঝতে পেরেছিলেন যে সুইডেনের ক্যালেন্ডারটি জুলিয়ান বা গ্রেগরিয়ান কোনটিই নয়।

এরপর তিনি ক্যালেন্ডার প্রণয়নে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আগের সব পরিবর্তন বাতিল করেন।

কিন্তু, যেহেতু তারা ইতিমধ্যেই ১৭০০ সালের অধিবর্ষ বাদ দিয়েছিল, তাই তিনি আদেশ দেন যেন ১৭১২ অর্থাৎ আরেকটি লিপ ইয়ারে ২৯শে ফেব্রুয়ারির পাশাপাশি আরেকটি অতিরিক্ত দিন যোগ করা হয়।

এভাবে জুলিয়াস সিজারের সময় থেকে ইতিহাসে প্রথম এবং একটিমাত্র বারের জন্য ৩০শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি তৈরি করা হয়েছিল।

ওই ৩০শে ফেব্রুয়ারি যারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের জন্ম তারিখ বা জন্ম দিন পালনের বিষয়ে কী হয়েছিল তা জানা যায়নি।

তবে তারা যে কোনদিনই সত্যিকারের জন্মদিন উদযাপন করতে পারেনি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শেষ পর্যন্ত, সুইডেন উত্তর ইউরোপে তার প্রতিবেশী দেশগুলোর উদাহরণ অনুসরণ করে।

দেশটি ১৭৫৩ সালে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে এবং একই পদ্ধতিতে বছরে ১০ দিন এক সাথে ক্যালেন্ডার থেকে বাদ দিয়ে দেয়।

অন্যান্য ৩০শে ফেব্রুয়ারি

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩০ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে একটি বিপ্লবী ক্যালেন্ডার চালু করেছিল। যেখানে পাঁচ দিনে এক সপ্তাহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং সব মাস ধরা হয় ৩০ দিনে। এতে বছরের শেষে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় দিন বাড়তি থেকে যায়, যাছুটি হিসাবে বিবেচিত হয়। সাত দিনের সপ্তাহ বাতিল করার উদ্দেশ্য ছিল সপ্তাহে ছুটির দিনের বাধা ছাড়াই শিল্প উৎপাদন উন্নত করা।

কিন্তু শিগগিরই এটি উপলব্ধি করা হয় যে, রবিবারের প্রথাগত বিশ্রামের অভ্যাস দূর করা কঠিন হবে এবং ধারণাটি এক পর্যায়ে বাতিল হয়ে যায়।

এদিকে, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে ৩০শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। রে ব্র্যাডবিউরির ছোট গল্প "দ্য লাস্ট নাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড"-এ ৩০শে ফেব্রুয়ারি ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ লেখক জন রোনাল্ড রিয়েল টলকিয়েন তার ফ্যান্টাসি উপন্যাস 'দ্য হবিট এবং দ্য লর্ড অফ দ্য রিংসে' ৩০শে ফেব্রুয়ারির কথা উল্লেখ করেছেন।

তার বই অনুযায়ী হবিটরা একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করে যেখানে ফেব্রুয়ারি মাস ছিল ৩০ দিনে। তবে বাস্তব জগতেও এই তারিখের ব্যবহার হতে দেখা গিয়েছে। যখন কোন মানুষের মৃত্যুর তারিখ অজানা থাকে তখন তাদের সমাধি প্রস্তর বা এপিটাফে জন্ম তারিখ হিসেবে ৩০শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে রেকর্ড করা হয়।

ধর্মীয় রেফারেন্স ছাড়া ক্যালেন্ডার

সংস্কারের এ ধারা আধুনিক ক্যালেন্ডারের পথ তৈরি করে দিয়েছে, যা আমরা বর্তমানে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হিসাবে জানি।

সর্বশেষ সংস্কারের পর থেকে ক্যালেন্ডার ব্যবস্থায় কোনো নতুন পরিবর্তন হয়নি।

যদিও ফ্রান্সের মতো কিছু দেশে নতুন এই ক্যালেন্ডার সংশোধনের জন্য আন্দোলন হয়েছিল। তবে, ১৭৯২ সালে ফরাসি বিপ্লব চলাকালে দেশটি তাদের গণিতবিদ গিলবার্ট রোমের ডিজাইন করা একটিপ্রজাতন্ত্রী ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে।

এই ক্যালেন্ডারে ধর্মীয় রেফারেন্স বাদ দেওয়া হয় এবং মাসগুলোর নতুন নাম দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, নতুন নামে প্রাকৃতিক ঘটনা এবং কৃষি খাতের নানা বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু ক্যালেন্ডারের নতুন এ সংস্করণের স্থায়িত্ব ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। এরপর ১৮১৪ সালে নেপোলিয়নের উৎখাতের পর, ফ্রান্স দ্রুতই ত্রয়োদশ গ্রেগরির তৈরি এবং জুলিয়াস সিজারের সংস্করণের ক্যালেন্ডারে ফিরে আসে।

ভারতে ব্যাপক হারে বেড়েছে মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য

১২ পৃষ্ঠার পর

ইন্ডিয়া হেট ল্যাবের গবেষণায় বলা হয়েছে, ৬৬৮টি মুসলিমবিরোধী বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের মধ্যে বছরের প্রথম ৬ মাসে দেওয়া হয়েছে ২৫৫টি। বাকি সবগুলোই অর্থাৎ, ৪১৩টি বক্তব্য দেওয়া হয়েছে বছরের শেষার্ধে। শতকরা বিবেচনায় এই বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৬২ শতাংশ।

এই মুসলিমবিরোধী বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের ৭৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৯৮টি বক্তব্য দেওয়া হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল ভারতীয় জনতা পার্টিশাসিত (বিজেপি) রাজ্যগুলোতে। রাজ্য বিবেচনায় মুসলিমবিদ্বেষী সবচেয়ে বেশি বক্তব্য দেওয়া হয়েছে মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলোতে।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে আক্রমণের পর থেকে গত বছরের শেষ দিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধকে নির্দেশ করে মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য দেওয়া হয়েছে অন্তত ৪১টি। ২০২৩ সালের শেষ ৩ মাসে যতগুলো মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য দেওয়া হয়েছে তার ২০ শতাংশই এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দেওয়া।

ইন্ডিয়া হেট ল্যাব জানিয়েছে, তারা জাতিসংঘ প্রবর্তিত সংজ্ঞা অনুসরণ করেই 'বিদ্বেষমূলক' বক্তব্যকে সংজ্ঞায়িত করেছে। জাতিসংঘ নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুসারে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা বা লিঙ্গসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতমূলক বা বৈষম্যমূলক ভাষা প্রয়োগ করাই বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বলে বিবেচিত হবে।

লেবার ডে উইকেন্ডে নিউইয়র্কে ফোবানা সম্মেলন

৬০ পৃষ্ঠার পর

স্টিয়ারিং কমিটির সিনিয়র সদস্য আবু যোবায়ের দারা, টরন্টো থেকে আগত দেওয়ান আজিম, আসেফ বারী টুটুল, কিউ জামান, খন্দকার ফরহাদ, ফাহাদ সোলায়মান,মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, ওয়াহিদ কাজী এলিন, সৈয়দ এনায়েত আলী প্রমুখ।

কফি খেতে গিয়ে লাশ হলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আতাউর রহমান

৬০ পৃষ্ঠার পর

করছিলেন এবং কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের একটি উপ কমিটির সদস্য ছিলেন। তার স্ত্রী-কন্যা নিউইয়র্কে বসবাস করেন। বর্তমানে তারা দেশে বেড়াতে গেছেন। আতাউর রহমান শামীম নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক গণবাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে তিনি মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসন থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

দুর্ঘটনার কিছু সময় আগে নূরুল আলম নামের একজনকে সঙ্গে নিয়ে কাচ্চি ভাই রেস্তোরাঁয় কফি খেতে যান আতাউর রহমান শামীম। বেঁচে যাওয়া নূরুল আলম এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, সেখানে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে নিচের দিকে কালো ধোঁয়াসহ কয়েকটি আওয়াজ শুনতে পান তাঁরা। প্রথমে তাঁরা নিচে নামার চেষ্টা করলেও কালো ধোঁয়ার কারণে কিছু না দেখায় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকেন।

নূরুল আলম বলেন, এ সময় তিনি আতাউর রহমান শামীমকে হারিয়ে ফেলেন। তবে তিনি ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় প্রাণে বেঁচে যান। পরে অ্যাডভোকেট শামীমের লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক আতাউর রহমান শামীম একসময় দীর্ঘদিন নিউইয়র্কে সপরিবারে বসবাস করেছেন। অগ্নিকান্ডের ঘটনার সময় সেগুনবাগিচার বাসা থেকে বের হয়ে গ্রিনকজি কটেজ ভবনের দ্বিতীয় তলায় একটি রেস্টুরেন্টে কফি পান করতে গিয়েছিলেন এডভোকেট আতাউর রহমান শামীম। এসময় অগ্নিকান্ডের ধোয়ার কুন্ডুলিতে পড়ে তিনি মারা যান। বর্তমানে তার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা বাংলাদেশে অবস্থান করছেন বলে জানিয়েছে তার পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সূত্র। আতাউর রহমান শামীমের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায়।

শোক প্রকাশ: এদিকে ঢাকায় বেইলী রোডের অগ্নিকান্ডের ঘটনায় নিউইয়র্ক প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এডভোকেট আতাউর রহমান শামীম সহ দূর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে নিহতদের গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ আহমেদ সোহাগ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা দরুদ মিয়া রনেল, আবৃত্তি শিল্পী আনোয়ারুল লাভলু, কবি সুফিয়ান চৌধুরী প্রমুখ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। খবর ইউএনএ'র।

ফ্লোরিডার পামবীচে ২৮তম এশিয়ান এক্সপোর উদ্বোধন

৬০ পৃষ্ঠার পর

সঞ্জয় সাহা ও মেলার সদস্য সচিব এস আই জুয়েল, সরকার হারুন, আতিকুর রহমান আতিক, ড. এহসানুল করিম, আনোয়ারুল খান দীপু, প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, এবারের ২৮তম এশিয়ান এক্সপোতে ৯৫টি ষ্টলের রেজিষ্ট্রেশান করা হয়েছে এবং দুইদিনে ১০ হাজারেরর বেশী দর্শকের উপস্থিতর আশা করছেন বলে জানিয়েছেন মেলা আয়োজক সংগঠনের সভাপতি এডভোকেট এম, রহমান জহির ।

রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে

৮ পৃষ্ঠার পর

রেকর্ড সংখ্যক আবেদনের সম্ভাব্য কারণ

ইইউএএ-র পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৪ সালে নয় হাজার ২৯০ জন বাংলাদেশি নতুন করে ইউরোপে আশ্রয়ের আবেদন করেন। ওই বছর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল আগের ১৩ হাজারেরও বেশি নথি।

পরবর্তী কয়েক বছর ওঠানামার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আবেদনের সংখ্যা।

২০২১ সালে প্রথম বারের মত নথিভুক্ত হওয়া আবেদনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৮৩৫ এ। ২০২২ সালে এ সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার বেড়ে ৩১ হাজার ৯৬৫ হয়।

গত বছর আবেদন করা ৪০ হাজারের মধ্যে নতুন আবেদনকারী ৩৮ হাজারের ওপর।

অভিবাসন সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট বাংলাদেশ-র চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী এর কারণ হিসেবে দুটো বিষয়কে উল্লেখ করছেন।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "বৈধভাবে অভিবাসনের সুযোগ সীমিত হলেও কিন্তু সে সব দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। ফলে, অবৈধ পথে হলেও অনেকেই যেতে চান।"

এর পাশাপাশি তিনি আরও বলছেন, "গত বছর যেহেতু নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের অভ্যন্তরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল, বিরোধী মনোভাবের যারা মনে করেছেন তাদের ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স বা জেলে যাওয়ার ভয় আছে তাদেরও একটা অংশ হয়তো ইউরোপে পাড়ি দিয়ে আশ্রয় চেয়েছেন।"

গন্তব্য দেশগুলোর ভিসা পলিসির জটিলতার কথাও উল্লেখ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক।

"কৃষিকাজ, যেমন 'চেরি পিকিং'য়ের জন্য এক বছরের ভিসা দেওয়া হচ্ছে। এই কাজ পাওয়ার জন্য অনেকে যাচ্ছেন। কিন্তু, অনেক খরচ করে গিয়ে এক বছরে সেটা তুলে আনা কঠিন হয়ে যায়। যে কারণে অবৈধ অভিবাসন উৎসাহিত হচ্ছে।"

ইতালিকে কেন বেছে নিচ্ছেন বাংলাদেশিরা?

আশ্রয় হিসেবে ইতালিকেই বেছে নিতে চাইছেন অধিকাংশ বাংলাদেশি আবেদনকারী। মোট আবেদনের ৫৮ শতাংশ হিসাব করলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২৩ হাজার ৩৯৩ জন।

ফ্রান্সেও দশ হাজারের বেশি আর্জি লিপিবদ্ধ হয়। বাংলাদেশিদের তৃতীয় সর্বোচ্চ আবেদন জমা পড়ে রোমানিয়ায়।

গত বছর সেখানকার আশ্রয়প্রার্থীদের সিংহভাগই ছিলেন বাংলাদেশি নাগরিক।

এত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশির ইতালিতে আশ্রয় প্রার্থনার পেছনে তাদের ইউরোপে যাওয়ার রুট অন্যতম কারণ বলে মনে করেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তাসনীম সিদ্দিকী।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "তাদের যাওয়ার পথটা দেখতে হবে। অবৈধভাবে যারা যাচ্ছেন তারা নানা দেশ ঘুরে তিউনিসিয়া বা লিবিয়া পৌঁছান।"

লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর হয়ে ইতালি মানব পাচারের অন্যতম আলোচিত রুট।

"ফলে এই বাংলাদেশিরা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে প্রথমে ইতালিতে গিয়ে ওঠেন," যোগ করেন মিজ সিদ্দিকী।

ইতালিতে দিনে দিনে বাংলাদেশিদের বড় কমিউনিটিও গড়ে উঠেছে।

তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, "ইতালিতে একটা নেটওয়ার্ক আছে বাংলাদেশিদের। সাধারণত আইন বহির্ভূত পথে নেটওয়ার্ক ধরেই চেইন মাইগ্রেশন হয়। অনেকের আত্মীয়-স্বজনও আছেন। যে কারণে আবেদনের বৃহৎ অংশ ওই দেশটিতে নিবন্ধিত হতে দেখা যায়।"

"তবে, সবাই যে ইতালিতে থিতু হন তা নয়, বরং অনেকেই সেখান থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে মাইগ্রেট করেন," বলেন তিনি।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, গত পাঁচ বছরে কয়েকগুণ বেড়েছে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অভিবাসীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার পরিমাণ।

২০১৯ সালে দুই হাজার ৯৫১ জন আবেদন করেছিলেন। যদিও তার আগের বছর সংখ্যাটা ছিল পাঁচ হাজার ২৬।

২০১৭ সালে ১২ হাজার ৭৩১ জন এবং ২০১৪ সালে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলেন ৪ হাজার ৫১৭ জন।

লিবিয়া হয়ে ইতালি যাওয়ার প্রবণতা

লিবিয়ার সর্ব পশ্চিমের উপকূল থেকে ইতালির লাম্পেদুসা দ্বীপের দূরত্ব সমুদ্রপথে প্রায় ৩০০ মাইল।

একটি আধুনিক নৌযানে এই পথ পাড়ি দেয়া কোনও মুশকিল নয়। কিন্তু পাচারকারীরা গাদাগাদি করে ছোট নৌকা, কখনও কখনও এমন কী বাতাস দিয়ে ফোলানো ডিঙিতে করে অভিবাসীদের বেশ কিছুটা পথ নিয়ে যান।

আর সেজন্য দুর্ঘটনাও ঘটে অনেক।

২০১৯ সালে ইতালি যেতে গিয়ে সাগরে ডুবে বহু বাংলাদেশি নিহত হওয়ার ঘটনা খবরের শিরোনাম হয়।

তিউনিসিয়া রেড ক্রিসেন্টের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থাগুলো জানায়, বৃহস্পতিবার ভূমধ্যসাগরে এক নৌকাডুবিতে নিহত প্রায় ৬০ জন অভিবাসীর অধিকাংশই ছিল বাংলাদেশি নাগরিক।

রেড ক্রিসেন্ট কর্মকর্তা মঙ্গি স্লিমকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, রাবারের তৈরি ইনফ্লেটেবেল নৌকাটি ১০ মিনিটের মধ্যে ডুবে যায়।

উদ্ধার হওয়া ১৬ জনের ১৪ জনই ছিলেন বাংলাদেশি।

বেঁচে ফেরা অভিবাসীদের ভাষ্যমতে, নৌকাটিতে ৫১জন বাংলাদেশি ছাড়াও তিনজন মিশরীয় এবং মরক্কো, শ্যাড এবং আফ্রিকার অন্যান্য কয়েকটি দেশের নাগরিক ছিল।

আইওএমের ২০১৭ সালের একটি জরিপে দেখা গেছে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি ঢোকার চেষ্টা করেছে যে সব দেশের নাগরিকেরা, বাংলাদেশিরা রয়েছেন সে রকম প্রথম পাঁচটি দেশের তালিকায়।

জাতিসংঘের এই সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত আট বছরে এশিয়ায় প্রায় পাঁচ হাজার অভিবাসীর হয় মৃত্যু হয়েছে নয়তো তারা নিখোঁজ হয়ে গেছে।নিহতদের বেশির ভাগই রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি শরণার্থী।

বাংলাদেশ থেকে অভিবাসীরা সমুদ্র পথে বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগর পার হবার চেষ্টা করে। বিপজ্জনক হলেও এই সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে তারা প্রতিবেশী দেশগুলোতে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে চেষ্টা করে।-সুত্র বিবিসি বাংলা

বিদেশে বাংলাদেশীদের জমি

১০ পৃষ্ঠার পর

জবাবে মাসুদ বিশ্বাস বলেন, বিদেশের ইন্টেলিজেন্স ইউনিট থেকে সব সময় তথ্য পাওয়া যায় না।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) ব্যবসা চালানো প্রতিষ্ঠান এমটিএফইর বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপের বিষয়ে মাসুদ বিশ্বাস বলেন, জড়িতদের ধরতে আমরা দুবাইয়ের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অনুরোধ করেছিলাম। জড়িতরা দুবাই থেকে পালিয়ে গেছে বলে আমাদের জানানো হয়েছে। ডিজিটাল প্রতারণা ধরতে আমাদের তেমন সক্ষমতা হয়নি। তবে এ ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা চলছে।

অর্থ পাচার রোধে ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের পক্ষ থেকে বড় ধরনের কোনো ভূমিকা নেওয়া হয়েছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে মাসুদ বিশ্বাস বলেন, কেউ অভিযোগ না করলে ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা জানতেও পারি না।

আমরা স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজ করছি। আদালত থেকে যেসব নির্দেশনা আসে, তা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নিই।

এখন পর্যন্ত বিদেশে পাচার হওয়া কি পরিমাণ অর্থ ফেরত আনা গেছে এমন প্রশ্নের জবাবে মাসুদ বিশ্বাস বলেন, সিঙ্গাপুরে পাচার হওয়া ২০ লাখ ৪১ হাজার সিঙ্গাপুর ডলার আমরা ফেরত এনেছি।

তিনি জোর দেন, অর্থ পাচার একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ। এখানে বহু পক্ষ জড়িত থাকে, বহু দেশ জড়িত থাকে।

আরেক প্রশ্নের জবাবে মাসুদ বিশ্বাস বলেন, বিএফআইইউর তথ্যের ভিত্তিতে অর্থ পাচারের মামলা হয়েছে ৫৯টি। এর মধ্যে দুদক মামলা করেছে ৪৭টি, সিআইডি ১০টি এবং এনবিআরের বিশেষ সেল ২টি। এগুলো এখনো নিষ্পত্তি হয়নি।

বিএফআইইউ প্রধান মাসুদ বিশ্বাস বলেন, দিন দিন ব্যাংকিং সেবাতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়ছে। পাশাপাশি বাড়ছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে নগদ লেনদেন। এখন ভয় কাটিয়ে ব্যাংকাররা আগের চেয়ে অনেক বেশি সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাঠাচ্ছেন। তাই ২০২২-২৩ অর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেন ৪ গুণ বেড়েছে- টিবিএস

বাংলাদেশে ঘরে রাখা ডলার

১০ পৃষ্ঠার পর

পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)। এই হিসাবের বিপরীতে ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের কোনো চেক বই না দিয়ে ডেবিট কার্ড দেয়, যা থেকে খরচে কোনো অনুমোদন লাগে না।

কত ডলার জমা রাখা যাবে

একজন নাগরিক প্রতিবার বিদেশ ভ্রমণের জন্য ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত আরএফসিডি হিসাবে জমা রাখতে পারবেন। ফলে গত এক বছরে যদি কেউ ১০ বার বিদেশ ভ্রমণ করে থাকেন, তিনি চাইলে তাঁর হিসাবে কোনো নথিপত্র ছাড়াই এক লাখ ডলার জমা দিতে পারবেন। তবে প্রতিবার ভ্রমণের ক্ষেত্রে এর বেশি পরিমাণ ডলার জমা দিতে চাইলে তাঁকে বেশি ডলার দেশে আনার জন্য কাস্টমসের ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ব্যাংকগুলো এখন এই হিসাবের বিপরীতে ৭ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়, এই হিসাবে জমা অর্থের ওপর ব্যাংকগুলো বেঞ্চমার্ক রেটের সঙ্গে আরও অন্তত দেড় শতাংশ সুদ দেবে। সিকিউরড ওভারনাইট ফাইন্যান্সিং রেট (সোফর) এখন ৫ দশমিক ৩১ শতাংশ। সে অনুযায়ী আরএফসিডি হিসাবে সুদহার দাঁড়ায় ৬ দশমিক ৮১ শতাংশ।

যেসব সুবিধা মিলছে

বর্তমানে দেশের প্রত্যেক নাগরিক এক বছরে বিদেশে গিয়ে সর্বোচ্চ ১২ হাজার ডলার খরচ করতে পারেন। যাঁরা দেশে বসে ই-কমার্সে কেনাকাটা করেন তাঁরা একবারে ৩০০ ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য কিনতে পারেন না। তবে আরএফসিডি হিসাবের বিপরীতে নেওয়া কার্ড দিয়ে বিদেশে গিয়ে খরচের কোনো সীমা নেই। হিসাবের পুরো অর্থই খরচ করা যায়। পাশাপাশি এই কার্ড দিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খরচের জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুমোদনেরও প্রয়োজন পড়ে না। প্রতিবার ভ্রমণের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে নগদ ৫ হাজার ডলার নেওয়া যায়। এ ধরনের গ্রাহকেরা চাইলে দেশে বসেই বা বিদেশ গিয়ে যেকোনো মূল্যের পণ্য কিনতে পারছেন। ব্যাংকগুলোকে হিসাবের বিপরীতে প্রতিটি কার্ডের সঙ্গে অতিরিক্ত দুটি কার্ড দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সন্তান বা ভাই-বোনসহ গ্রাহকের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিও সেই কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। আবার তাঁদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত খরচও এসব কার্ড দিয়ে পরিশোধ করা যাবে। এতে গ্রাহক সহজেই পরিবারের সদস্যদের খরচের ধরন জানতে পারছেন। কারণ, প্রতিটি লেনদেনের পর গ্রাহক খুদে বার্তা পান।

বাড়তি সুবিধাগুলো

সিটি ব্যাংক এই কার্ডের মাধ্যমে মোবাইলের রোমিং বিল, বিদেশে ক্রেডিট কার্ডের খরচের বিল, সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণের মাশুল ও হোটেল বুকিং খরচ দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ব্যাংকটি থেকে আরএফসিডি হিসাবের বিপরীতে একটি ক্রেডিট কার্ড ও দুটি অতিরিক্ত ক্রেডিট কার্ড নেওয়ার সুযোগ আছে। এ ছাড়া আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে হিসাব খুললে কার্ডের মাশুল ও বার্ষিক খরচ মওকুফ করবে ব্যাংকটি। এ ছাড়া আরএফসিডি হিসাবে ২ হাজার ডলার থাকলে বিমানবন্দরে অ্যামেক্সের লাউঞ্জ সুবিধা ব্যবহারের সুযোগও দিচ্ছে সিটি ব্যাংক।

জানা গেছে, গত ১৫ দিনে সিটি ব্যাংকে ১৭৭টি আরএফসিডি হিসাব খোলা হয়েছে। এতে জমা পড়েছে ২ লাখ ৩৬ হাজার ডলার ও ৪ হাজার ইউরো। ব্যাংকটিতে আগে থেকে এমন হিসাব ছিল ৫ হাজার। এসব হিসাবে জমা ছিল ৯০ লাখ ডলার। অন্য ব্যাংকগুলোতেও বাড়ছে এই হিসাব ও নগদ ডলারের মজুত।

সিটি ব্যাংকের রিটেইল ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান অরুপ হায়দার প্রথম আলোকে বলেন, একজন নাগরিক বছরে ১২ হাজার ডলারের বেশি খরচ করতে পারেন না। তবে আরএফসিডি হিসাব থেকে যে ডলার খরচ করা হবে, তা ওই সীমার মধ্যে পড়ছে না। ফলে দেশের নাগরিকদের বিদেশে খরচের দুয়ার অনেকটা খুলে গেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পর্যটনে যাঁদের বাড়তি ডলার প্রয়োজন পড়ে, তাঁরা সহজেই এই হিসাব থেকে খরচ করতে পারছেন। পাশাপাশি তাঁদের দেওয়া হচ্ছে আকর্ষণীয় সুদ, বিনা মাশুলে কার্ড ও বিমানবন্দরের লাউঞ্জ সুবিধা। ফলে যাঁরা বিদেশে যাওয়া-আসা করেন, তাঁদের জন্য এটা বড় পাওয়া। সুত্র দৈনিক প্রথম আলো

লিপ ইয়ার বা ২৯শে ফেব্রুয়ারি নিয়ে ১০টি মজার তথ্য

৬০ পৃষ্ঠার পর

জ্যোর্তিবিজ্ঞানের কারণেই ২৯শে ফেব্রুয়ারি 'লিপ ডে' হলেও, এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক আগ্রহ বেশ কমই দেখা যায়।

কীভাবে হয় লিপ ইয়ার, এর ইতিহাস কী, ফেব্রুয়ারিতেই কেন? এই একটি দিন ঘিরে আছে এমন নানা প্রশ্ন। সে সবের উত্তর খোঁজা যাক।

১. লিপ ইয়ারের অতিরিক্ত দিনটা জরুরি আমাদের সৌরজগতের বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্যই।কারণ এক বছরে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে একটা সম্পূর্ণ কক্ষপথ ঘুরে আসতে কিন্তু ঠিক পুরোপুরি ৩৬৫ দিন লাগে না। বরং সব মিলে সময়টা ৩৬৫.২৪২২ দিনের মতো।

ফলে প্রতি বছর আসলে এক দিনের চার ভাগের প্রায় এক ভাগ সময় যোগ হয়। যা প্রতি চার বছরে একটা বাড়তি দিন যোগ করে।

২. জুলিয়াস সিজার রোমের ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত ৩৫৫ দিনে বছর, এমন ক্যালেন্ডারই সবাই মেনে চলত, যেখানে প্রতি দুই বছর পরপর একটা অতিরিক্ত ২২ দিনের মাস যুক্ত হত।

কিন্তু এটা আসলে সমস্যার একটা জটিল সমাধান ছিল এবং উৎসবের দিনগুলো ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যেতে শুরু করে। তাই সিজার তার জ্যোতির্বিজ্ঞানী সোসিজেনেসকে বিষয়টি সহজ করার নির্দেশ দেন।

সোসিজেনেস তখন ৩৬৫ দিনে বছর করে যে অতিরিক্ত ছয় ঘন্টার মতো থেকে যায় সেটা মিলিয়ে নিতে চার বছর পরপর একটা অতিরিক্ত দিন ক্যালেন্ডারে যুক্ত করেন। আর এভাবেই ২৯শে ফেব্রুয়ারির জন্ম। যা পরবর্তীতে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি সূক্ষ্ম পরিমার্জন করেন।

৩. আঙুলের হিসেবে প্রতি চার বছর পরপর আসে লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ। কিন্তু কথা এখানেই শেষ না।

যেই বছরটাকে ১০০ দিয়ে ভাগ করা যায় কিন্তু আবার ৪০০ দিয়ে করা যায় না, সেটা লিপ ইয়ার নয়। সে কারণেই গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকাবর্ষ অনুযায়ী আমরা ২০০০ সালে লিপ ইয়ার পেয়েছি, ১৬০০ সালে লিপ ইয়ার ছিল, কিন্তু আবার ১৭০০, ১৮০০ ও ১৯০০ লিপ ইয়ার নয়।

"এটা খানিকটা স্বেচ্ছাচার মনে হতে পারে", বলেন ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের এমিরিটাস অধ্যাপক ইয়ান স্টুয়ার্ট। তবে এর পেছনেও আসলে যুক্তিযুক্ত কারণ আছে।

"বছরে ৩৬৫ দিন ও একটা দিনের চার ভাগের এক ভাগ, কিন্তু সেটাও ঠিক পুরোপুরি নয়, বরং তার চেয়ে খানিকটা কম। সেটা একদম যথার্থ চার ভাগের এক ভাগ হলে প্রতি চার বছর পরপর লিপ ইয়ার হত।"

এই হিসাবটা আসে যখন পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ও তার সঙ্গী জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু করেন এবং তাতে প্রতি চারশ বছরে তিনটা লিপ ডে বাদ পড়ে। এই হিসাবটা তখন থেকে আজ অবধি চালু আছে।

কিন্তু ইয়ান স্টুয়ার্ট মনে করেন মানুষকে হয়তো ১০ হাজার বছর পর এটা নিয়ে আবার নতুন করে ভাবতে হবে। কিন্তু তত দিনে অবশ্য মানবজাতি নতুন কোন পদ্ধতিও চালু করে ফেলতে পারে।

৪. ফেব্রুয়ারির ২৯ই কেন?

অন্য সব মাসেই আছে ৩০ বা ৩১ দিন করে, কিন্তু ইয়ান স্টুয়ার্ট জানাচ্ছেন রোমান সম্রাট সিজার অগাস্টাসের ব্যক্তিগত ইচ্ছের কাছে বলি হয়েছে ফেব্রুয়ারি।

জুলিয়াস সিজারের অধীনে কিন্তু ফেব্রুয়ারি ৩০ দিনের মাস ছিল। কিন্তু সিজার অগাস্টাস যখন সম্রাট হন, তখন তিনি তার নিজের নামাঙ্কিত মাস অগাস্ট ২৯ দিনের হওয়ায় খানিকটা বিরক্ত হন।

কারণ তার আগের সম্রাট জুলিয়াসের নামাঙ্কিত মাস জুলাই ছিল ৩১ দিনের। "তিনি তখন অগাস্টে আরো দুই দিন যুক্ত করে জুলাইয়ের সমান করেন, আর বেচারা ফেব্রুয়ারিকে সেই দুই দিন হারাতে হয়", বলেন অধ্যাপক স্টুয়ার্ট।

৫. ঐতিহ্যগতভাবে লিপ ইয়ারের দিন মেয়েরা ছেলেদের প্রস্তাব দেয় বলে বিভিন্ন ইতিহাসবিদের কথায় উঠে আসে। যার একটা ৫ম শতকে সেন্ট ব্রিজেটের ঘটনা, যেটা নিয়ে অবশ্য বেশ বিতর্ক আছে।

বলা হয়ে থাকে যে তিনি সেন্ট প্যাট্রিকের কাছে অভিযোগ নিয়ে যান যে মেয়েদের তাদের পছন্দের মানুষের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যেতে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়। সেন্ট প্যাট্রিক তখন সম্ভবত মেয়েদের প্রস্তাব দেয়ার জন্য ঐ লিপ ইয়ারের একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেন, সবচেয়ে ছোট মাসের সব শেষ দিন।

আরেকটা জনপ্রিয় গল্প প্রচলিত আছে যে স্কটল্যান্ডের রানি মার্গারেট একটা আইন জারি করেন, যে সমস্ত পুরুষ লিপ ইয়ারে মেয়েদের দিক থেকে আসা বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে তাদের জরিমানা দিতে হবে।

কিন্তু অনেকে আবার বলে থাকেন সে সময় মার্গারেটের বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর এবং তিনি তখন অনেক দূরে নরওয়েতে ছিলেন। এই রীতি আসলে ১৯ শতক থেকে বেশি প্রচলিত হয়।

মনে করা হয় যে মেয়েদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়ার এই রীতি চলে আসছে যখন ইংলিশ আইনে লিপ ইয়ার অর্ন্তভুক্ত হয়নি তখন থেকেই।

এই মতবাদ অনুসারে যেহেতু এই দিনের কোন আইনগত ভিত্তি নেই, তাই সাধারণত ছেলেদের প্রস্তাব দেয়ার প্রথাগত রীতি ভাঙাটা গ্রহণযোগ্য।

৬. লিপ ইয়ারে মেয়েদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়ার বিষয়টি বিশ্ব জুড়ে একেক দেশে একেক রকম।

ডেনমার্কে যেমন এটা ২৯শে ফেব্রুয়ারি নয়, বরং ২৪শে ফেব্রুয়ারি - যা জুলিয়াস সিজারের সময় থেকে চলে আসছে।

কোনও ড্যানিশ পুরুষ কোনী নারীর বিয়ের প্রস্তাব না মানলে তাকে তখন ঐ নারীকে ১২ জোড়া দস্তানা দিতে হয়। ফিনল্যান্ডে আবার দস্তানা নয়, বরং তাকে স্কার্ট বানানোর কাপড় দিতে হবে।

তবে গ্রিসে লিপ ইয়ারের দিন বিয়ে করা অশুভ মনে করা হয় তাই অনেকে সেটি এড়িয়ে চলে।

৭. ১৪৬১ জনে ১! লিপ ডে-তে জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বলা হয় প্রতি ১৪৬১ জনে একজন এদিন জন্ম নেন। চার বছরে হয় ১৪৬০ দিন আর লিপ ইয়ারের অতিরিক্ত এক দিন মিলে হয় ১৪৬১। এক্ষেত্রে তাই সম্ভাব্যতা দাঁড়ায় ১/১৪৬১।

তবে ইয়ান স্টুয়ার্ট বলছেন এই হিসাবটাও পুরোপুরি ঠিক নয়, কারণ চারশ বছরে তিনটা লিপ ইয়ার হারাচ্ছি আমরা।

এছাড়া নানা বিষয় মিলিয়ে বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়ে শিশুদের জন্ম বেশি হয় বলে মনে করেন তিনি। ২৯শে ফেব্রুয়ারি জন্ম নেওয়াদের বলা হয় লিপার্স বা লিপলিংস্।

৮. লিপ ইয়ারের রাজধানী বলে স্বীকৃত টেক্সাসের অ্যাস্টনি শহর। ১৯৮৮ সালে এই শহরের বাসিন্দা ও লিপ ইয়ারে জন্ম নেওয়া ম্যারি অ্যান ব্রাউন চেম্বার অফ কমার্সের কাছে যান শহরে একটা লিপ ইয়ার উৎসবের আবেদন নিয়ে।

তার সেই আবেদন গ্রহণ করা হয় এবং অ্যাস্টনিকে ঘোষণা দেয়া হয় বিশ্বের লিপ ইয়ার রাজধানী হিসেবে।

তার পর থেকে প্রতি বছর সারা বিশ্বের লিপাররা টেক্সাসের এই শহরে জড়ো হয়ে প্যারেডে অংশ নেন, একসাথে বার্থডে ডিনার, নাচানাচি এবং হট এয়ার বেলুনে চড়েন সবাই।

৯. গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ছাড়া অন্যান্য ক্যালেন্ডারেও লিপ ইয়ারের দরকার পড়ে। আধুনিক ইরানের ক্যালেন্ডারটি যেমন সৌর ক্যালেন্ডার, যাতে প্রতি ৩৩ বছরে ৮টা লিপ ডে আছে।

ভারতের জাতীয় ক্যালেন্ডার এবং বাংলাদেশের যে বাংলা পঞ্জিকাবর্ষ তাতে লিপ ইয়ার এমনভাবে রাখা হয় যাতে লিপ ডে সব সময় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৯শে ফেব্রুয়ারির খুব কাছাকাছি থাকে।

১০. অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাস ওয়েস্ট ইন্ডিজে তার চূড়ান্ত অভিযানের সময় ১৫০৪ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারির চন্দ্র গ্রহণকে নিজের সুবিধার্থে কাজে লাগান।

তিনি যখন জ্যামাইকা দ্বীপে বেশ কয়েক মাস তার নাবিকদের নিয়ে আটকা পড়েন, তখন এক পর্যায়ে স্থানীয় আদিবাসীদের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং তারা খাবার ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে সহায়তায় অস্বীকৃতি জানায়। কলম্বাস জানতেন যে একটা চন্দ্রগ্রহণ আসন্ন, তার সহযোগীদের সাথে আলাপ করে তিনি স্থানীয় সব আদিবাসী নেতাদের একসাথে করেন ২৯শে ফেব্রুয়ারি। তিনি তাদের বলেন, ঈশ্বর চাঁদকে লাল বর্ণ করে তাদের শাস্তি দেবে। চন্দ্রগ্রহণের সময় বলেন যদি তারা আবার সহায়তা করতে শুরু করে তাহলে ঈশ্বর তার শাস্তি ফিরিয়ে নেবেন।

আরেকটা অতিপ্রাকৃত ঘটনা হল, ১৬৯২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ম্যাসাচুসেটসের সালেম উইচক্র্যাফট ট্রায়ালের প্রথম ওয়ারেন্ট জারি হয়।

সব কথার শেষ কথা, লিপ ইয়ারে আপনি সৌভাগ্যবান যে বছরে একটা অতিরিক্ত দিন পাচ্ছেন।

আবার যারা চাকরিজীবী তারা ভাবতে পারেন যে বছরে একদিন কোনও বাড়তি বেতন ছাড়াই কাজ করতে হচ্ছে। - সূত্র বিবিসি

ড. মোস্তফা সারওয়ার এর লেখা

ডোনাল্ড ট্রাম্প
উলঙ্গ সম্রাট

call for order
+88 017 52 176671
agrodootbd@gmail.com

বইটি পাওয়া যাবে

অমর একুশে বইমেলা ২০২৪
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা

বুথ নম্বর: ৩৩১

বুথ নেম: স্বরে-অ

অগ্রদূত
অগ্রদূত অ্যান্ড কোম্পানি

অনলাইনে ক্রয়ের জন্য রকমারির লিঙ্ক
https://www.rokomari.com/book/371414/donald-trump-the-naked-emperor?fbclid=IwAR1qbof_BJlCYqUj6syRm1Ot2uMg2vaE6S5Tp7qsW2jNBJEDUNBAi86y1e0

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সারিকাইত ইউনিয়নের দরিদ্র জেলেদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় বঙ্গোপসাগরে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এতে শত শত জেলে পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

গত রোববার (২৫ ফেব্রুয়ারী) বিকেলে সন্দ্বীপ সারিকাইত ৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের পুত্র বাংলাদেশ রেলওয়ে পাকশী সহকারি বাণিজ্যিক কর্মকর্তা ফারহান মাহমুদ আদিব। উপস্থিত ছিলেন মিরাজুল মাওলা রিজভী, আনোয়ার হোসেন, মো. শিহাব উদ্দিন, মুকুল মেম্বার, কাজী শাহাব উদ্দিনসহ অনেকে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজিত একুশের অনুষ্ঠানে “জয় বাংলাদেশ” ম্যাগাজিনের উদ্বোধন

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এখনও চলমান - আবু জাফর মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেইন ব্যাটালিয়ান কমান্ডার, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে বাংলা সাময়িকপত্র ‘জয় বাংলাদেশ’। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ নিউইয়র্ক

স্টেট এর রাজধানী আলবেনি সিটি হলে আন্তর্জাতিক কমিউনিটির উপস্থিতিতে ইংরেজি ভাষার ম্যাগাজিন ‘দ্য বে ওয়েভ’ প্রকাশের পর ২০ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার সর্ববৃহৎ একুশ উদযাপনী অনুষ্ঠানে মোড়ক উন্মোচন করা হয় ‘জয় বাংলাদেশ’ ম্যাগাজিন এর। সে সময় বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃবৃন্দসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমরা বঙ্গোপসাগরের ঢেউ তুলছি। বঙ্গোপসাগর থেকে যে ঢেউ উৎসারিত হয়েছে তা আজ এখানে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বময় ভ্রমনের জন্য এই সাময়িকীর দায়িত্ব সামনে রেখে যে অভিযান, সে অভিযানের জন্য উপযুক্ত জায়গা বাংলাদেশ সোসাইটির সবচেয়ে বড় এই একুশের মঞ্চ।

নিউইয়র্কের উডসাইটে টিবেটেন কমিউনিটি সেন্টারে বিশাল পরিসরে একুশ উদযাপনী অনুষ্ঠানে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি দুই পর্বের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সোসাইটি আয়োজিত শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর প্রেসিডেন্ট আব্দুর রব মিয়া।

একুশের বৃহত্তম অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আবু জাফর মাহমুদ উপস্থিত সহস্রাধিক সুধীবৃন্দের মাঝে একুশের

চেতনার গভীর তথ্যচিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমরা শহীদ দিবস আর ৫২’র প্রেক্ষাপটকে মাতৃ ভাষা আন্দোলন বলে থাকি। এ বিষয়টি পরিস্কার হওয়া দরকার। একুশে ফেব্রুয়ারির আগে ৪৭ সনের আগে আমাদের পূর্ব পুরুষরা কি বাংলায় কথা বলতো না? সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলতাম। মাতৃভাষা বাংলা আগেও ছিল। বাংলায় কথা বলতাম বলেই, ছাত্রজনতার দাবি উঠেছিল “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই”। সেটি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন। এখন সবার মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের দাবি এখনও ফুরিয়ে গেছে কি-না! আমরা কি সর্বস্তরে রাষ্ট্রভাষা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি? পারিনি। দিনে দিনে বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের অবহেলা বেড়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা অন্য ভাষা ও সংস্কৃতিকে দেশের মাটিতে লালন করছি। আমি বিশ্বাস করি, এই আন্দোলন এখনও চলমান।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমাদের এই সমাজ মেনে নিয়েছে বাংলাদেশ সোসাইটি সবচেয়ে বড় ও

যোগ্যতম সংগঠন। কাজেই শৃঙ্খলার দিক থেকে, জ্ঞানের দিন থেকে, নৈতিকতার দিক থেকে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রত্যেকটি কর্মকর্তা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। এটি আমাদের আশা। আমরা আমেরিকার বহুজাতিক সমাজের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় আছি। তিনি সোসাইটির নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সমাজে যে কর্মটি করছেন, এটি কোনো অবস্থাতেই রাজনৈতিক দলের মঞ্চ নয়, একথা সবাইকেই মনে রাখা জরুরি।

আবু জাফর মাহমুদ আমাদের ধর্মীয় ও কৃষ্টি সংস্কৃতিক ঐশ্বর্য্যরে কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা প্রত্যেকে যখন জন্ম নিয়েছি, মায়ের পেট থেকে মুসলমান হলে আজানের ধ্বনি আর হিন্দু হলে উঁলু ধ্বনি শুনেছি। এটি যার যার কৃষ্টি। এই কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও দেশাত্ববোধ নিয়েই যেন আমরা থাকি। আমাদের একতা খুব দরকার।

অনুষ্ঠানে ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থ উপলক্ষে আয়োজিত ডায়াসপোরা ককাসে ঘোষিত সংগঠন ও সমাজকর্মের জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আব্দুর রব ও সেক্রেটারি রুহুল আমিন সিদ্দিকীর হাতে তুলে দেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের শতাধিক আঞ্চলিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক সংগঠন নৃত্যাঞ্জলীর আয়োজনে দেশের গান ও নৃত্যে অংশ নেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের নতুন প্রজন্ম। রাত বারোটা এক মিনিটে শহীদ মঞ্চে স্থাপিত শহীদ মিনারে ফুল দেয়া শুরু হয়। প্রধান অতিথি স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ তার প্রতিষ্ঠান এ জেড এম গ্রুপের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। সেসময় তার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ভিটামিন সি খাওয়া জরুরি কেন?

২৪ পৃষ্ঠার পর

ভিটামিন সি রক্তে মিশে যেতে পারে না। তাই অতিরিক্ত ভিটামিন সি অনেক সময় স্টোন আকারে কিডনিতে জমা হয়। এতে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে।

ভিটামিন সি খাওয়ার সেরা সময় : ভিটামিন শুধু খেলেই হবে না বরং কোন সময়ে খাচ্ছেন সেদিকেও নজর রাখা জরুরি। কারণ সব ভিটামিন আমাদের শরীরে একইভাবে সংশ্লেষিত হয় না।

ভিটামিন সি যেহেতু পানিতে দ্রবণীয় পুষ্টি, তাই এটি খালি পেটে গ্রহণ করলে শরীর সবচেয়ে ভালোভাবে শোষণ করতে পারে। প্রতিদিন সকালের খাবার খাওয়ার মিনিট ত্রিশেক আগে ভিটামিন সি গ্রহণ করতে পারেন।

সকালেই খেতে হবে কথা নেই, ভিটামিন সি খেতে পারবেন দিনের অন্য যেকোনো সময়েও। তবে খালি পেটে খেতে পারলে বেশি উপকার মিলবে।

বেইলি রোডে আগুন

৯ পৃষ্ঠার পর

প্ল্যান ছিল না। এ কারণেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়, নিচতলার সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। তা ছাড়া নিচতলায় চায়ের চুমুক নামে একটি দোকানে প্রথমে দাউদাউ আগুন লাগার একটি ভিডিও পাওয়া গেছে।' বেইলি রোডের আরও বেশ কয়েকটি ভবনেও অগ্নিনির্বাপণের কোনো ব্যবস্থা নেই বলে জানান তিনি।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে গিয়ে র‍্যাবের মহাপরিচালক এম খুরশীদ হোসেন ফায়ার সার্ভিসের বরাত দিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, নিচতলার ছোট একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত। অনেকগুলো সিলিন্ডার থাকায় সেগুলো বিস্ফোরিত হয়ে ভবনে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে যায়।

সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন ভয়াবহ হয়ে ওঠে : গ্রিন কোজি কটেজে আগুনের সূত্রপাত নিচতলায় চা চুমুক নামে একটি দোকানের কিচেন থেকে। শুরুতে আগুন লাগার একটি ভিডিও পাওয়া গেছে। সেখানে দেখা যায়, শুরুতে বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৯টার দিকে নিচতলায় গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার শোরুম সংলগ্ন চায়ের দোকানে আগুন লাগে। প্রায় ১৫ মিনিট পর বিকট শব্দে একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হলে দাউদাউ করে আগুন দোতলা-তিনতলায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ কনস্টেবল আজাদ বলেন, আমরা ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ওপরের ফ্লোরগুলোতে।

ডিসকাউন্ট থাকায় ছিল উপচে পড়া ভিড় : বিরিয়ানির দোকান কাচ্চি ভাই লিপইয়ার উপলক্ষে ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দিয়েছিল। ফলে দ্বিতীয় তলায় থাকা এই রেস্টুরেন্টে ছিল উপচে পড়া ভিড়। এমন একটা সময়ে রাত পৌনে ১০টার দিকে ভবনটিতে আগুন লাগে। ক্রেতাদের অতিরিক্ত চাপ থাকায় অনেকেই সেখানে আটকা পড়েন। প্রচণ্ড ধোঁয়ার কারণে তাদের অনেকে মারা যান।

ভবনে আরও যা ছিল : ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, আটতলা ভবনের নিচতলায় স্যামসাং মোবাইল ফোনের শোরুম ও গেজেট অ্যান্ড গিয়ার নামে দুটি ইলেকট্রনিকস সরঞ্জাম বিক্রির দোকান এবং শেখলিক নামের একটি জুসবার (ফলের রস বিক্রির দোকান) ও চায়ের চুমুক নামে একটি দোকান ছিল। দ্বিতীয় তলায় ছিল কাচ্চি ভাই রেস্তোরাঁ, তৃতীয় তলায় ইলিয়ন নামের একটি পোশাকের (পাঞ্জাবি) দোকান, চতুর্থ তলায় খানা'স ধাবা ও ফুকো নামের দুটি রেস্তোরাঁ, পঞ্চম তলায় পিৎজা ইন নামের একটি রেস্তোরাঁ, ষষ্ঠ তলায় জেসটি ও স্ট্রিট ওভেন নামের দুটি রেস্তোরাঁ এবং ছাদের একাংশে অ্যামব্রোশিয়া নামের একটি রেস্তোরাঁ ছিল। এ ছাড়া সপ্তম তলায় হাক্কা-ঢাকা নামের একটি রেস্তোরাঁ ছিল। আগুনের সময় যারা আটকে পড়ে মারা গেছেন তাদের বেশিরভাগ কাচ্চি ভাইয়ের ক্রেতা ও কর্মচারী।

রেস্তোরাঁর অনুমোদন ছিল না : রাজউক সূত্র জানায়, ভবনটির অনুমোদন আটতলার। এর মধ্যে প্রথম পাঁচতলা অফিস করার জন্য বাণিজ্যিক এবং ওপরের তিনতলা আবাসিক ব্যবহারের জন্য নকশা অনুমোদন করে রাজউক। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য যে পাঁচতলার অনুমোদন রয়েছে সেখানে রেস্টুরেন্ট করার কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। ওই পাঁচটি তলা শুধু অফিস হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি ছিল।

৪৩ জনের পরিচয় শনাক্ত : নিহত ৪৬ জনের মধ্যে ৪৩ জনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে ৪০ জনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ৭৫ জনকে। ঢাকা জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ কে এম হেদায়েতুল ইসলাম জানান, লাশ বহনের জন্য নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। বেলা সোয়া ১১টা পর্যন্ত ৩ জনের পরিবার এই অর্থ নিয়েছে। বাকিরা সচ্ছল হওয়ায় অর্থ নেয়নি। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য আপাতত ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

যে ৪০ জনের লাশ হস্তান্তর হয়েছে : যাদের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে তারা হলেন– ঢাকার নুরুল ইসলাম (৩২), পপি রায় (৩৬), সম্পুন্না পোদ্দার (১২), কুমিল্লার জান্নাতিন তাজরীন (২৩), ঢাকার নাজিয়া আক্তার (৩১), আরহাম মোস্তফা আহমেদ, ঢাকার মাইশা কবির মাহি (২১), মেহেরা কবির দোলা (২৯), কুমিল্লার পম্পা সাহা (৪৭), মাদারীপুরের জিহাদ হোসেন (২২), মৌলভীবাজার কুলাউড়ার আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান শামীম (৬৩), যশোরের কামরুল হাবিব জামান রকি (২০), টাঙ্গাইলের মেহেদী হাসান (২৭), কুমিল্লার ফৌজিয়া আফরিন রিয়া (২২), কুমিল্লার নুসরাত জাহান শিমু (১৯), ঢাকার সৈয়দা ফতেমাতুজ জোহরা (১৬), ঢাকার সৈয়দ আব্দুল্লাহ (৮), ঢাকার স্বপ্না আক্তার (৪০), মুন্সীগঞ্জের জারিন তাসনিম প্রিয়তি (২০), নারায়ণগঞ্জের শান্ত হোসেন (২৩), ভোলার দিদারুল হক (২৩), হবিগঞ্জের রুবি রায় (৪৮), হবিগঞ্জের প্রিয়াঙ্কা রায় (১৮), ঝালকাঠির তুষার হাওলাদার (২৬), পটুয়াখালীর জুয়েল গাজী (৩০), নোয়াখালীর আসিফ (২১), চাঁদপুরের মিনহাজ উদ্দিন (২৫), ভোলার নয়ন (১৭), পাবনার সাত্তার হোসেন (২০), পিরোজপুরের তানজিলা নওহিন (৩৫), ঢাকার লুৎফুন নাহার লাকী (৫০), শেরপুরের শিপন মিয়া (২১), ঢাকার সংকল্প (৮), ঢাকার আলিশা (১৩), বরিশালের নাহিয়ান আফিন (১৯), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আমেনা আক্তার (১৩), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশরাফুল ইসলাম (২৫) ও সৈয়দ মোবারক হোনের (৪৮), ঢাকার নাফিসা ইসলাম (২০), বরগুনার নাঈম (১৮)।

অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না : ভবনের ব্যবসায়ীরা জানান, অগ্নিনির্বাপণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিলে না ভবনটিতে। ছিল দুটি লিফট ও ওঠানামার জন্য একটি মাত্র সরু সিঁড়ি। তা-ও ভবনের মাঝামাঝি জায়গায়। এ ছাড়া ছিল না বায়ুপ্রবাহ কিংবা বের হওয়ার বিকল্প পথ। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে শহরের অন্য ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমান। ঝুঁকিপূর্ণ ভবন শনাক্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে রাজধানী উন্নয়ন করপোরেশন রাজউককে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ভবনটিকে আগেই নিরাপত্তাসংক্রান্ত নোটিস দেওয়া হয়েছিল উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব আবদুল্লাহ আল মাসুদ বলেন, 'আমরা মনে করি যারা ব্যবসা করেন তাদের সবার অগ্নিনিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রাখা দরকার। এই ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান ও ভবন নির্মাণ করতে অন্য সব প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ছিল কি না, তা-ও আমরা তদন্ত করে দেখব। এজন্য কমিটি করেছি। আমরা দেখতে চাই কারও কোনো গাফিলতি ছিল কি না। আগুনে অনেকে মারা গেছেন। এই মৃত্যু কখনও মেনে নেওয়া যায় না।

ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেল থেকে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৫০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় তারা। প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৯টা ৫৬ মিনিটে। পরে আগুনের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়লে আরও ১২টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে পুলিশ, আনসার, র‍্যাব ও এনএসআই। ১৩টি ইউনিটের দুই ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ১১টা ৫০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠান বাতিল = বেইলি রোডের বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। তিনি অগ্নিকাণ্ডের পরপরই রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে পুলিশ সপ্তাহের চলমান অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং উদ্ধার কার্যক্রম তদারকি করার পর পুলিশপ্রধান হতাহতদের দেখতে গভীর রাতে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে যান।

এ মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪-এর শুক্রবারের মতবিনিময় সভা বাতিল করা হয়েছে। সাধারণত এ মতবিনিময় সভার পাশাপাশি পুলিশ কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের গেট টুগেদার হয়ে থাকে।

পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে, আগুনে পুলিশ সদর দপ্তরে কর্মরত অতিরিক্ত ডিআইজি মো. নাসিরুল ইসলামের বুয়েটে পড়ুয়া কন্যা লামিশা ইসলাম প্রাণ হারিয়েছেন। আইজিপি নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি আহত ও চিকিৎসাধীনদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

স্তব্ধ বেইলি রোড : রাজধানীর বেইলি রোড সবার কাছেই এক পরিচিত নাম। এই এলাকা প্রসিদ্ধ ভোজনরসিকদের কাছেও। হরেকরকম খাবারের স্বাদ নিতে সকাল থেকে ভিড় দেখা যেত এই এলাকার হোটেল-রেস্টুরেন্টে। বৃহস্পতিবার আগুনে ৪৬ জনের প্রাণহানির পর শুক্রবার থেকে নীরব-নিথর হয়ে গেছে এলাকাটি। পুড়ে যাওয়া ভবনটি একনজর দেখতে হাজির হন হাজার হাজার মানুষ। তাদের মধ্যে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়াও এসেছেন ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফেরা অনেকেই। সবার নজর ভবনটির দিকে। তাদের চোখমুখে বিষাদের ছাপ। পোড়া গন্ধে ভারী বাতাস চিরে বেরিয়ে আসছিল দীর্ঘশ্বাস। ভবনের সামনের অংশ ঘিরে রাখে পুলিশ। ভবনের আশপাশের ভবনে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। সেগুলো মেরামত করতে দেখা যায়।

পুলিশ হাসপাতালে শিশুসহ ২ জনের মৃত্যু প্রতিদিনের আগুনের ঘটনায় আহতদের মধ্যে শিশুসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতেই। তাদের একজন তিন বছরের শিশু আয়াত। অন্যজন হলো– কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টের ক্যাশিয়ার রকি। ওই হাসপাতালে ভর্তি করা আহতদের মধ্যে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চারজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালের পরিচালক ডিআইজি রেজাউল হায়দার চৌধুরী জানান, বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় শিশু আয়াত ও কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার রকি রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তাদের অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। পরে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। এ দুজনের মৃত্যু হয়েছে ধোঁয়ায় শ্বাস বন্ধ হয়ে। দুজনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আয়াতের মা ও বোনও মারা গেছে।-প্রতিদিনের বাংলাদেশ

Jalalabad Association of America, INC
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক

সাধারণ সভা

তারিখ : ০৪ মার্চ ২০২৪ ইং, সোমবার, সময় : সন্ধ্যা ৬ টা
স্থান : জালালাবাদ ভবন নিউইয়র্ক। 3607 31 Street, Astoria, NY 11106

সম্মানিত জালালাবাদবাসী,
আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আসছে ০৪ মার্চ ২০২৪ ইং, সোমবার, প্রবাসে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক এর সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সাধারণ সভায় জালালাবাদ এসোসিয়েশ এর আজীবন সদস্য/সদস্যা ও সম্মানিত সাধারণ সদস্য/সদস্যা এবং সর্বস্তরের জালালাবাদবাসীকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ একান্ত কাম্য।

বোর্ড অব ট্রাষ্টী

ওহিদুর রহমান মুক্তা(সিলেট), আব্দুল মুকিত চৌ. মারুপ (সুনামগন্জ)
ইন্জিনিয ার সৈয়দ ফজলুর রহমান (হবিগঞ্জ), সৈয়দ জুবায়ের আলী (মৌলভী বাজার)

কার্যকরী পরিষদ এর সদস্যবৃন্দ (২০২২-২০২৪)

■ মোঃ শাহীন কামালী (সভাপতি) ■ মঈনুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক)

■ দুরুদ মিয়া রনেল, সহ-সভাপতি (সিলেট) ■ মোহাম্মদ মনির উদ্দিন, সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ) ■ শেখ জামাল হোসাইন, সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ) ■ বসির খাঁন, সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)
■ আতাউল গনি (আসাদ), সহ-সাধারণ সম্পাদক ■ মইনুজ্জামান চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ ■ ইফজাল আহমেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ■ সাহিদুল হক রাসেল, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক
■ আব্দুল এম চৌধুরী (উমেল), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ■ দেওয়ান এম.এ মোতাচ্ছিল (মন্জু), আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক ■ আল-মোস্তাজাব, ক্রীড়া সম্পাদক ■ সুতিপ্রা চৌধুরী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
■ জয়নাল উদ্দিন (লায়েক), সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ■ হেলিম উদ্দিন, সাধারণ সদস্য (সিলেট) ■ জামাল আহমদ, সাধারণ সদস্য (সুনামগঞ্জ) ■ মিজানুর রাহমান চৌধুরী (শেফাজ), সাধারণ সদস্য (হবিগঞ্জ)
■ মিজানুর রাহমান, সাধারণ সদস্য (মৌলভীবাজার)

ধন্যবাদান্তে : মোঃ শাহীন কামালী (সভাপতি) মঈনুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক)

প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক শাহিদুল হক রাসেল কতৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

নিউ ইয়র্কে বিডিআর পিলখানা হত্যাকাণ্ডে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত, স্মৃতিচারণ এবং প্রতিবাদ সভা

৬০ পৃষ্ঠার পর

নামক একটি মানবাধিকার সংস্থা বিডিআর পিলখানা হত্যাকাণ্ডে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত, স্মৃতিচারণ এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল।অত্যন্ত বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও গত ফেব্রুয়ারী মাসে ২৭ তারিখ মঙ্গলবার, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্কের কাবাব কিং রেস্তোরার দ্বিতীয় তলায় আত্মার মাগফেরাত, স্মৃতিচারণ এবং প্রতিবাদ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

জ্যাকসন হাইটস মসজিদের ঈমাম মোহাম্মদ সাদিক এর পরিচালনায় বিশেষ দোয়া দ্বারা শুরু হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি।অনুষ্ঠানের মূল আলোচক উই আর দি পিপল এর অধ্যক্ষ জেকব মিল্টন মূল বক্তব্য পাঠ করেন।উক্ত বক্তব্যে জেকব মিল্টন ২০০৯ সালে সংঘঠিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মূল তিন কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "প্রথমতঃ ভারত কখনোই চায়নি যে বাংলাদেশের কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বশস্ত্র বাহিনী থাকুক; ভারত স্বাধীনতার পরপরই বলেছিল যে বাংলাদেশের স্বশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই; কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের কোথায় কর্ণপাত না করে স্বশস্ত্র বাহিনী গঠন করেছিলেন।দ্বিতীয়তঃ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর ভারত যখন হাসিনা ও রেহানা শেখকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের পর ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করে, তখন ভারত হাসিনা ও রেহানা শেখকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে বাংলাদেশের স্বশস্ত্র বাহিনীই হাসিনা ও রেহানা শেখ এর বাবা, মা, আত্মীয়স্বজনদের হত্যার জন্য দায়ী। পাশাপাশি, হাসিনা ও রেহানা শেখ এর সাথে ভারত তৎক্ষণাৎ এই মর্মে একটি গণ্ডট স্বাক্ষর করিয়ে নেয় যে হাসিনা বা রেহানা শেখরা কখনো বাংলাদেশের ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের স্বশস্ত্র বাহিনীকে বিলুপ্ত করা হবে। তৃতীয় ও শেষ কারণ ছিল ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে কুড়িগ্রামের রৌমারিত সীমান্ত যুদ্ধে বিডিআর বিএসএফ এর ১৫০ জন জোয়ান এবং পাদুয়া সীমান্তে ১৫ জন বিএসএফ জোয়ানদেরকে হত্যা করে।এই দুই ঘটনার পর ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জসবন্ত সিং উত্তপ্ত লোকসভায় বলেছিলেন যে সময়মত এই দুই ঘটনার বদলা নেয়া হবে।

জেকব মিল্টন বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও এজেন্সীর দ্বারা তৈরী তদন্ত রিপোর্টগুলোর উপর আলোকপাত করতে গিয়ে কিছু অসামঞ্জস্য দিকের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অসামঞ্জস্যপূর্ণ দিকগুলো নিম্নরূপ: (১) ঐদিন হাসিনা শেখ বিডিআর সদর দপ্তরে ডিনার করার প্রোগ্রাম কনফার্ম ছিল। কিন্তু কোন এক না জানা কারণে হাসিনা শেখ ঐদিন পিলখানায় যায়নি। এমনকি তার না যাওয়ার কথাটিও বিডিআরকে জানানো হয়নি! (২) ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে,কোন এক না জানা কারণে বিডিআর হেডকোয়ার্টারের আশপাশের মসজিদগুলোর মাইকে ঘোষণা দিয়ে আশেপাশের লোকজনদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে বলা হয়েছিল?(৩) এই ঘটনার ২-৩ দিন আগে কর্ণেল গুলজারসহ আরো কয়েকজন চৌকস অফিসারকে তাড়াহুড়ো করে কেন জঅই থেকে বিডিআরে আনা হল? (৪) বিডিআর পিলখানা হত্যাকান্ড একটি সামরিক বিষয়ক দুর্ঘটনা যা কেবলমাত্র সামরিক বিশেষজ্ঞরাই ট্যাকল করতে সক্ষম। সামরিক বিশেষজ্ঞদের না পাঠিয়ে কোন প্রকার নিরাপত্তা ছাড়াই হাসিনা শেখ কি করে সামরিক বিষয়ে জ্ঞানশুন্য জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজমকে দায়িত্ব দিয়ে পিলখানায় পাঠিয়েছিল?(৫) তথাকথিত বিদ্রোহীরা কেন হাসিনা শেখকে তাঁদের নেত্রী বলে সম্বোধন করে জয়বাংলা শ্লোগান দিয়েছিলো?(৬) বিদ্রোহীরা হাসিনা শেখ এর সাথে দেখা করতে গেলেও তাদের কোন নাম ও ঠিকানা গণভবনে নথিবদ্ধ করা হয়নি কেন?(৭) ২৭ ফেব্রয়ারি ২০০৯,পালিয়ে যাওয়া কিছু বিদ্রোহীরা দুবাই এসে কেন সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর সাথে দেখা করে এবং জয় তাদেরকে একটি করে এনভেলপ প্রদান করে! আবার সজীব জয়ই বিদেশী প্রচার মাধ্যমের সাথে সাক্ষাৎকারে দেশের স্বশস্ত্র বাহিনীর তীব্র সমালোচনা করে?(৮) বিডিআর সদর দফতরে সেনা কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের উদ্ধারে হাসিনা শেখ কেন সেনাবাহিনীকে অভিযান চালাতে দিলেন না?(৯) বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের পর রাতের অন্ধকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাদেরকে নিয়ে কেন বিডিআর সদর দফতরে গিয়েছিলেন?(১০)বিডিআর ৫ নম্বর গেইটে প্রতিদিন পুলিশ ও জঅই পাহারারত থাকলেও ফেব্রুয়ারী ২৫ ও ২৬ তারিখে তাঁদেরকে কেন মোতায়েন করা হয়নি?(১১) বিডিআর এর মহা-পরিচালক সহ অনেককেই ফেব্রুয়ারী মাসের ২৫ তারিখে হত্যা করা হলেও, হাসিনা শেখ নির্দেশে তা প্রকাশ করা হয় ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ সন্ধ্যায়!কেন?(১২) ঘটনার সময় বিডিআর হেডকোয়ার্টারে ভারত থেকে একাধিক ফোন কল এসেছিল।তদন্তকারীদেরকে এসব কলের সোর্স প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে কেন?(১৩) বিদ্রোহের পরপরই আওয়ামী লীগের কিছু প্রভাবশালী

নেতা এবং হিন্দুবৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের নেতারা কেন ভারতের হস্তাক্ষেপ চেয়েছিলো? (১৪) বিডিআর এর পাঁচটি গেটের মধ্যে হাজারীবাগসংলগ্ন ৫ নম্বর গেট খোলা রেখে কেন ভেতরের ১০-১১ হাজার বিডিআর সদস্য ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ড শেষে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হলো তারও কোনো সদুত্তর মিলছে না; সেনা অভিযানের নেতৃত্বদানকারীদের অকার্যকর রেখে ফজলে নূর তাপসের নেতৃত্বে পিলখানা-

পার্শ্ববর্তী ৩ কিলোমিটার এলাকাকে ফাঁকা করতে সবাইকে সরে যেতে বলা হয়েছিল।জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিজি-০৪৯ নম্বর ফ্লাইটটি ২ ঘন্টা দেরি করিয়ে পিলখানার হত্যাকারীদেরকে বিদেশে পালানোর সুযোগ করে দেয়া হয়েছে কেন?(১৫) হত্যাকাণ্ডে অস্ত্র সরবরাহে ব্যবহৃত ছাই রঙের পিকআপ ভ্যানটির কোনো হদিস পাচ্ছে না কেন?(১৬) তথ্য সংগ্রহের নামে সিআইডির আইডি নিয়ে হিন্দিভাষী লোকজনরা বিডিআর সদর দফতর থেকে কি সরিয়েছে?(১৭) বিডিআর সদর দফতরে পাহারারত হিন্দি ভাষী পুলিশ সদস্যরা ৩০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কি ধরনের তথ্য-প্রমাণাদি সেখান থেকে সরিয়েছে? (১৮)একটি সামরিক বিদ্রোহের বিচার হাসিনা শেখ এবং আওয়ামী লীগ এর নেতারা কেন সামরিক আদালতের পরিবর্তে বেসামরিক আদালতে দাবি করছেন?আওয়ামীপন্থী একদল সাংবাদিক কেন অব্যাহতভাবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে এবং বেসামরিক আদালতে বিচার দাবি করছে?

সশস্ত্র বাহিনী এবং দেশের বুদ্ধিজীবীদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ দাবি ও কথাবার্তার সমালোচনা করে জেকব মিল্টন বলেন, "দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে যখন সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপ পরিচালিত হয় এবং দেশের অস্তিত্ব যখন প্রশ্ন বিদ্ধ হয় তখন গতানুগতিক প্রতিবাদ বা প্রচলিত আইনের দ্বারা দেশ বিরোধী অপতৎপরতা বন্ধ করা সম্ভব নয়। জনাব মিল্টন আরও বলেন, "দেশের অস্তিত্বের স্বার্থে বিপ্লব যখন অবসম্ভাবী তখন প্রচলিত কথাবার্তা বা বিশ্লেষণকে স্রেফ আতলামি; এগুলো স্রেফ দেশের শত্রুদের কর্মকান্ডকে সহায়তা করে।জেকব মিল্টন তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বশস্ত্র বাহিনীর কঠোর সমালোচনা করে বলেন, যে বাহিনী জনগণের ভোটাধিকার হরণে সহায়তা করে এবং ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তা হত্যার পর "রচ এর হত্যাকারীদের নির্বিঘ্নে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয় তারা বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী না, তারা ভারতীয়দের কল্যাণে নিয়োজিত সহায়ক বাহিনী।

জেকব মিল্টন এর বক্তব্যের পর উই আর দি পিপল এর আইনজ্ঞ মিআলি এ মাকেলেলে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাংলাদেশ ২০০৯ সালে সংগঠিত বিডিআর হত্যাকান্ডকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিরোধী অপতৎপরতা হিসেবে অভিহিত করে বলেন, "সকল অপতৎপরতার বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ অতি শীঘ্রই আফ্রিকার রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি বা কঙ্গোর মত অবস্থা হবে। উই আর দি পিপল এর অপর এক আইনজ্ঞ টেরেন্স ফ্যালন বাংলাদেশের উপর ভারতের আগ্রাসী ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে বলেন, "ভারত স্বাধীন ও স্ব-নির্ভরশীল বাংলাদেশ চায়না। ভারত নিজ স্বার্থে বাংলাদেশকে সবসময়েই ইথিওপিয়া বা বুরুন্ডির মো পর-নির্ভরশীল জাতি হিসেবে দেখতে চায়। বাংলাদেশের অসৎ রাজনীতিবিদরা পরিবারতান্ত্রিক অকার্যকর রাজনীতির সুযোগে ভারতের তাঁবেদারিতে মগ্ন। সাথে যোগ দিয়েছে দেশের স্বশস্ত্র ও আধাসামরিক বাহিনী। অনুষ্ঠানে নাগরিক টিভির প্রধান বার্তা সম্পাদক নাজমুস সাকিব বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমকে ভারতের স্বার্থে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে বলে বক্তব্য করেন।বিডিআর হত্যাযজ্ঞের দিন ভারতীয় "রচ এর মুন্নী সাহার নাম উল্লেখ করে নাজমুস সাকিব বলেন,সংবাদ মাধ্যমে ভারতীয়দের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত লোকজনদেরকেই সরকারের তরফ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। কেবল তাদেরই সব কিছুতেই প্রবেশাধিকার থাকে যেহেতু তাদের কাজই হলো ভারতের স্বার্থ্য রক্ষা।নাগরিক টিভির প্রধান নির্বাহী মোস্তাফিজুর রহমান টিটো দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে রাজনৈতিক নেতৃত্বে একজন বলিষ্ঠ্য নেতার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জনগণ আজ যথেষ্ঠ্য সচেতন; মাঠ পর্যায়ের দলীয় নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা সৎ, দূরপদর্শী ও বলিষ্ঠ্য নেতৃত্বের অভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে।

অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ কামাল তার প্রারম্ভিক বক্তব্যে দেশপ্রেমিকদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানিয়ে বলেন, "নিজেদের মধ্যের বিভাজনে ভারত উপকৃত হচ্ছে। দেশের বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতে বেআইনী তৎপরতাকে আইনী তৎপরতা বানানো হয়েছে। এসব অনিয়মের খেসারত হলো বিডিআর হত্যাকান্ড। দেশের অবৈধ শাসকদের প্ররোচনায় বিডিআর হত্যাকান্ডকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপ্থির সাবেক সহ সভাপতি শরাফত হোসাইন বাবু বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে অযোগ্য, লোভী, স্বার্থপর ও নীতিহীন ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশের ফলে দেশের সুস্থ রাজনীতির বদলে শুরু হয়েছে অপরাজনীতি।এই অপরানীতির বেনেফিসিয়ারি ভারত এবং হাসিনা শেখ। দেশের সকল আমলারা আজ ভারত নিয়ন্ত্রিত যেহেতু তারা ভারতেরই নিয়োগপ্রাপ্ত। তাদেরই প্ররোচনায় সংগঠিত হয়েছে বিডিআর হত্যাকান্ড। জনাব বাবু উই ওর দি পিপল এবং জেকব মিল্টন এর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, পৃথি বীর সর্বস্থানে এমনকি বাংলাদেশ যখন এই হত্যাকান্ডকে নেই করে দেয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে তখন কোন রাজনৈতিক দল না; একটি মানবাধিকার সংস্থা বাংলাদেশের এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত ও প্রতিবাদের মাধ্যমে এধরণের একটা অনুষ্ঠান করে জেকব মিল্টন তার দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের নজির স্থাপন করেছেন। জনাব বাবু উপস্থিত সকলকে করতালির মাধ্যমে জেকব মিল্টনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান বলেন, বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত বেদনার বিষয় এ ঘটনা। যতোদিন বাংলাদেশ থাকবে ততোদিন এ বেদনা আমাদের বহন করতে হবে।একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের পাশে ছোট একটি দেশের অবস্থান হলেও ঐ ছোট দেশের রাজনীতিবিদ, আইন প্রণয়নকারী ও সশস্ত্র বাহিনীর উচিত যে কোন উপায়ে আগ্রাসনের মোকাবেলা করা। কিন্তু দেশের সকলের মধ্যেই একটা অজুহাত তৈরীর মাধ্যমে দায়িত্বকে এড়ানোর প্রচেষ্টা সর্বত্র পরিলক্ষিত।

মেজর (অব:) জালাল আহমেদ সশস্ত্র বাহিনীর উপর জেকব মিল্টন এর কঠোর সমালোচনার জবাবে বলেন, "সশস্ত্র বাহিনীর হয়তো কোথাও পেশাগত দায়বদ্ধতা থ াকতে পারে।কিন্তু, বিডিআর হত্যাকাণ্ডে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত, স্মৃতিচারন ও হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের বিচারের দাবি জানানো পোশাকধারীদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মেজর জালাল মনে করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানের মিলেনিয়াম টিভির প্রধান নির্বাহী নূর মোহাম্মদ দফাদার বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও আমলাদের নৈতিক স্খলন, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও দেশপ্রেমের অনুপস্থিতিকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কারণ বলে মনে করেন।যখন কেহই বিডিআর হত্যাকাণ্ডে নিহতদের নিয়ে কথা বলতে নারাজ, ঠিক তখন জেকব মিল্টন এবং উই আর দি পিপল এর এ ধরণের উদ্যোগ সকলের জন্য অনুপ্রেরণার এবং শিক্ষণীয়।

উই আর দি পিপল এর পরিচালক নিরু এস নীরা অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে বলেন, "সিরাজ সিকদারের হত্যাকে যেভাবে পুঁজি করে সিরাজ সিকদারের ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজনরা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কোটিপতি হয়েছে ঠিক একইভাবে বিডিআর হত্যাকাণ্ডে নিহতদের পরিবারবর্গরাও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কোটিপতি হয়ে নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে আছে।নিহতদের অনেক আত্মীয়স্বজনরা নর্থ আমেরিকায় বসবাস করলেও তারা ইচ্ছা করেই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি।তাদেরকে এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণরূপে অবগত করানোর পরেও তারা বিডিআর হত্যাকাণ্ডে নিহতদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আগ্রহ বোধ করেনি।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস-বাফা'র একুশের প্রভাতফেরিতে কংগ্রেসওম্যান ওকাসিও কর্টেস

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস-বাফা'র একুশের প্রভাতফেরিতে ডেমোক্রেট নেত্রী কংগ্রেসওম্যান আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ অংশগ্রহণ করেছেন। এবার প্রথমবারের মতো কংগ্রেসওম্যান আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ বাফা'র প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ এবং দিবসের গুরুত্বের উপর বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি প্রতি বছর এমন আয়োজনের জন্য বাফাকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারী বুধবার বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা) নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মহান শহীদ দিবস পালন করেছে। এদিন সকাল সাড়ে নটায় বাফার প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয় প্রভাত ফেরী।

অনুষ্ঠানে কংগ্রেসওম্যান আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ, নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাসেম্বলীওম্যান কারিনা রিয়েজ, নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাসেম্বলীম্যান এ্যাডি গিজ, সিটি কাউন্সিল মেম্বার এ্যামান্ডা ফারিয়াজসহ বাঙালি কমিউনিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বাফার প্রতিষ্ঠাতা ফরিদা ইয়াসমীন একুশের অনুষ্ঠান সফল করায় সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মহান ভাষা আন্দোলনের ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে আমেরিকান-বাংলাদেশী শিশুদের পরিচিত ও সম্পৃক্ত করা এবং সেই সঙ্গে দিবসটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে উদযাপনে বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস-বাফা ইউএসএ নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের স্টারলিং এলাকায় ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছরই একুশের প্রভাতফেরির আয়োজন করে আসছে। এবারও এই প্রভাতফেরিতে বাফার সকল শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী, সংগঠক এবং স্থানীয় বাঙালি কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনসহ সর্বস্তরের বাঙালিরা আবহাওয়ার প্রচন্ড প্রতিকুলতাকে উপেক্ষা করে অত্যন্ত আগ্রহভরে অংশগ্রহণ করেন। প্রতি বছরের মতো এবছরও দিবসটি পালনে এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মুলধারার সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয়া সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে ডেসিস রাইজিং আপ এ্যান্ড মুভিং (ড্রাম), স্বপ্ন এনওয়াইসি, উদিচী যুক্তরাষ্ট্র, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ ওমেন্স এসোসিয়েশন, ব্রঙ্কস মিউজিক এন্ড হ্যারিটেজ সেন্টার, হৃদয়ে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন। এরপর বাফার অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। দিবসটি উপলক্ষে এদিন বাফায় নাচ, গান কবিতা আসর বসে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা দিবসটি উদযাপনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে বাফাসহ এলাকার বাঙালি কমিউনিটিকে অভিনন্দিত করেন। তারা বলেন, বাঙালির ভাষা-চেতনা দ্বারা সারা বিশ্ব আজ মায়ের ভাষা রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নতুন প্রজন্মের মাঝে মাতৃভাষার চর্চা ও বিকাশকে আরো বেগবান করার আহবান জানান তারা।-ইউএসএ নিউজ

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার কার্যালয় পরিদর্শন

সিডিপ্যাপ রক্ষায় দৃঢ় অবস্থানে সিনেটর মাইকেল জিনারিস

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট এর ডেপুটি মেজরিটি লিডার সিনেটর মাইকেল জিনারিস সিডিপ্যাপ (কনজুমার ডিরেক্টেড পার্সোনাল এসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম) রক্ষায় তার দৃঢ় অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। তিনি বৃহস্পতিবার সকালে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম হোম কেয়ার ও সিডিপ্যাপ সেবা প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও

অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের জ্যাকসন হাইটস সার্ভিস সেন্টার ও কর্পোরেট অফিস পরিদর্শনকালে একথা বলেন। সিনেটর জিনারিস সকালে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এর কার্যালয়ে পৌঁছলে সেখানে তাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানান বাংলাদেশি কমিউনিটির মাঝে প্রথম হোম কেয়ার সেবার সংযোগকারী গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি সিনেটরকে ৭২-২৮ জ্যাকসন হাইটস নীচতলায় বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এর বিভিন্ন বিভাগ ও সেবা পরিসর ঘুরে দেখান। পরে সিনেটর জিনারিসকে নিয়ে যান ৭২-২৬ জ্যাকসন হাইটস-এর দোতলায় প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট অফিসে। সেসময় জয় বাংলাদেশ মিডিয়া ইনক্ অফিসে অতিথির হাতে সদ্য প্রকাশিত ইংরেজি সাময়িকী দ্য বে ওয়েভ এর প্রথম সংখ্যা তুলে দেন সম্পাদক ও প্রকাশক আবু জাফর মাহমুদ। সেসময় সিনেটর সদ্য প্রকাশিত বাংলা সাময়িকী 'জয় বাংলাদেশ' ও সম্প্রচারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণরত জেবিটিভি'র কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। তার সঙ্গে ছিলেন সিডিপ্যাপ রক্ষায় জন্য প্রধান আন্দোলনকারী স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের নিযুক্ত লবিষ্ট এড কেলি। সেসময় বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারসহ এজেডএম গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

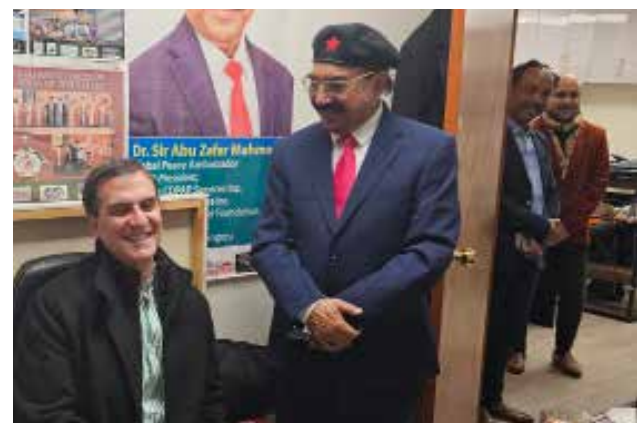

জ্যাকসন হাইটসে মানহা'স ক্লোজেটের শো রুম এর শুভ উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রবিবার সন্ধ্যায় মানহা'স ক্লোজেট-এর নতুন শো রুম উদ্বোধন হয়েছে। দুই পর্বের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ১ম পর্বে মিলাদ ও দোয়া করা হয় । জ্যাকসন হাইট্স ইসলামিক সেন্টারের খতিব এবং পেশ ইমাম মওলানা আবদুস সাদেক মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন। নিউ ইয়র্ক কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, প্রবাসের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের উপস্থিতে অনুস্টিত অনুস্টানের ২য় পর্বে বাংলাদেশের জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেত্রী প্রিয় দর্শিনী খ্যাত জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা আরিফা জামান মৌসুমী ফিতা কেঠে অফিসিয়ালী মানহা'স ক্লোজেটের উদ্বোধন করেন। চিত্রনায়িকা মৌসুমী ছাড়া ও আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ও জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী রিজিয়া পারভিন, বিশিস্ট রাজনীতিবিদ জিল্লুর রহমান জিল্লু, শো টাইম মিউজিকে এর কর্নধার আলমগীর খান আলম, বিশিষ্ট রিয়েলস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, আশা হোম কেয়ারের প্রসিডেন্ট ও সিইও আকাশ রহমান, চেয়ারম্যান এশা রহমান, জেএমসির ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বার মন্জুর আহমদ চৌধুরী, বিশিষ্ট কমিউনিটি একটিভিস্ট, ব্রুকলীন কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার লাইয়ন আহসান হাবীব, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, কমিউনিটি সম্পাদক মেহেবুবর রহমান বাদল, বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ মোশারফ হোসেন সবুজ, বিশিস্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ বদিউল আলম, সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি ফারুক মজুমদার, নিউ ইয়র্ক পুলিশ অক্সিলারি ডিপার্টমেন্টের ক্যাপটেইন সৈয়দ এনায়েত আলী, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ কাসেম, জ্যাকসন হাইটস এলাকা বাসীর নেতা কমিউনিটি একটিভিস্ট মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাধারন সম্পাদক আশরাফুজ্জামান আশরাফ, যশোর জেলা সমিতির সভাপতি তরিকুল ইসলাম বাদল, সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম, রাজনীতিবীদ ও সমাজ কর্মী খোরশেদ আলম, পাবনা সোসাইটির সাধারন সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনির, জোয়ানার সাধারন সম্পাদক আহমেদ সোহেল, মনির ড্রাইভিং স্কুলের সত্বাধিকারী মো মনির, যশোর সমিতির কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, চট্রগ্রামের সাইফুউদ্দিন খান স্বপন ও বিশিষ্ট ছড়াকার সামস চৌধুরী রুশো প্রমুখ।

উদ্বোধনের সময় উপস্থিত হতে না পারলেও পরবর্তিতে উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজিনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গিয়াস আহমেদ, সাধারন সম্পাদক তারেক হাসান খান, বাংলাদেশের সোসাইটির সাবেক সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবদুস সবুর, জসিম ভুঁইয়া, দোহার উপজেলা সমিতির সি সহ-সভাপতি শাহিনুর রহমান বিপ্লব, লায়ন কামরুল ইসলাম, মোসলিম উদ্দীন সহ অসংখ্য কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও শুভাকাংখিরা!

এছাড়াও প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের মধ্যে পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, নবযুগ সম্পাদক সাহাবউদ্দীন সাগর, ঠিকানা পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম, নিউইয়র্ক প্রেসক্লাব সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, মুক্তচিন্তার সম্পাদক ফরিদ আলম, সিনিয়র ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, প্রথম আলোর মন্জুরুল হক, ফটো সাংবাদিক তুষার., এটিভির প্রতিনিধি সৌরভ ইমাম, এন আর বি কানেক্ট টেলিভিশনের জলি আহমেদ, আইবি টিভির মো সাবু, ফটো সাংবাদিক মোহাম্মদ হোসাইন দিপু, প্রমুখ!

মানহা'স ক্লোজেটের সত্বাধিকারী ও বিশিষ্ট ফ্যাশন ডিজাইনার আরিফা হক বৈশাখী জানান, মানহা'স ক্লোজেট একটি এক্সক্লোসিভ বুটিক হাউস, এই প্রতিস্টানে যে প্রডাক্ট গুলো বিক্রি হয় তার সব গুলোই নিজেদের ডিজাইন করা এবং প্রতিটি ডিজাইনের আলাদা আলাদা পেটার্ন আছে। তিনি আরো বলেন মানহা'স ক্লোজেটের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য কোয়ালিটি ঠিক রেখে ক্রেতাদের মন জয় করা। মানহা'স ক্লোজেট কোয়ালিটির সাথে কখনো আপোস করে না। মানহা'স ক্লোজেট সব সময় মহিলাদের পোষাক তৈরি করলেও এখন থেকে পুরুষদেরও কিছু কিছু এক্সক্লোসিভ পোষাক বিক্রি করবে। যেকোন বিশেষ অনুস্টানের জন্য শাড়ি কিংবা পান্জাবী অর্ডার দিলে নুন্যতম মুল্যে দেয়া যাবে বলেও ডিজাইনার বৈশাখী জানান।

প্রতিস্টানের সত্বাধিকারী আরিফা হক বৈশাখী উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান, বিশেষ করে তার এই শো রুম চালুর পিছনে যাঁদের বিশেষ অবদান ছিল তাদের মধ্যে যে কয়েকজন উল্ল্যেখযোগ্য তারা হচ্ছেন নুরুল আজিম, আলমগীর খান আলম, আকাশ রহমান ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী যশোর সমিতির সভাপতি তরিকুল ইসলাম বাদল, লায়ন আহসান হাবিব, মো খায়রুল হক পায়েল ও সালমা মৌসুমী প্রমুখ।

প্রতিদিন দুপুর ১২ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত এই স্টোর খোলা থাকবে। স্টোরের ঠিকানা ঃ ৭২-২৮ ব্রডওয়ে, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক (ওয়েবস্টার ব্যাংকের উল্টো পাশে। ফোন ঃ ৯২৯ ৫০০ ৯৭৪২ ।

একটিভিস্ট ও মর্টগেজ ব্যবসায়ী জান ফাহিম, কুইন্স পেলেসের সত্বাধিকারী মোস্তাকিম বিল্লাহ, সিপিএ সরওয়ার জামান চৌধুরী, চট্রগ্রাম সমিতির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইন্জিনিয়ার শেখ খালেদ, জেবিবিএর নেতা ও কর্নফুলী ট্রাভেলসের সত্বধিকারী মোহাম্মদ সেলিম হারুন, চট্রগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, সাবেক সাধারন

নিউ ইয়র্ক প্রবাসী সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী সাহিত্যের একজন সফল মানুষ

পরিচয় ডেস্ক: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক, নর্থ ইষ্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, সিলেট-এর স্কুল অব বিজনেস বিভাগের ডিন, লেখক প্রফেসর হারুনুর রশীদ বলেছেন, সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী সাহিত্য জগতের একজন সফল মানুষ। তিনি ছড়ার পাশাপাশি গল্পেও কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। গল্পে যে সব উপাদান থাকার কথা এর সবগুলোই তাঁর গল্পের বই 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা ও 'রাজার চোখে বানের পানি'এ বিদ্যমান। তার লেখনিতে সমাজের অসংঙ্গতি সহ ফুটে উঠে সামাজিক নানা চারিত্র্য। তিনি দীর্ঘদিন থেকে সিলেট সহ দেশে ছড়াশিল্পে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। প্রবাসে থেকেও তিনি যেভাবে লেখালেখি করছেন তা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আমার বিশ্বাস ছড়াকার সুফিয়ান চৌধুরী তার এই চর্চা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবেন। নতুন প্রজন্মের জন্য তিনি এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন।

তিনি গত বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় সিলেট নগরীর জিন্দাবাজারস্থ নজরুল একাডেমি মিলনায়তনে সিলেট সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে এবং স্বদেশ ফোরাম ও ছড়া পরিষদ সিলেট এর সহযোগিতায় সিলেট সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, ছড়াকার সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী এডভোকেট এর "স্বপ্নের ফেরিওয়ালা" এবং "রাজার চোখে বানের পানি" বইয়ের প্রকাশনা উপলক্ষে আয়োজিত আনন্দআড্ডায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। তিনি ছড়াকার সুফিয়ান আহমদ চৌধুরীর উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

সিলেট সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি পুলিন রায়ের সভাপতিত্বে আনন্দআড্ডায় প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট গল্পকার জামান মাহবুব। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার দৈনিক বাংলাদেশ বার্তার সম্পাদক লেখক আব্দুর রশিদ চৌধুরী।

ছড়াকার রানা কুমার সিংহ ও এম আলী হোসাইন এর যৌথ সঞ্চালনায় শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কবি মো. আলাউদ্দিন তালুকদার। মঞ্চে আরো ছিলেন ছড়াকার জয়নাল আবেদীন জুয়েল ও বিশিষ্ট ছড়াকার যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী রনক আহমদ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনা ও লেখা পাঠে অংশ নেন হৃষীকেশ রায় শংকর, সনতু চৌধুরী, বাবুল আহমদ, শাহাদাত বখত শাহেদ, অজিত রায় ভজন, প্রণবকান্তি দেব, জান্নাত আরা খান পান্না, রাহনুমা শাব্বীর চৌধুরী, সেনুয়ারা আক্তার চিনু, অমিতা বর্ধন, বিমল কর, ধ্রুব গৌতম, ডা. হারুন রশিদ শিকদার, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, চন্দ্রশেখর দেব, দেওয়ান গাজী আব্দুল কুদ্দুছ, বিমান বিহারী বিশ্বাস, আশরাফ মো. উজায়ের, মো. জহিরুল হক, শাওন সরকার, আতাউর রহমান, সাদির হোসাইন, জুবের আহমদ সার্জন, শিপারা বেগম, কয়েছ আহমদ সাগর, মো. রিপন মিয়া, রওনক আহমদ এনাম, জসিম হাসান রাফি, সুপ্রিয় ব্যানার্জি শান্ত, নাহিদা নার্গিস, অঞ্জন কুমার পাল, দুলাল হোসেন, সুয়েজ হোসেন, জাকির হোসেন, ফাতেহা বেগম ও স্নেহা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ছড়াকার সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী এডভোকেট এর "স্বপ্নের ফেরিওয়ালা" এবং "রাজার চোখে বানের পানি" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিবৃন্দ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

কমিউনিটির বয়োজ্যেষ্ঠদের 'রোটারী ক্লাব অফ হোপ নিউ ইয়র্ক' এর সম্মাননা প্রদান

পরিচয় ডেস্ক: রবিবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, জামাইকা, কুইনসে "রোটারী ক্লাব অফ হোপ নিউ ইয়র্ক" আয়োজনে এক আড়ম্বরপূর্ন অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বয়োজ্যেষ্ঠ কিছু ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয়। ভালবাসা আর সম্মানের প্রতিক স্বরূপ উপস্থিত

ক্লাব সদস্যরা নিজ হাতে অতিথি বয়োজ্যেষ্ঠদের গলায় পড়িয়ে দেন লাল এবং সাদা রঙের উলের মাফলার।টিভি পর্দায় প্রদর্শন করা হয় অনুপ্রেরণামুলক কথা, " ইউ আর নট ওলড, ইউ আর আওয়ার গোলড, এইজ ইজ জাসট এ নম্বার", "উই লাভ ইউ, উই ভেলউ ইউ, রোটারিয়ানস আর উইথ ইউ"র ।

অনুষ্ঠানের শুরতেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সম্মানে সকলে দারিয়ে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি"। ক্লাব প্রেসিডেন্ট কাজি আহমেদের মা, প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক কাজী শফিকউদ্দিন খাদেমের স্ত্রী, একাশি বছর বয়সি হাসনা শফিক ১৯৫২ সালে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন । ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট রওনক আহমেদ মঞ্চে ডেকে নেন ক্লাব সদস্য আতিকুর রহমানকে যার বাবা একজন ভাষা সৈনিক, প্রয়াত মুস্তাফিজুর রহমান। আতিকুর রহমান তার বাবার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তুলে ধরেন কিভাবে যুবক বয়সে মিছিলরত অবস্থায় একজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হলে তাকে সাইকেলে তুলে নিয়ে সর্বোশক্তি দিয়ে পেডেল চেপে ঢাকা মেডিকেল কলেজহাসপাতালে পৌছে দেন মুস্তাফিজুর রহমান। রওনক আহমেদের বাবা, তিরাশি বছর বয়সী দলিল আহমেদ, রোটারী ক্লাব অফ হোপ নিউ ইয়র্কের পক্ষ থেকে একটি "বাইসাইকেল শোপিস" তুলে দেন আতিকুর রহমানের হাতে, ভাষা সৈনিক, প্রয়াত মুস্তাফিজুর রহমানের সাহসিকতার স্বীকৃতি এবং মরণোত্তর সম্মাননা স্বরূপ।

উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠদের আনন্দ দেবার প্রয়াসে আয়োজন করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক পর্ব, মিউজিকেল পিলো খেলার প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরনি এবং সেই সাথে ছিলো মধ্যাহ্ন ভোজন ও চায়ের আয়োজন। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে ক্লাব প্রেসিডেন্ট কাজি আহমেদ এবং ক্লাব সেকরেটারী পারভেজ সোহেল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট রওনক আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে কেক কেটে রোটারী ইন্টারন্যাশনালরে ১১৯তম জন্মদিন উদযাপন করেন। উপস্থিত সদস্যরা ছিলেন সোয়েব খান, আতিকুর রহমান, সানটুনু সাজজাদ, ফয়সাল মাহমুদ, আরিফ আহমেদ, মোহাম্মদ বাবর, আব্দুল্লাহ তারেক মোহাম্মদ এবং মারসা চৌধুরী।

ক্লাব প্রেসিডেন্ট কাজি আহমেদ একটি স্লাইড শো উপস্থাপন করে ক্লাবের বাৎসরিক কর্মকান্ড সকলের কাছে তুলে ধরেন। ক্লাবটির কর্মকান্ড দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে অতিথিবৃন্দদের মধ্য থেকে কেও কেও আর্থিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট রওনক আহমেদ সকল অতিথিবৃন্দদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবং রোটারী ইনটারনেশনালের সাথে থাকার অনুরোধ করে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।- জলি আহমেদ প্রেরিত

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র নতুন কমিটি গঠিত : ফরিদ খান সভাপতি, শরীফ শিকদার সাধারণ সম্পাদক

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের প্রথম সামাজিক সংগঠন 'প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ সালের জন্য গঠিত কমিটিতে ফরিদ খান সভাপতি ও শরীফ শিকদার সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। সংগঠনের বিশেষ সাধারণ সভায় এই কমিটি গঠন করা হয়।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি আব্দুল হাকিম এবং সভা পরিচালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আনিস। সভায় আলোচনার ভিত্তিতে নতুন কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও নতুন কোষাধ্যক্ষ, সাহিত্য সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে যথাক্রমে মোহাম্মদ শাহজাহান, খালিদ মিঠু ও সামিনা খন্দকার-কে মনোনীত করা হয়। খুব শীঘ্রই পূর্ণ কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে সভায় জানানো হয়। সবশেষে নতুন কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। সভায় অর্ধ শতাধিক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী উপস্থিত ছিলেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। এর আগে সভায় সংগঠনের গত চার বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়। এরপর নির্বাচন কমিশন নতুন কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্য ছিলেন- কৃষিবীদ আব্দুর রহমান, খন্দকার আশিক শামীম, ফরহাদ তালুকদার, মোজাম্মেল হক, আওয়াল সিদ্দিকী, খন্দকার বদরুজ্জামান পিকলু ও আক্তারুজ্জামান হ্যাপি। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলি 'ডিষ্ট্রিক্ট এডভাইজার' হলেন সাংবাদিক এস এম সোলায়মান

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলি ডিষ্ট্রিক্ট ৩০'র এডভাইজার হলেন সাংবাদিক এস এম সোলায়মান। এর আগে তিনি একই এসেম্বলি ডিষ্ট্রিক্ট'র কমিউনিটি লিয়াজো'র দায়িত্বে ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারী বুধবার কুইন্সের ম্যাসপাথ টাউন হলে এডভাইজার বোর্ডের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত ২০২৩ থেকে আগামি ২০২৫ পর্যন্ত এসেম্বলি ডিষ্ট্রিক্ট ৩০'র বাজেট

ও কর্ম পরিকল্পনা তুলে ধরেন এসেম্বলিমেম্বার স্টিভেন রাগা। এডভাইজারি সভায় নিউইয়র্কের বিভিন্ন কমিউনিটির মূলধারার নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। সভা সঞ্চালনা করেন স্টেট এসেম্বলি ডিষ্ট্রিক্ট ৩০'র ডিরেক্টর অব কমিউনিটি এফেয়ার্স মিস ডলমা লামা। এই ডিষ্ট্রিক্টের কমিউনিটির ব্যবসায়ি এবং অভিবাসিদের কল্যানে বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরেন এডভাইজরী বোর্ড মেম্বাররা। এসময় এসেম্বলিমেম্বার স্টিভেন রাগা নব নিযুক্ত এডভাইজার বোর্ড মেম্বারদের হাতে বাজেট ও কর্ম পরিকল্পনা ডাটা বুক তুলে দেন।

বিশেষ করে কুইন্সে বসবাসরত অভিবাসিদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ বাংলাদেশি কমিউনিটি। তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটির ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সাথে একসাথে কাজ করার অংগীকার ব্যক্ত করেন এসেম্বলিম্যান রাগা।

নিউইয়র্ক এসেম্বলি ডিষ্ট্রিক্ট ৩০'র অধীনে স্টোরিয়া, উডসাইড, জ্যাকসন হাইটস, এলমহার্ষট, ম্যাসপ্যাথ এলাকায় স্মল বিজনেস ও হাউজ ওনারদের সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন এসেম্বলিম্যান রাগা। এদিকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি এসএম সোলায়মানের স্টেট এসেম্বলি ডিষ্ট্রিক্ট ৩০'র এডভাইজার হওয়া শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। মূলধারার নতুন এ পদে দায়িত্ব নিয়ে মহান আল্লাহর নিকট শোকরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে ইয়াং ডেমোক্র্যাট মূলধারার তরুন নেতা জয় চৌধুরীসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জানান। আগামিতে আরও বড় পরিসরে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের আমানগন্ডা গ্রামের কৃতি সন্তান সাংবাদিক এস এম সোলায়মান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

গিয়াস আহমেদের উদ্যোগে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিমেম্বার পদপ্রার্থী হাইরাম মনসেরাতের ফান্ডরেইজিং

পরিচয় ডেস্কঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টিনিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিমেম্বার পদপ্রার্থী, সাবেক সিনেটর ও নিউইয়র্ক সিটির সাবেক কাউন্সিলমেম্বার হাইরাম মনসেরাতের জন্য ফান্ডরেইজিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী

বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গিয়াস আহমেদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জ্যাকসন হাইটস বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান, আশা ডে কেয়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আকাশ রহমান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আবুল কাশেম, সাইফুল ইসলাম, মনির আহমেদ প্রমুখ। হাইরাম মনসেরাত নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক ৩৫ থেকে নির্বাচন করবেন। তার নির্বাচনী এলাকা করোনা, রিগো পার্ক, ইস্ট এলমহার্স্ট ও ফরেন হিল। অনুষ্ঠানে হাইরাম মনসেরাত অ্যাসেম্বলিমেম্বার প্রার্থী হিসেবে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সবার সামনে তুলে ধরেন।

জ্যাকসন হাইটসে হিন্দু সমাবেশ, পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৪ ফেব্রুয়ারী, শনিবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ জুইস্ সেন্টারে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আমেরিকার সনাতনীদের সর্ব বৃহৎ সংগঠন হিন্দু মিলন মেলা নিউইয়র্ক এর হিন্দু সমাবেশ, পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন বিকাল ৪টায় শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। গীতাপাঠে অংশগ্রহন করে ৩০জন শিশু-কিশোর। গীতা পাঠ পরিচালনায় ছিলেন শ্রী চন্দন দাস, শ্রী নারায়ন রায় ও ইঞ্জি. শ্রী রঞ্জিত কুমার রায়।

অনুষ্ঠানের শুরু হয় প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে। ডাঃ শ্রী প্রভাত দাস এর নেতৃত্বে প্রদীপ প্রজ্জলনে অংশগ্রহন করেন আগত প্রধান অতিথি প্রিয়া সাহা, এসেম্বলী ওমেন পদপার্থী জোহানা কারমোনা, নিউইয়র্ক মেয়র অফিস থেকে আগত পেট্রিসিয়া রঘুনন্দন, এটর্ণী অশোক কর্মকার, এক্টিভিস্ট ও কলামিষ্ট শিতাংশু গুহ, কলোম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক দ্বীজেন ভট্টাচার্য্য, ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ এর সভাপতি শ্রী ভজন সরকার, শ্রী দীলিপ নাথ, শ্রী দীনেশ মজুমদার, শ্রী সুশীল সিনহা, শ্রী জর্নাদ্দন চৌধুরী, শ্রী প্রনব রায় রনো, শ্রী প্রিয়লাল মন্ডল, শ্রী সহদেব তালুকদার সহ আরো অনেকে।

শ্রী উৎপল চৌধুরীর সঞ্চালনায় শুরু হয় মুল অনুষ্ঠান "হিন্দু সমাবেশ"। তিনটি বিশেষ বিষয়ের উপর আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানান হিন্দু মিলন মেলা নিউইয়র্ক ইন্ক এর সভপতি শ্রী রামদাস ঘরামী। ১) বিশ্বে হিন্দুদের উপর নির্যাতন ও

নীপিড়ন ২) হিন্দু সেন্টার নির্মান ও ৩) ফিউনারেল সেন্টার নির্মান। শ্রী সুশীল সিনহা মহোদয়ের স্বাগত ভাষনের মাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা সভা। তিনি হিন্দু সেন্টারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীমতি প্রিয়া সাহা'র বক্তব্যে জানা যায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল ট্রাম এর সাথে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার কথা। এরপর একে একে বক্তব্য রাখেন, ডাঃ শ্রী প্রভাত দাস, এসেম্বলী ওমেন পদপার্থী জোহানা কারমোনা, নিউইয়র্ক মেয়র অফিস থেকে আগত পেট্রিসিয়া রঘুনন্দন, এটর্ণী অশোক কর্মকার, এক্টিভিস্ট ও কলামিষ্ট শিতাংশু গুহ, কলোম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক দ্বীজেন ভট্টাচার্য্য, ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ এর সভাপতি শ্রী ভজন সরকার, শ্রী দীলিপ নাথ, শ্রী দীনেশ মজুমদার, শ্রী সুশীল সিনহা, শ্রী জর্নাদ্দন চৌধুরী, শ্রী প্রনব রায় রনো, শ্রী প্রিয়লাল মন্ডল, শ্রী সহদেব তালুকদার সহ আরো অনেকে।

এরপর শুরু হয় পিঠা উৎসব ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। হরেক রকমের পিঠা শোভা পায় এই পিঠা উৎসবে। যে সকল পরিবার তাদের বানানো পিঠা নিয়ে এই পিঠা উৎসব উপস্থিত হন তাদেরকে নামজপের মালা ও ফুল দিয়ে সম্মানা দেয়া হয়। ডাঃ প্রভাত দাস বিশেষ সম্মাননায় ভুষিত করেন, নিউইয়র্কের সমাজকর্মী, ধর্মীয় সংগঠক, গীতাপাঠক শ্রী প্রনব রায় রনো ও শ্রী সহদেব তালুকদার মহোদয়কে। ইউনাইটেড হিন্দুসের বোর্ড অব ট্রাষ্টী শ্রী নিত্যানন্দ কিশোর দাস ব্রহ্মচারী নাম জপ করা উপায় ও তার উপকারীতা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং নাম জপের মাধ্যমে সকল নিত্য কর্ম চালিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ। সুরের মুর্চ্ছনায় ভরে জুইস সেন্টার।

অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ঃ শ্রী গৌরাঙ্গ রায়, শ্রী ভবতোষ মিত্র, শ্রী সুশীল সিন্হা, শ্রীমতি সুমিতা বিশ্বাস, শ্রীমতি সবিতা দাস, শ্রী রামদাস ঘরামী, শ্রী প্রনব রায় (রনো), শ্রী রূপক নন্দী, শ্রী সুমন সুত্রধর, শ্রী দেবব্রত ঘোষ, শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, শ্রী পরেশ ধর, শ্রী পলাশ নন্দী, শ্রী তাপস সাহা, শ্রী রাম দেবনাথ, শ্রী সনজিত কুমার ঘোষ, শ্রী বিধান পাল, শ্রী কৃষাণ দাস, শ্রী রতন মন্ডল, শ্রী দেবব্রত মজুমদার, শ্রী প্রিয়লাল মন্ডল, শ্রী প্রীতিশ বালা, শ্রী অসীম চন্দ্র দাস, শ্রী শংকর বিশাল, শ্রী গৌরাঙ্গ বাড়ই। সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ প্রভাত চন্দ্র দাস নিউইয়র্কে একটি হিন্দু সেন্টার ও ফিউনারেল সেন্টারের গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই মহা কর্মযজ্ঞে সামিল হতে সকল হিন্দুদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি হিন্দু মিলন মেলা নিউইয়র্ক এর সভাপতি ও ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ ইন্ক এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী রামদাস ঘরামীকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে একটি মিটিং সেট করার জন্য অনুরোধ করেন। সেই সাথে উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন মন্দির এবং সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী এবং অত্র সংগঠনের সমস্ত নেতা কর্মীদের শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

২৪-২৭ মে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে ‘নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা’

পরিচয় ডেস্ক: 'যত বই, তত প্রাণ' স্লোগান নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩৩তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা। আগামী ২৪-২৭ মে নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টার। গত সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানায় মেলার আয়োজক সংস্থা মুক্তধারা ফাউন্ডেশন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ড. নুরুন নবী বলেন, ১৯৯২ সাল থেকে গত ৩২ বছর ধরে নিয়মিত এই মেলা আয়োজিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ৩৩তম বারের মতো নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা। এবারের আয়োজনের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছেন সাংবাদিক ও লেখক হাসান ফেরদৌস। এবারের বইমেলায় বাংলাদেশ থেকে ২৫টির মতো প্রকাশনা সংস্থা, কোলকাতা থেকে ৫টি এবং নিউ ইয়র্কসহ আমেরিকা, কানাডার ১০টিসহ মোট ৪০টি প্রকাশনা অংশগ্রহন করবে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ২০টির অধিক রাজ্য থেকে এবং কানাডা, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়, সুইডেন ও জাপান থেকে শতাধিক লেখক সাহিত্যিক এই মেলায় অংশগ্রহণ করবেন।

মেলার বিস্তারিত তুলে ধরে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা রোকেয়া হায়দার বলেন, এবারের এই মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠান। এছাড়া সোস্যাল মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে থাকছে বিশেষ আলোচনা। অভিবাসীদের জীবনচরিত নিয়ে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং অর্ধ শতাধিক লেখকের নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও বই পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠান থাকবে। বইমেলার চারদিনই থাকবে বিভিন্ন পর্বে আমেরিকায় বেড়ে উঠা নতুন প্রজন্মদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। উত্তর আমেরিকার ১৫টির অধিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন কার্যকরী সহযোগী হিসেবে মেলায় যুক্ত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলার সিগনেচার অনুষ্ঠান লেখক পাঠক মুখোমুখিও থাকছে।

তিনি আরো বলেন, নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা কবি কামাল চৌধুরী, সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব খলিল আহমেদ, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক কবি মিনার মনসুর, কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সৌমিত্র শেখরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গের খ্যাতনামা সৃজনশীল প্রকাশকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এবারের নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির বিশ্বায়নে বঙ্গবন্ধু প্রদর্শিত দিক নির্দেশ অনুসরণ করে।

তিনি আরো বলেন, প্রতিবারের মতো এবারও মেলায় দেওয়া হবে মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪। এ পুরস্কারের অর্থমান ৩০০০ ডলার। গত বছর এ পুরস্কার পেয়েছেন কবি আসাদ চৌধুরী। এছাড়া অভিবাসী নতুন লেখকদের প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে পুরস্কার এবং শহীদ কাদরী গ্রন্থ পুরস্কার ২০২৪ প্রধান করা হবে। অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা সংস্থা থেকে বিজয়ী শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হবে চিত্তরঞ্জন সাহা সেরা প্রকাশনা সংস্থা পুরস্কার ২০২৪।

সংবাদ সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে একুশে পদকপ্রাপ্ত ছাড়াকার লুৎফর রহমান রিটন বলেন, নিউইয়র্কের বই মেলা বাংলাদেশের মানুষের কাছে দ্বিতীয় বইমেলা। বাংলা একাডেমির আয়োজিত বইমেলার পরে নিউইয়র্কের বইমেলা ৩৩ বছর ধরে আরেকটি গৌরব অর্জন করেছে। এটা বাঙ্গালীর জন্য একটি বিশাল ব্যাপ্তি। মুক্তধারার এই অবদান সফল হবে। বাঙ্গালী তার ধারাই এগিয়ে যাবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি নুরুল হুদা বলেন, মায়ের ভাষার জন্য জীবন দিল যারা তারাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম শহীদ। তারা বাংলা ভাষা উচ্চারণ করে বাঙালি হিসেবে পরিচিত হয়েছে। তারপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্বে আজ বাঙ্গালি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি এটা আমার এক ধরনের অহংকার। নিউইয়র্কের বইমেলার ৩৩ বছর চলছে। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ৩৩ বছর কেউ কথা রাখেনি। কিন্তু মুক্তধারা ফাউন্ডেশন তার কথা রেখেছেন। তারা ৩২ বছর পার করে ৩৩ বছরে এই মেলা আয়োজন করছেন।

তিনি আরো বলেন, অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুক্তধারা ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা একাডেমী দুইটাই শুরু করেছে বই মেলা। তারা ভাষাকে স্থায়ীভাবে রাখার জন্য এই কাজটা করে যাচ্ছে। আমি প্রত্যাশা করছি, তারা তাদের এই ধারা অব্যাহত রাখবে।

এ সময় সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশন উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, জাতীয় কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সৌমিত্র শেখর, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, শিশু সাহিত্যিক লুৎফর রহমান রিটন, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশনা বিক্রেতা সমিতির সহ-সভাপতি আলমগীর শিকদার লোটন, সময় প্রকাশনীর প্রকাশক ফরিদ আহমেদ, আবিষ্কার প্রকাশনীর প্রকাশক দেলোয়ার হোসেন, অনন্যা প্রকাশনীর প্রকাশক মনিরুল হক, কবি সৈয়দ আল ফারুক, ডা. হুমায়ুন কবীর, সৈয়দ শামীম ও কোলকাতা থেকে আগত কবি কাজল চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠান শেষে সঞ্চালক মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা গোলাম ফারুক ভূঁইয়া, নিউ ইয়র্ক থেকে আগত মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ড. ওবায়দুল্লা মামুন, ইউসুফ রেজা, সাহিত্য ও প্রকাশন সনম্পাদক আদনান সৈয়দ এবং প্রচার সম্পাদক তোফাজ্জল লিটনকে পরিচয় করিয়ে দেন। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

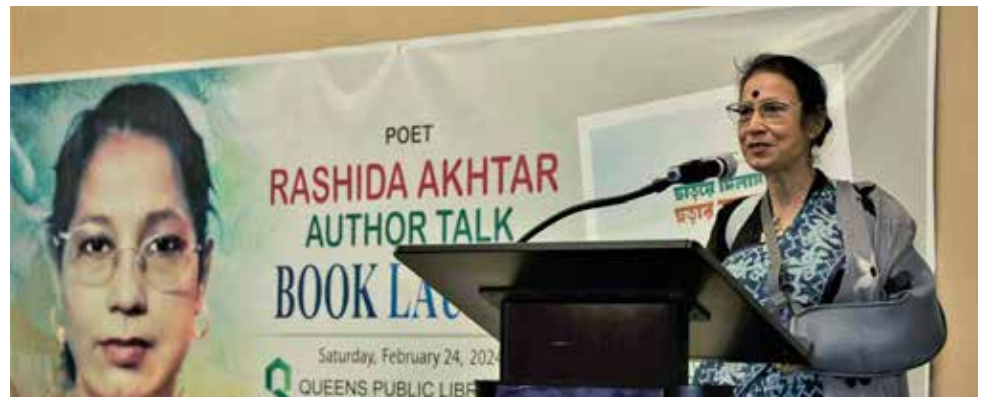

‘ছড়িয়ে দিলাম ছড়ার আলো’র প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৪ শে ফেব্রুয়ারী কুইন্সের সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে এক অনাড়ম্বর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বাঙালী গীতিকবি, শিল্পী, সমাজসেবী এবং লেখিকা মিসেস রশিদা আকতারের ভিন্নধর্মী এক শিশুতোষ ছড়ার বই " ছড়িয়ে দিলাম ছড়ার আলো" প্রকাশনা উৎসব ও লেখিকার সাথে কথোপকথন । শিশু-কিশোর মেধা বিকাশে এবং শিল্প সহায়ক তার এই শিশুতোষ লেখাগুলো শিশু কিশোরদের বিজ্ঞানমনস্ক ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে শেখাবে । শিশু কিশোরদের মনে অসাম্প্রদায়িক মানবিক নীতিনৈতিকতাবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল মানুষ গড়তে সহায়তা করবে। এই বইয়ে লেখিকা সহজ সরল বাংলায় ছড়ায় ছড়ায় এক অনাবিল সত্য সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তিনি ছড়া গানের মাধ্যমে নামতা, বাংলা বর্ণমালা , ইংরেজী বর্ণমালা সংখ্যার ছড়া, দিন মাসের নাম শেখানোর ব্যবস্থা করেছেন । এই বই এতোটাই সহজ সাবলীল ও প্রাণবন্ত করে লেখা হয়েছে যে শিশু খেলতে খেলতে সব শিখে নেবে ।

রশিদা আখতার রসু একাধারে মানবাধিকার কর্মী , অভিনয়, লেখালেখি এবং শিশিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত আছেন । তিনি বাংলাদেশের খুলনা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিশোরী বয়স থেকেই খেলাধুলা, সংগীত, নৃত্য সাথে লেখালেখি জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৮০-৮৩ পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থান করেন এবং সেখানে অবস্থানকালে নাচ গান কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে বাঙালি কমিউনিটিতে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ১৯৮৩ সালে খুলনায় ফিরে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীতে যোগ দেন । এই সময়ে উদীচীর সাংগঠনিক দায়িতবের পাশাপাশি নাচ গান আবৃত্তির মনচে অভিনয় করেন এবং পাশাপাশি শ্রমিক অধিকার নারী পুরুষ সমান অধিকার আদায়ের বিভিধ গনতান্ত্রীক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। কাজ করেছেন মানুষের অধিকার রক্ষায়।

১৯৮৬ সালে রশিদা আকতার বাংলাদেশ বেতার খুলনায় কণ্ঠ শিল্পী হিসেবে তার গানের যাত্রা শুরু করেন পরবর্তীতে উপস্থাপনা, নাট্যশিল্পী ও গীতিকার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।১৯৮৯ সাল থেকে তিনি স্হানীয়ভাবে খুলনা উন্নয়ন ও সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সাথে সম্পৃক্ত আছেন। ১৯৯৩ সালে তিনি পথ শিশুদের জন্য নিজ বাসায় বিশেষ স্কুল চালু করেন। ১৯৯৬ সাল থেকে তিনি অরোতীরথ্য বিদ্যাপিঠ ও সহজ পাঠ শিশু কানন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন । শিশুদের সার্বিক বিকাশে তার সৃজনশীল পদ্ধতি প্রয়োগ ও শিশুতোষ লেখা স্কুলে পড়ানো শুরু হয়। খুলনা জেলায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পাশাপাশি " মুক্ত নারী " নামে নারীবাদী সংগঠন গড়ে তোলেন। ২০০৯ সাল থেকে তিনি সমাজের অবহেলিত নারী ও শিশুদের জন্য খুলনায় "ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এবং একটি শান্তি সনদ নামে একটি আশ্রয় কেন্দ্রে গড়ে তুলেছেন।

এখন পর্যন্ত রশিদা আকতারের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা চারটি যথাক্রমে অতল সুরের সন্ধ্যানে, অগ্নি পথ, হৃদয় ছুঁয়ে এবং শিশু কিশোরদের মেধা বিকাশের জন্য বই ছড়িয়ে দিলাম ছড়ার আলো ।

অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তৌকির আহমেদ, আবৃত্তি শিল্পী ক্লারা রোজারিও, লেখক সম্পাদক সাগর লোহানী, সিনিয়র সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ, আবৃত্তি শিল্পী সেমন্তী ওয়াহেদ, সংগঠক জাকির হোসেন বাচ্চু, মিস্টার জিনাডি প্রমুখ । প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্ক পুলিশে পদোন্নতি পেলেন বাংলাদেশি ৪ কর্মকর্তা

পরিচয় ডেস্ক: গত শুক্রবার (১ ফেব্রুয়ারি) সকালে নিউইয়র্কের কুইন্সে পুলিশ একাডেমিতে জমকালো অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক সিটির পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড এ ক্যাবান নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে (এনওয়াইপিডি) সার্জেন্ট থেকে লেফটেন্যান্ট ও অফিসার থেকে সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পাওয়া চার বাংলাদেশি কর্মকর্তা সার্জেন্ট ইমরান খান ও তালেব হোসেন এবং অফিসার দ্বিজেন রায় ও ফজলে তানিমের হাতে পদোন্নতির সনদ তুলে দেন।

বাংলাদেশী আমেরিকার পুলিশ এসাসিয়েশান-বাপা'র মিডিয়া লিয়াজোঁ ডিটেক্টিভ জামিল সরোয়ার জানান, বর্ণিল অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের পরিবার, প্রিয়জন ও স্বজনরা উপস্থিত থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের উৎসাহ দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) ট্রাস্টি অফিসার সোনিয়া বড়ুয়া, কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর সার্জেন্ট আব্দুল লতিফ এবং বাপা'র নেতারাসহ বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন পেশাজীবীর মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের চারজন সদস্যের পদোন্নতিতে বাপা'র প্রেসিডেন্ট ও ডিটেকটিভ স্কোয়াডের সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ক্যাপ্টেন একেএম শফিউল আলম প্রিন্স এবং জেনারেল সেক্রেটারি ও ডিটেকটিভ রাসেকুর মালিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

‘সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক’র নিয়মিত আয়োজন মাসিক সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক'র নিয়মিত আয়োজন, মাসিক সাহিত্য আসর। আসরটি পরিচালনায় ছিলেন, একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। শুরুতেই ভাষাশহিদ ও ভাষাসৈনিকদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে অবদান

রাখা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

এবারের আসরটি সাজানো হয়েছিলড় স্বরচিত পাঠ, একুশের ওপর আলোচনা, আবৃত্তি, বই আলোচনা এবং অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪ -এ প্রকাশিত বইয়ের পরিচিতি প্রসঙ্গ নিয়ে। প্রথমেই ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন, লেখক এবিএম সালেহ উদ্দীন। তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের জন্য শোকের মাস, চেতনার মাস, বিদ্রোহের মাস। আমরা যদি পৃথিবীর দিকে তাকাই তাহলে বুঝতে পারবো, একুশের যে চেতনা তা জাগ্রত রাখা কতটা প্রয়োজন। একুশকে ধারণ করি ঠিকই, কিন্তু একুশের চেতনাকে যথাযথ জাগিয়ে তুলতে পারি না। ভাষা আন্দোলনের সূত্র থেকেই ক্রমান্বয়ে আমরা একদিন একাত্তরে লাল সবুজ পতাকা নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়েছি। আমাদের জন্য বিষয়টি যেমন আনন্দের ও গৌরবের তেমনি বেদনারও। যে চেতনা ধারণ করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জাগরণ, সংস্কৃতির জাগরণ, বিশ্বব্যাপী এসবের সম্প্রসারণের যে স্বপ্ন দেখি, সে প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই আজকের সাহিত্য একাডেমিতে একুশ নিয়ে কথা বলতে পারছি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ না পেলে, নিজস্ব পতাকা না পেলে আমরা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে পারতাম না। ওয়ার্ড এমারসনের উক্তি টেনে বলেন, একটি ভাষার জাগরণের জন্য যে সাহিত্য এবং সংস্কৃতি প্রয়োজন, সেই সাহিত্য সংস্কৃতি লালন করতে হলে সেই ভাষার চর্চা করতে হবে।

আবৃত্তিশিল্পী শুক্লা রায়ের গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় ছিল একুশের বিশেষ পরিবেশনা ‘দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা’। এতে অংশগ্রহণ করেনড় পারভীন সুলতানা, তাহরিনা পারভীন প্রীতি, লিপি রোজারিও, শুক্লা রায়, রিচার্ড গোমেজ এবং সুমন শামসুদ্দিন।

প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক মনজুর আহমেদ বলেন, আমি ১৯৫২ সালের একুশের মিছিলে যোগ দিয়েছি। তখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম। এবছরে দেখলাম- সরকারি উদ্যোগ কিছুটা আছে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন উপজাতিরা তাদের নিজেদের ভাষায় কাজ করছে। চোখে পড়লো- হাজল ভাষায় ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গানটি। পুরোটা তাদের নিজেদের ভাষায় করে নিয়েছে এবং একই সুরে গাইছে। দেখলাম মার্মারা তাদের বাড়ির আঙিনায় বসে তাদেরই ভাষায় চর্চা করছে। এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ, আমার খুব ভালো লেগেছে! স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্যদিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

কবি হোসাইন কবীর বলেন, রসুল গামজাতভের একজন আভার ভাষার কবি। তিনি রুশ ভাষায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তার আত্মজীবনী মূলক ‘আমার জন্মভূমি দাগেস্তান’ বইটির ৫৭ ও ৫৮ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, কবি একবার ফ্রান্সে গেলেন, দেশের সবাই জানতো তিনি যে গ্রামের বাসিন্দা সেই গ্রামের একজন শিল্পী ফ্রান্সে থাকে, সে বহুদিন আগে মারা গিয়েছে, কিন্তু কবি সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নেবার পর জানতে পারলেন, শিল্পিটি মারা যাননি। তিনি ইতালির এক নারীকে বিয়ে করেছেন এবং তার প্রায় প্রতিটি শিল্পকর্ম জুড়েই থাকে ‘আভার ভাষা’র ছাপ। গ্রামে ফিরে সবাইকে বললেন, তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল, সে জীবিত। গ্রামের লোক বিস্মিত! তখন শিল্পীটির মা জানতে চাইলেন, আচ্ছা ‘রসুল, তুমি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করছো তখন সে কোন ভাষায় কথা বলছিল?’ রসুল বললেন, আমাদের মাঝে একজন দোভাষী ছিল, আমি রুশ ভাষায় কথা

বলেছি আর দোভাষী অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন, ফরাসি ভাষায়। তখন মা বলে উঠলেন, ‘তুমি ভুল বলছো, সে আমার ছেলে নয়। আমার ছেলে যখন আমার গর্ভে এসেছিল তখন তাকে আমি আভার ভাষায় গান, গল্প ও লোককথা শুনিয়েছি। সে বেঁচে থাকলে তো আমার আভার ভাষা, মায়ের ভাষা ভুলে যেতে পারে না!’ মাতৃভাষা এমনই শক্তিশালী! তিনি ভাষাপ্রেমী শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং তার প্রতি বাঙালি জাতির কৃতজ্ঞ থাকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

লেখক ও সাংবাদিক শামীম আল আমিন বলেন, একটা সময় ছিল একুশে ফেব্রুয়ারিকে শুধু আমাদের নিজেদের দিন ভাবতাম, শহিদদিবস হিসেবে পালন করতাম, আর এখন এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, সারা পৃথিবীর মানুষের দিন। ভাবতে ভালো লাগছে, সারা পৃথিবীর মানুষ আমাদের সাথে দিনটি উদযাপন করছে।

এবারের আসরে বই আলোচনায় অংশ নেন নীরা কাদরী। কবি শহীদ কাদরীর 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও' বইটি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। শুরুতেই উল্লেখ করেন, শহীদ কাদরীর বই নিয়ে আলোচনা করবো, এটা আমার ধৃষ্টতা বলা যায়। তবুও কবিপত্নী হিসেবে কবিকে কাছ থেকে দেখা এবং বইটি প্রকাশ হবার পর আমাদের দুজনের কথোপকথনের মধ্যদিয়ে উঠে আসা বিষয়গুলোই মূলত বলবো। শহীদ কাদরী বাংলাদেশে থাকা কালীনই তার তিনটি বই প্রকাশ হয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে তিনি বিদেশে চলে এসেছিলেন ১৯৮২ সালে। সুদীর্ঘ নীরবতার পর সপ্রতিভ ও স্বকীয়তায় শহীদ কাদরীর নতুন বই ‘আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও' প্রকাশিত হতেই কবিতাপ্রেমীদের কাছে আগ্রহের কারণ হয়েছে। ‘অবসর প্রকাশনী’ থেকে বইটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালের একুশের বইমেলায়। ‘প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিকই- কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না’ লাইনটি প্রসঙ্গে বলেন, বিরহ-বিচ্ছেদের অনেক কবিতা আমরা পড়েছি, কবি সমরেন্দু সেন একটি কবিতায় বলেছেন, পৃথিবীতে ঠিক ছেলেটির সঙ্গে ঠিক মেয়েটির বিয়ে হয় না বলেই এত প্রেমের তথা বিরহের কবিতা লেখা হয়। কিন্তু শহীদ কাদরী সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে আলো ফেলেছেন। তিনি প্রেমের সম্পূর্ণ একটি নতুন আদল ও মাত্রা নিয়ে এলেন আশ্চর্য এই পংক্তিগুলোতে। আরও একটি কবিতায় আমরা দেখতে পাই, প্লেটো, কান্ট, হেগেল, বুদ্ধ, দেকার্তে, হোয়াইটহেড, পিকাসো কিংবা বের্গস কী বলেছেন সেগুলো গ্রাহ্য নাকরে তিনি লিখলেন, ‘আমি এক নগণ্য মানুষ, আমি শুধু বলিড় জলে পড়ে যাওয়া ওই পিঁপড়েটাকে ডাঙায় তুলে দিন’। অতি সামান্য কিন্তু নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধনে কী সীমাহীন শান্তি পাওয়া যায়। এই কবিতা নতুন ফর্মে সেই ম্যাসেজই দেয়। এই বইয়ের প্রথম কবিতাটি পড়ে মনে হয়েছে, শহীদ কাদরী ‘উত্তরাধিকার’ কবিতার জনক। কয়েক দশক আগে যিনি লিখেছিলেন ‘উত্তরাধিকার’ এবং বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে সেই কবি লিখছেন, ‘স্বতন্ত্র শতকের দিকে’। কবিতাটিতে এক বিশ্বখ্যাত রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থিত হয়েছে। আমি মনে করি, এই দুটি কবিতার তুলনামূলক আলোচনা হয়তো হবে একদিন। তিনি ‘স্বতন্ত্র শতকের দিকে’ কবিতার শেষ কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেন। এছাড়াও ‘কক্সবাজারে এক সন্ধ্যায়’ ‘প্রজ্ঞা’ ‘বিপ্লব’ ‘স্বগতোক্তি’ ‘অন্তিম প্রজ্ঞা’ ‘আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও’ ‘একেই বলতে পারো একুশের কবিতা’ প্রমুখ কবিতা নিয়ে কথা বলেন।

আসরের একপর্যায়ে লেখক রিমি রুম্মান পূর্ব ধারবাহিকতায় নিউইয়র্কে বসবাসরত এগারোজন লেখকের ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা’ ২০২৪ -এ প্রকাশিত বইয়ের পরিচিতি তুলে ধরেন।

এছাড়াও শিশুশিল্পী রাবেয়া সাবির আবৃত্তি করেন, জসিম মেহবুবের ‘একুশ’ কবিতাটি, এবং আজমাইন স্বপ্নীল আবৃত্তি করেন, কবি শামসুর রাহমানের ‘আসাদের শার্ট’ কবিতাটি। আবৃত্তিশিল্পী শারমিন রেজা ইভা আবৃত্তি করেন নির্মলেন্দু গুণের কবিতা ‘আমাকে কী মাল্য দেবে দাও’ এম এ সাদেক আবৃত্তি করেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বঙ্গভাষা’, সুমিত্রা সেন আবৃত্তি করেন- দাউদ হায়দারের কবিতা ‘একুশ’ মুনমুন সাহা আবৃত্তি করেন, কল্যাণ দাস গুপ্তের লেখা ‘বদন মাঝির ভাষা দিবস’ এবং গোপন সাহা আবৃত্তি করেন, অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্তের কবিতা ‘পুব-পশ্চিম’।

স্বরচিত পাঠে অংশগ্রহণ করেন, মিনহাজ আহমেদ, স্বপন বিশ্বাস, সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়, রওশন হাসান, ফারহানা হোসেন, লুৎফা শাহানা, ভায়লা সালিনা, তাহমিনা খান, সুলতানা ফেরদৌসী, মাহমুদ রেজা চৌধুরী, আকবর হায়দার কিরণ, জেবুন্নেছা জোৎস্না, জুঁই ইসলাম, মিয়া এম আসকির, মনিকা রায়, শাহীন ইবনে দেলোয়ার, ছহুল আহমেদ, আলম সিদ্দিকী, সবিতা দাস, বেনজির শিকদার প্রমুখ। এছাড়াও আসরে একুশের গান পরিবেশন করেন, শিল্পী ম্যারিষ্টিলা শ্যামলী আহমেদ ও তাহমিনা শহীদ। আসরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেনড় কাজী আতীক, নিনি ওয়াহেদ, মেহফুজ আহমেদ, রাহাত কাজী শিউলি, আখতার আহমেদ রাশা, নাহার, রুনা রায়, শহীদ উদ্দিন, আহসান সাবির, সেন গোমেজ, মাসুমা রহমান, রিনা আবেদীন, উর্বি সাবিনা, আমিরুল ইসলাম, সুতপা মণ্ডল, প্যাট্রিক রোজারিও, নাসির শিকদার প্রমুখ। যথারীতি এবারের আসরেও পাঠের জন্য বই বিতরণ করা হয়। সবাইকে আগামী আসরের আমন্ত্রণ জানিয়ে, অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। - বেনজির শিকদার

৬ষ্ঠ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয় মেয়র এরিক এডামস

নিউইয়র্কে বয়স্ক সেবায় অবদান রাখছে আশা হোম কেয়ার

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন বয়স্ক সেবা প্রতিষ্ঠান আশা হোম কেয়ার ও আশা সোসাল এডাল্ট ডে কেয়ারের ৬ষ্ঠ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের সিটি মেয়র এরিক এডাম বলেছেন নিউইয়র্কে কমিউনিটির বয়স্কদের সেবায় অনন্য অবদান রাখছে আশা হোম কেয়ার ও ডে কেয়ার। আশা করি সেবার মানে তারা আরো এগিয়ে যাবে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, বয়স্ক সেবার নামে সিটির অর্থ এনে যারা যথাযথ সেবা দিবে না। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যায় কুইন্সের ওয়ার্ল্ডফেয়ার মেরিনায় আশা হোম কেয়ারের ৬ষ্ঠ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এরিক এডামসএসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩০'র এসেম্বলী মেম্বার স্টিভেন রাগা।

কমিউনিটির বয়স্ক সেবায় অনন্য অবদানের জন্য আশা হোম কেয়ার ও আশা সোসাল এডাল্ট ডে কেয়ারকে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র ও স্টেট এসেম্বলীর অফিসিয়াল প্রক্লোমেশন প্রদান করা হয়।

বন্যাঢ্য আয়োজনে অংশ নেন সিটি মেয়রের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, এশিয়ান লিয়াজো অফিসার, নিউইয়র্ক পুলিশের ইন্সপেক্টর আদেল রানা, ক্যাপ্টেন হামিদ আরমানী, সার্জেন্ট আব্দুল লতিফ, ডিডেক্টিভ অফিসার সারোয়ার জামিল, লং টার্ম কেয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর কর্মকর্তাবৃন্দসহ নিউইয়র্ক স্টেট ও সিটি প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

কমিউনিটির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে ৬ষ্ঠ বর্ষ'র শুভ উদ্বোধন করেন আশা হোম কেয়ার, আশা সোসাল ডে কেয়ার ও আশা চ্যারিটি ফাউন্ডেশন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান ও চেয়ারম্যান ঈশা রহমান। পবিত্র কোর আন তেলোয়াত ও গীতা পাঠের পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন আকাশ রহমান ও ঈশা রহমান। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান বলেন, নিউইয়র্কে হোম কেয়ার বা সোসাল ডে সেবায় আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি। আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নিউইয়র্কের সকল বাংলাদেশী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিক ভাই বোনদের। আপনাদের সুপ্রচারের কারনেই অতি অল্প সময়ে আশা হোম কেয়ার দ্রুত পরিচিতি লাভ করেছে। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এতটুকু আসা অসম্ভব। আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের কমিউনিটির নেতৃবৃন্দকে। অভিভাবকের মত যখন চেয়েছি। তখনই আপনাদের পাশে পেয়েছিই। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই আশা পরিবার আমার সহধর্মিনী ও সহপক্রমীদের । যাদের অক্লান্ত শ্রম আশার আজকে ফসল। অসম প্রতিযোগিতায় আমরা বিশ্বাস করি না। আশা হোম কেয়ারের প্রতিযোগি শুধু আশা হোম কেয়ার। আপনারা সকলেই আশা গ্রুপের একজন অংশীদার। আপনাদের সহযোগিতা পেলে ভবিষ্যতে আরো অনেকদুর এগিয়ে যাবে আশা পরিবার।

বক্তব্যের পর আকাশ রহমান ও ঈশা রহমানকে শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পুরো অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা করেন আশা ভাইস প্রেসিডেন্ট কমিউনিটি নেতা আবুল কাশেম।

আশা হোম কেয়ার ও আশা সোসাল এডাল্ট ডে কেয়ার'র স্বল্প সময়ের সফলতার সংক্ষিপ্ত বিবরনী তুলে ধরেন সাংবাদিক এস এম সোলায়মান। এরপর আশা হোম কেয়ার ও ডে কেয়ারের উপর স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামান্য চিত্র প্রচার করেন সাংবাদিক সৌরভ ঈমাম। অফিসিয়াল পারফরমেন্সের জন্য আশা হোম কেয়ার ও ডে কেয়ারের কর্মকর্তাদের সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। নিউইয়র্ক স্টেটে এসেম্বলীমেম্বার স্টিভেন রাগার হাত থেকে সম্মাননা ক্রেষ্ট গ্রহন করেন। সহকর্মী ও শুভাকাংখীদের নিয়ে ৬ষ্ঠ বর্ষের কেক কেটে অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান। আগামিতে আরো ভিন্ন রকমে ৭ম বর্ষ আয়োজনের আশা ব্যক্ত করেন চেয়ারম্যান ঈশা রহমান। তিনি বলেন, আশা গ্রুপের পরিকল্পনায় রয়েছে এটিভি ইউএসএ, নার্সিং হোম, নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার, নিজস্ব ডে কেয়ার ভবন ও থেরাপী সেন্টার।

শারমিন সোনিয়া ও রুহুল সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করেন জেরিন মাঈশা, চন্দন চৌধুরী এবং ত্রিনিয়া হাসান।- এস এম সোলায়মান প্রেরিত

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

GET PAID

TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS

MAKE MONEY
BY SERVING YOUR RELATIVES
AT HOME WITHOUT TRAINING

GANA DINERO CUIDANDO
PERSONAS MAYORES
DESDE SU CASA

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

बिना परिषाण के घर पर
अपने लोगो की सेवा
करके पैसा कमाएं

CDPAP SERVICE

HHA/PCA SERVICE

SKILLED NURSING

- Salary & Benefits
- Weekly Payments
- Direct Deposit

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Ave
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-650-6912
Fax: 917-396-4115

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820
Fax: 917-396-4115

JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-481-8992
Fax: 917-396-4115

ASTORIA OFFICE
36-07 31 Street,
Astoria, NY 11106
Ph: 718-540-4130
Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

ফ্লোরিডার পামবীচে ২৮তম এশিয়ান এক্সপোর উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী (২-৩ মার্চ) সাউথ ফ্লোরিডা ফেয়ার গ্রাউন্ডে ২৮তম এশিয়ান এক্সপোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে ২রা মার্চ শনিবার। মেলার শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র, আ, ম, ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী। এর আগে শুক্রবার ১ মার্চ পামবীচ হিল্টন হোটেলের ম্যাজেস্টিক বলরুমে অনুষ্ঠিত অ্যাওয়ার্ড সিরোমনি ও গালা-নাইট অনুষ্ঠানেও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন র, আ, ম, ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী। গালানাইটে প্রধান অতিথির বক্তব্যে

বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র, আ, ম, ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নততর বাংলাদেশ নির্মাণে প্রবাসীদের আরো বেশী করে বাংলাদেশে বিনিয়োগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতির সাথে আরো বেশী সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানান।

গালানাইট অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন গালানাইটের চেয়ারম্যান কামরুল চৌধুরী, মেলা আয়োজক সংগঠনের সভাপতি এডভোকেট এম, রহমান জহির ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফ, মেলার কনভেনর *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

উই আর দি পিপল এর ব্যবস্থাপনা ও আয়োজনে নিউ ইয়র্কে বিডিআর পিলখানা হত্যাকাণ্ডে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত, স্মৃতিচারণ এবং প্রতিবাদ সভা

পরিচয় ডেস্ক: ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সালে ঢাকায় সংঘঠিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডে নিহতদেরকে যেন পুরো বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশীরা ভুলতে বসেছে।হত্যাকাণ্ডের মাত্র পনের বছর অতিবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে কোন আয়োজনই নেই, নিহতদের আত্মীয়স্বজনরাও নিশ্চল নিশ্চুপ; সশস্ত্র বাহিনীও নিশ্চল নিশ্চুপ। যেহেতু কারো চেতনাই নিহতদের ব্যাপারে কাজ করছে না, কোন মিডিয়াও নিহতদের স্মরণে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা বিষয়ে ক্রোড়পত্র বের করেনি; এমনকি কোন মসজিদেও বিশেষ দোয়া মাহফিলও অনুষ্ঠিত হয়নি।

সকলেই যখন বিডিআর পিলখানা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নিশ্চল ও নিশ্চুপ, ঠিক তখন নিউ ইয়র্কে অবস্থিত উই আর দি পিপল *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

ঢাকার বেইলী রোডের অগ্নিকান্ড কফি খেতে গিয়ে লাশ হলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আতাউর রহমান শামীম

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিক আওয়ামী লীগ নেতা, নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ এডভোকেট আতাউর রহমান শামীম (৬২) ঢাকার বেইলী রোডের রেস্টুরেন্টে সংগঠিত অগ্নিকান্ডে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার সন্তান শামীম এক সময় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ছিলেন। তিনি গত ২০০১ সাল থেকে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

লেবার ডে উইকেন্ডে নিউইয়র্কে ফোবানা সম্মেলন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী লেবার ডে উইকেন্ডে (৩০ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) নিউইয়র্কে কুইন্সের লাগার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে ৩ দিন ব্যাপী ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। গত মঙ্গলবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) রাতে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ।তিনি আরো জানান এবারের ফোবানা সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন হচ্ছে আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিকে (এবিসিসিআই)। এবং এবারের ফোবানা সম্মেলনের কনভেনর নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বারী হোম কেয়ারের আসেফ বারী টুটুল।

ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির সিনিয়র সদস্য আবু যোবায়ের দারা বলেন, ঐক্যবদ্ধ ফোবানা সম্মেলন এর আয়োজনে সকল ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ করার মাসিকতা নিয়ে সবাই এগিয়ে আসলে এখনো তা সম্ভব।

গতবার টরন্টোতে অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলনের কনভেনর দেওয়ান আজিম ফোবানার কার্যক্রমে পর্তী প্রজন্মের সন্তানদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করার উদ্যেগর কোন বিকল্প নেই।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন ফোবানা *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

লিপ ইয়ার বা ২৯শে ফেব্রুয়ারি নিয়ে ১০টি মজার তথ্য

পরিচয় ডেস্ক: লিপ ইয়ার, মানে যে বছরে থাকে একটা অতিরিক্ত দিন। চলতি ২০২৪ সালেও পড়েছে লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ।

কিন্তু পুরোপুরি *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

৩০শে ফেব্রুয়ারি - যে দিনটি ইতিহাসে মাত্র একবারই এসেছিল

পরিচয় ডেস্ক:বহু বছর ধরে প্রতি চার বছর পর পর লিপ ইয়ারের মাধ্যমে বছর গণনাকে সমন্বয় করায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

সাধারণত এক *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বের যে পত্রিকা শুধু লিপইয়ারে বের হয়, বিক্রি ২ লাখ কপি

৪৪ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এই ফরাসি পত্রিকা। এ দীর্ঘ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে মাত্র ১২টি সংখ্যা। এর মতো পত্রিকা বিশ্বে আর একটিও নেই। প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের একমাত্র চতুর্বার্ষিক *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3 STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

কর্ণফুলী ট্রাভেলস
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com

Khalil's
SPECIAL FOOD
ANYWHERE IN THE USA
Available in
ORDER NOW
khalilsfood.com

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

Wasi Choudhury & Associates LLC
INCOME TAX • ACCOUNTING • TAX AUDIT • BUSINESS SET UP
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

Sarder Multi Services
Sarder Tax & Accounting Inc.
TAX SERVICES: Individual/Personal Tax • Self Employed Tax
• Current Year/Prior Years (Amendment of Tax File)
ইমিগ্রেশন: Petition for Relatives • Apply for Citizenship Certificate
• Apply for Naturalization • Affidavit of Support • Green Card Renewal
sardertax2020@gmail.com
Nuruzzaman Sarder, CEO
Sarder Driving School
DMV Express Service
New Plate Registration & Title Duplicate
Registration Surrender Plate
In Transit Plate
Address Change
License Renewal
TLC Renewal
Customize Plate
DDC Defensive Driving Course
আপনি কি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান?
small world Choice
আমরাই সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
আপনি কি বাংলাদেশে যেতে চান?
বিদেশ
আমরাই দিচ্ছি সবচেয়ে কমমূল্যে টিকেট
MEGA HOME REALTY INC.
BUY & SELL
আপনি কি বাড়ি ক্রয়/বিক্রয় করতে চান, তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
37-47 73rd Street, Suite# 207, 2nd Floor (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Ph: 917 379 4125
Open 7 DAYS A WEEK